এখন বিভিন্ন মাধ্যমে উপলব্ধ
একদিন
Website : www.ekdinnews.com
http://youtube.com/@dailyekdin2165
Epaper : ekdin-epaper.com
দেখুন
শেয়ার এবং সাবস্ক্রাইব করুন

NARSINGHA
ই-পেপার: www.ekdin-epaper.com
একদিন
EKDIN
এগিয়ে চলার সঙ্গী

২০৮বি. বি. গাঙ্গুলী স্ট্রীট, কলকাতা – ১২
ফোন ঃ ০৩৩ ২২৪১ ৬২৮১/৮২০৩

৩ জননেতা অর্জুন সিং পূর্ণমন্ত্রী হওয়ায় খুশির জোয়ার শিল্পাঞ্চলে

দক্ষিণবঙ্গে আপাতত ঝড়বৃষ্টির সম্ভাবনা নেই, ফিরল অস্বস্তিকর গরম ৩

কলকাতা ২ জুন ২০২৬ ১৮ জ্যৈষ্ঠ ১৪৩৩ মঙ্গলবার উনবিংশ বর্ষ ৩৪৯ সংখ্যা ৮ পাতা ৩.০০ টাকা ■ Kolkata 02.06.2026, Vol.19, Issue No. 349, 8 Pages, Price 3.00

ডিএ নিয়ে সরকারের ‘সুখবর’ বাজেটে

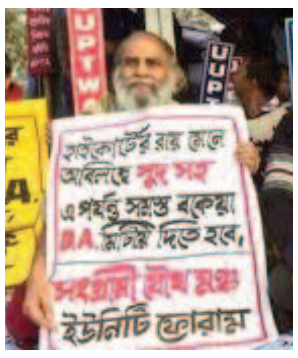

নিজস্ব প্রতিবেদন: রাজ্য সরকারি কর্মীদের বকেয়া মহার্ঘ ভাতা (ডিএ) ইস্যুতে সোমবার বিকেলে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর সঙ্গে বৈঠকের পর বড় দাবি করলেন যৌথ সংগ্রামী মঞ্চের আহ্বায়ক ভাস্কর ঘোষ। তাঁর বক্তব্য, আগামী ২২ জুন রাজ্য বাজেট পেশের দিন সরকারি কর্মীদের জন্য একটি ‘ভাল সুখবর’ ঘোষণা করবেন মুখ্যমন্ত্রী।

সোমবার নবান্নে অনুষ্ঠিত প্রায় এক ঘণ্টার বৈঠক শেষে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে ভাস্কর ঘোষ বলেন, বকেয়া ডিএ সংক্রান্ত বিষয়ে কর্মচারী সংগঠনের পক্ষ থেকে ৪২ শতাংশ বকেয়া ধাপে ধাপে মেটানোর প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে। পাশাপাশি কেন্দ্রীয় হারে ডিএ প্রদানের বিষয়ে একটি স্থায়ী আদেশনামা জারির দাবিও তোলা হয়েছে। ভাস্কর ঘোষের দাবি, মুখ্যমন্ত্রী আশ্বাস দিয়েছেন যে ২২ জুনের বাজেটে কর্মচারীদের সম্মান বজায় রেখে ডিএ সংক্রান্ত ইতিবাচক ঘোষণা করা হবে। তিনি বলেন, ‘চিরকুটে ডিএ দেওয়ার মতো ডিএ নয়, কর্মচারীদের মর্যাদা রক্ষা করে ব্যবস্থা করা হবে।’ বৈঠকে শুধু ডিএ নয়, নিয়োগ এবং বেতন কাঠামো নিয়েও আলোচনা হয়েছে বলে জানান ভাস্কর ঘোষ।

নীতির বৈঠকে যোগ শুভেন্দুর

চাইলেন সব দপ্তরের রিপোর্ট

নিজস্ব প্রতিবেদন: বাংলার মসনদে এখন ‘ডবল ইঞ্জিন’ সরকার। মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে শপথ নেওয়ার পরেই দিল্লিতে নীতি আয়োগের বৈঠকে যোগ দিচ্ছেন শুভেন্দু অধিকারী। আগামী ১১ জুন দিল্লিতে এই বৈঠক রয়েছে। সেই বৈঠকে যোগ দেওয়ার আগে সচিবদের থেকে বিস্তারিত রিপোর্ট তলব করলেন মুখ্যমন্ত্রী। যেখানে সমস্ত দপ্তরের বর্তমান পরিস্থিতি নিয়ে সচিবদের রিপোর্ট জমা দেওয়ার নির্দেশ সচিবদের তিনি দিয়েছেন বলে খবর। মনে করা হচ্ছে, নীতি আয়োগের বৈঠকে যোগ দেওয়ার আগে সমস্ত দপ্তরের অবস্থা যাচাই করে নিতে চান মুখ্যমন্ত্রী। আর সেটাই নীতি আয়োগের বৈঠকে তিনি তুলে ধরবেন বলে খবর।

সে কারণেই ৫ জুনের মধ্যে রাজ্যের সব দপ্তরের সচিবদের রিপোর্ট দিতে বলেছেন মুখ্যমন্ত্রী। এমনিতে এই দায়িত্ব থাকে সংশ্লিষ্ট দপ্তরের মন্ত্রীদের। সোমবার আরও ৩৫ জন বিধায়ক রাজ্যের মন্ত্রী হিসাবে শপথ নিয়েছেন। এখনও দপ্তর বণ্টন হয়নি। ৫ জুনের মধ্যে রিপোর্ট দেওয়া তাঁদের পক্ষে সম্ভব নয়। সে কারণে এই রিপোর্ট দেওয়ার দায়িত্ব আপাতত রাজ্যের সব দপ্তরের সচিবদের দেওয়া হয়েছে। সেই রিপোর্টের ভিত্তিতেই প্রস্তুতি নিয়ে নীতি আয়োগের বৈঠকে যেতে চান মুখ্যমন্ত্রী।

এর আগে একাধিকবার নীতি আয়োগের বৈঠক হলেও সেখানে যোগ দেননি পূর্বতন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। একাধিক অভিযোগ তুলে ‘বয়কটে’র পথে হাঁটেন তিনি। এরফলে কেন্দ্রের থেকে প্রাপ্য অর্থ পাওয়া থেকে বঞ্চিত থেকেছে বাংলা। কিন্তু মানুষের রায়ে বাংলার মসনদে এবার পালাবদল হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে দায়িত্ব নেওয়ার পরেই আগামী ১১ জুন দিল্লিতে নীতি আয়োগের বৈঠকে যোগ দিতে যাচ্ছেন শুভেন্দু অধিকারী। যেখানে রাজ্যের উন্নয়নের কথা মাথায় রেখে একাধিক সুবিধা আদায়ে তিনি সরব হতে পারেন বলে খবর।

বিশেষ করে আগামী মাসের শেষদিকে বাজেট পেশ করবে শুভেন্দু অধিকারী সরকার। বাজেটে মানুষের কথা ভেবে একগুচ্ছ নতুন ঘোষণা থাকতে পারে। কেন্দ্রের সমস্ত প্রকল্পের সুবিধা বাংলার মানুষ পাবে বলে ইতিমধ্যে ঘোষণা করেছেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী।

সোমবার লোকভবনে শপথ নেন শুভেন্দু অধিকারীর মন্ত্রিসভার ৩৫ জন মন্ত্রী।

শপথ গ্রহণ মন্ত্রিসভার, দায়িত্ব প্রতিশ্রুতি রক্ষা

নিজস্ব প্রতিবেদন: প্রায় এক মাসের অপেক্ষার অবসান। সোমবার লোকভবনে রাজ্যপাল রবীন্দ্র নারায়ণ রবির কাছে শপথ নিলেন ৩৫ জন নতুন মন্ত্রী। এর ফলে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর নেতৃত্বাধীন পশ্চিমবঙ্গের প্রথম বিজেপি সরকারের মন্ত্রিসভা ছয় সদস্য থেকে বেড়ে দাঁড়াল ৪১সদস্যে। রাজনৈতিক মহলের মতে, আঞ্চলিক, সামাজিক ও সাংগঠনিক ভারসাম্য রক্ষার স্পষ্ট বার্তা দিয়েই পূর্ণাঙ্গ মন্ত্রিসভা গঠন করল বিজেপি।

নতুন মন্ত্রিসভায় ১৩ জন পূর্ণমন্ত্রী, ৩ জন প্রতিমন্ত্রী (স্বাধীন দায়িত্বপ্রাপ্ত) এবং ১৯ জন প্রতিমন্ত্রীকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। উত্তরবঙ্গ থেকে জঙ্গলমহল, সীমান্তবর্তী জেলা থেকে কলকাতা ও সংলগ্ন এলাকা, প্রায় সব অঞ্চল থেকেই প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত করার চেষ্টা করেছে দল।

পূর্ণমন্ত্রী হিসেবে শপথ নেন দীপক বর্মন, তাপস রায়, ডা. শঙ্কর ঘোষ, মনোজ কুমার ওরাওঁ, অর্জুন সিং, গৌরীশঙ্কর ঘোষ, স্বপন দাশগুপ্ত, জগন্নাথ চট্টোপাধ্যায়, কল্যাণ চক্রবর্তী, অজয় পোদ্দার, ডা. শারদত মুখোপাধ্যায়, দুধকুমার মণ্ডল এবং অনুপ কুমার দাস। তাঁদের মধ্যে চিকিৎসক, শিক্ষাবিদ, প্রাক্তন সাংসদ এবং দীর্ঘদিনের সংগঠক, বিভিন্ন পটভূমির নেতাদের স্থান দেওয়া হয়েছে।

১৩ জন পূর্ণমন্ত্রীর তালিকায় রয়েছেন তাপস রায়, গৌরীশঙ্কর ঘোষ, অর্জুন সিং-সহ অন্যান্যরা। ছবি: অদিতি সাহা

প্রতিমন্ত্রী (স্বাধীন দায়িত্বপ্রাপ্ত) হিসেবে শপথ নেন ডা. ইন্দ্রনীল খাঁ, মালতী রাভা রায় এবং রাজেশ মাহাতো। রাজনৈতিক মহলের মতে, আগামী দিনে স্বাস্থ্য, আদিবাসী উন্নয়ন অথবা গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক ক্ষেত্রগুলিতে তাঁদের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা থাকতে পারে। প্রতিমন্ত্রী হিসেবে শপথ নেন জোয়েল মুর্মু, হরেকৃষ্ণ বেরা, আনন্দময় বর্মন, অশোক দিন্দা, নাদিয়ার চাঁদ বাউরি, বিশাল লামা, শান্তনু প্রামাণিক, মৌমিতা বিশ্বাস মিশ্র, উমেশ রায়, পূর্ণিমা চক্রবর্তী, কৌশিক চৌধুরী, ভাস্কর ভট্টাচার্য, দিবাকর ঘরামী, অমিয় কিস্কু, কলিতা মাঝি, গার্গী দাস ঘোষ, বিরাজ বিশ্বাস, দীপঙ্কর জানা এবং সুমনা সরকার।

নতুন মন্ত্রিসভার তালিকায় একাধিক মহিলা মুখের অন্তর্ভুক্তি বিশেষভাবে তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করছে রাজনৈতিক মহল। একই সঙ্গে তপসিলি জাতি, তপসিলি উপজাতি, রাজবংশী, গোর্খা এবং অন্যান্য সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিত্বও নিশ্চিত করা হয়েছে। উত্তরবঙ্গের একাধিক বিধায়কের মন্ত্রিত্ব পাওয়া বিজেপির নির্বাচনী প্রতিশ্রুতির প্রতিফলন বলেই মনে করা হচ্ছে।

সই জালে দুই তৃণমূল বিধায়কের অভিযোগেই দায়ের এফআইআর

ঋতব্রত-সন্দীপনকে বহিষ্কার ঘাসফুলের

নিজস্ব প্রতিবেদন: বিধানসভায় বিরোধী দলনেতা নির্বাচনের রেজোলিউশনে সই জালিয়াতির অভিযোগে সিট গঠন করে তদন্ত শুরু করেছে সিআইডি। সোমবার নবান্নে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী দাবি করেন, তৃণমূলেরই দুই বিধায়কের অভিযোগের ভিত্তিতে হেয়ার স্ট্রিট থানায় এফআইআর দায়ের হয় এবং পরে মামলাটি সিআইডির হাতে তুলে দেওয়া হয়।

এদিকে, দলবিরোধী কাজের অভিযোগে দুই বিধায়ক ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায় এবং সন্দীপন সাহাকে বহিষ্কার করেছে তৃণমূল। শুভেন্দুর সাংবাদিক বৈঠক শেষ হওয়ার ১৫ মিনিটের মধ্যেই তৃণমূল উলুবেড়িয়া পূর্বের বিধায়ক ঋতব্রত এবং এন্টালির বিধায়ক সন্দীপনকে বহিষ্কারের সিদ্ধান্ত নেয় দল। চিঠি দিয়ে ওই দু'জনকে দলের প্রাথমিক সদস্যপদ থেকে বহিষ্কারের কথা জানিয়েছেন তৃণমূলের সহ-সভাপতি চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য। তৃণমূল সূত্রে খবর, ঋতব্রত এবং সন্দীপনকে ইমেল এবং হোয়াট্‌সঅ্যাপ মারফত জানিয়ে দেওয়া হয়েছে। দলের সিদ্ধান্তের কথা জানিয়ে দেওয়া হয়েছে বিধানসভার স্পিকার রথীন্দ্র বসুকেও। বহিষ্কারের পর সন্দীপন বলেন, ‘যারা অনৈতিক কাজ করে, দল তাদের সমর্থন করে। আর যারা নৈতিক কাজ করে, তাদের বহিষ্কার করে। আমরা তো জানতামই না, একটা হাজিরা খাতার সইকে প্রস্তাবের সই বলে চালানো হবে।’

মুখ্যমন্ত্রীর বক্তব্য, ৯ মে তৃণমূল কংগ্রেসের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক বিধানসভার স্পিকারের কাছে বিরোধী দলনেতা সংক্রান্ত একটি চিঠি জমা দেন। পরে বিধানসভার সচিবালয় দলীয় বৈঠকের কার্যবিবরণী বা রেজোলিউশন জমা দিতে বলে। সেই অনুযায়ী ২০ মে একটি রেজোলিউশন জমা পড়ে, যেখানে ৭০ জন বিধায়কের সমর্থনের দাবি করা হয়।

শুভেন্দুর দাবি, এরপর তৃণমূলেরই দুই বিধায়ক ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায় ও সন্দীপন সাহা স্পিকারের কাছে লিখিত অভিযোগ করেন যে ওই রেজোলিউশন প্রকৃত বৈঠকে গৃহীত হয়নি এবং পরে তা তৈরি করা হয়েছে। অভিযোগের ভিত্তিতে বিধানসভা সচিবালয়ের তরফে হেয়ার স্ট্রিট থানায় এফআইআর দায়ের হয়। পরে মামলাটি সিআইডির হাতে তুলে দেওয়া হয়। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, সিআইডি ইতিমধ্যে একাধিক তৃণমূল বিধায়কের বয়ান রেকর্ড করেছে এবং স্বাক্ষর যাচাইয়ের কাজ করেছে। তাঁর দাবি, তদন্ত চলাকালীন অন্তত তিন জন বিধায়ক জানিয়েছেন যে রেজোলিউশনে থাকা স্বাক্ষর তাঁদের নয়। এই ঘটনাকে তিনি ‘গুরুতর প্রতারণা’ বলে অভিহিত করেন।

শুভেন্দুর কথায়, ‘বাংলার মানুষের সঙ্গে দুর্নীতি করার অভিযোগ তো আগেই ছিল। এখন নিজেদের দলের বিধায়কদের সঙ্গেও প্রতারণা করা হচ্ছে। গণতন্ত্রের মন্দির বিধানসভায় জমা দেওয়া নথিতে যদি জাল স্বাক্ষর থাকে, তা অত্যন্ত উদ্বেগজনক।’ তবে এই তদন্তে সরকারের কোনও রাজনৈতিক উদ্দেশ্য নেই বলেও দাবি করেন মুখ্যমন্ত্রী। তাঁর বক্তব্য, ‘অভিযোগ করেছে তৃণমূলেরই দুই বিধায়ক। এফআইআর হয়েছে সেই অভিযোগের ভিত্তিতে। সরকার বা বিজেপির কোনও ভূমিকা নেই। আইন অনুযায়ী তদন্ত হচ্ছে।’

সই জালিয়াতি প্রমাণিত হলে ভারতীয় ন্যায় সংহিতার সংশ্লিষ্ট ধারায় কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলেও সতর্ক করেন তিনি।

জালিয়াতি বরদাস্ত নয়, বৈধ প্রাপকদের অভয় মুখ্যমন্ত্রীর

নিজস্ব প্রতিবেদন: লক্ষ্মীর ভান্ডার, বিধবা ভাতা, বার্ধক্য ভাতা-সহ একাধিক সামাজিক সুরক্ষা প্রকল্পে ব্যাপক অনিয়মের অভিযোগ তুলে কঠোর সিট গঠন করে তদন্তের নির্দেশ দিয়েছে রাজ্য সরকার। মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর দাবি, প্রাথমিক যাচাইয়ে এমন বহু উপভোক্তার খোঁজ মিলেছে যাঁরা নিয়ম বহির্ভূতভাবে সরকারি ভাতা পাচ্ছিলেন। কোথাও পুরুষের নামে মহিলাদের প্রকল্পের সুবিধা, কোথাও আবার ভুয়ো পরিচয়ে সামাজিক ভাতা নেওয়ার অভিযোগ সামনে এসেছে। ইতিমধ্যেই কয়েকজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে বলেও জানান তিনি।

নবান্নে সোমবার সাংবাদিক বৈঠকে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, পূর্বতন সরকারের আমলে উপভোক্তাদের তথ্য যাচাইয়ের ক্ষেত্রে ব্যাপক গাফিলতি ছিল। তাঁর অভিযোগ, বহু ক্ষেত্রে প্রকৃত প্রাপকদের পরিবর্তে অযোগ্য ব্যক্তিরা সরকারি প্রকল্পের টাকা পেয়েছেন। এমনকি কিছু ক্ষেত্রে পুরুষদের নামে লক্ষ্মীর ভান্ডারের টাকা যাওয়ার ঘটনাও ধরা পড়েছে।

তিনি বলেন, রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে এই ধরনের অনিয়মের তথ্য সামনে আসছে। পশ্চিম মেদিনীপুরে এক ব্যক্তির বিরুদ্ধে বিধবা ভাতা নেওয়ার অভিযোগে ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে বলেও তিনি জানান। এছাড়া ইমাম ভাতা, বার্ধক্য ভাতা এবং অন্যান্য সামাজিক প্রকল্পেও অনিয়মের অভিযোগ খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

মুখ্যমন্ত্রীর কথায়, ‘জনগণের করের টাকায় চলা প্রকল্পে কোনও ধরনের জালিয়াতি বরদাস্ত করা হবে না। প্রকৃত প্রাপকরা সুবিধা পাবেন, কিন্তু ভুয়ো তথ্য দিয়ে কেউ সরকারি অর্থ আত্মসাৎ করলে আইনের মুখোমুখি হতে হবে।’

সরকারি সূত্রের খবর, উপভোক্তাদের তথ্য যাচাইয়ের জন্য জেলা প্রশাসন, ব্লক প্রশাসন এবং বিভিন্ন দপ্তরকে নিয়ে বিশেষ প্রক্রিয়া চালানো হচ্ছে। ভোটার তালিকা, পরিচয়পত্র, ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট এবং অন্যান্য নথি মিলিয়ে দেখা হচ্ছে। প্রয়োজন হলে আর্থিক তছরুপ এবং জালিয়াতির মামলাও দায়ের করা হতে পারে।

এই পরিস্থিতির মধ্যেই অন্নপূর্ণা যোজনার অগ্রগতি সম্পর্কেও গুরুত্বপূর্ণ ঘোষণা করেন মুখ্যমন্ত্রী। তিনি জানান, প্রকল্পের জন্য নাম নথিভুক্তকরণের কাজ জোরকদমে চলছে। যাঁরা নিজেরা আবেদনপত্র পূরণ করতে পারছেন না, তাঁদের বাড়িতে গিয়ে সরকারি কর্মীরাই ফর্ম পূরণে সাহায্য করবেন। মুখ্যমন্ত্রী জানান, আগামী বুধবার থেকেই অন্নপূর্ণা যোজনার প্রথম পর্যায়ের অর্থ স্থানান্তর শুরু হবে। প্রথম কিস্তিতে যোগ্য উপভোক্তাদের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে ৩ হাজার টাকা করে পাঠানো হবে। ইতিমধ্যেই প্রতিদিন কয়েক লক্ষ আবেদন যাচাই করা হচ্ছে বলেও জানান তিনি।

তাঁর দাবি, অন্নপূর্ণা যোজনার ক্ষেত্রে শুরু থেকেই কঠোর যাচাই প্রক্রিয়া অনুসরণ করা হচ্ছে। উদ্দেশ্য একটাই, প্রকৃত উপভোক্তার হাতে টাকা পৌঁছে দেওয়া। ‘আমরা চাই না কোনও ভুয়ো ব্যক্তি বা অযোগ্য আবেদনকারী এই প্রকল্পের সুবিধা পাক। প্রতিটি আবেদন যাচাই করেই টাকা দেওয়া হবে’, বলেন মুখ্যমন্ত্রী।

প্রশাসনিক মহলের মতে, একদিকে পুরনো প্রকল্পগুলিতে অনিয়মের তদন্ত, অন্যদিকে নতুন সামাজিক সুরক্ষা প্রকল্পে কঠোর যাচাই, এই দুই পথেই এগোতে চাইছে রাজ্য সরকার। ফলে আগামী দিনে সামাজিক সুরক্ষা প্রকল্পগুলির উপভোক্তা তালিকায় বড়সড় পরিবর্তনও দেখা যেতে পারে।

অনুমতি না-মিললেও আজই পথে মমতা, ছুড়লেন চ্যালেঞ্জ

নিজস্ব প্রতিবেদন: রাজ্যে ক্ষমতা হারানোর পর ক্রমশ চাপে পড়া তৃণমূল কংগ্রেসকে আবার রাস্তায় নামানোর ডাক দিলেন দলনেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। অভিযোগ, প্রতিবাদ কর্মসূচির জন্য পুলিশ অনুমতি দিচ্ছে না। তার পরেই সোমবার ফেসবুক লাইভে এসে সরাসরি প্রশাসনকে চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দিলেন তিনি। জানিয়ে দিলেন, অনুমতি মিলুক বা না মিলুক, মঙ্গলবার নির্ধারিত কর্মসূচি হবে। তিনি নিজেও উপস্থিত থাকবেন। উল্লেখ্য, আজ রানি রাসমনি অ্যাভিনিউ ধরে পদযাত্রার পরিকল্পনা করেছেন তিনি। আগে এই দিনে যেখানে অবস্থান বিক্ষোভের কথা ছিল। তার পরিবর্তে এখন দলের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, পুলিশের ছাড়পত্র না মিললেও আদালতে যাবেন না মমতা। সাধারণ নাগরিক হিসেবেই প্রতিবাদ জানাবেন তিনি। উল্লেখ্য, ভোট পরবর্তী হিংসা, ভোটে কারচুপির অভিযোগ, দলীয় নেতাদের উপর হামলা ও কেন্দ্রীয় সংস্থার চাপ, এসব ইস্যু তুলেই তিনি পথে নামবেন।

মমতার কথায়, ‘ভয় পাবেন না। আপনারাও আসুন। মারলে মারবে, গ্রেপ্তার করলে গ্রেপ্তার হব।’ রাজ্যে সরকার বদলের পর তৃণমূল কর্মী-সমর্থকদের উপর পুলিশি নির্যাতন, ধরপাকড় এবং রাজনৈতিক প্রতিহিংসার অভিযোগ তুলে এই কর্মসূচির ডাক দিয়েছিল দল। কিন্তু রাসমণি রোডে মঞ্চ বাঁধতে গেলে পুলিশ আপত্তি করেছে বলে অভিযোগ তৃণমূলের।

ফেসবুক লাইভে মমতা দাবি করেন, রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে তাঁদের নেতা-কর্মীদের ভয় দেখানো হচ্ছে। তৃণমূলের জনপ্রতিনিধিদের বিরুদ্ধে

একের পর এক প্রশাসনিক পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে বলেও অভিযোগ করেন তিনি। তবে পরিস্থিতির কাছে মাথা নত না করার বার্তা দিয়ে দলীয় কর্মীদের আন্দোলন চালিয়ে যাওয়ার আহ্বান জানান।

এদিন দলের অন্দরেও ক্ষোভ উগরে দেন তৃণমূল নেত্রী। নাম না করেই সম্প্রতি দল থেকে বহিষ্কৃত বিধায়ক ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়কে কটাক্ষ করে মমতা বলেন, অন্য এক নেতার টিকিট কেটে তাঁকে প্রার্থী করা হয়েছিল। যাঁরা দলের প্রতীক দেখে তাঁকে ভোট দিয়েছিলেন, তাঁদের কাছে ক্ষমাও চান তিনি। একই সঙ্গে দাবি করেন, ঋতব্রতকে দলে নেওয়ার সিদ্ধান্তও ভুল ছিল। শুধু তাই নয়, সম্প্রতি দলের বিরুদ্ধে প্রকাশ্যে মুখ খোলা এক সাংসদকেও নিশানা করেন মমতা। নাম না করেই কাকলি ঘোষ দস্তিদারের প্রসঙ্গ টেনে তিনি বলেন, দলের টিকিটে জিতে পরে ব্যক্তিগত স্বার্থসিদ্ধির চেষ্টা করা হচ্ছে। তাঁর অভিযোগ, ওই সাংসদ নিজের ছেলের জন্য টিকিট চাইছিলেন।

রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকদের একাংশের মতে, এই মন্তব্যগুলি স্পষ্ট করে দিচ্ছে যে, নির্বাচনে ভরাডুবির পর শুধু শাসকদলের চাপই নয়, অভ্যন্তরীণ বিদ্রোহও এখন তৃণমূল নেতৃত্বের বড় উদ্বেগের কারণ হয়ে উঠেছে।

তবে মমতা লড়াইয়ের সুরেই বার্তা দিয়েছেন। বাংলায় আন্দোলন করতে বাধা দেওয়া হলে দিল্লিতে গিয়ে আন্দোলনের হুঁশিয়ারিও দিয়েছেন তিনি। তাঁর বক্তব্য, ‘গণতান্ত্রিক অধিকার কেড়ে নেওয়া হলে আমরা চুপ করে বসে থাকব না।’

রাজনৈতিক মহলের মতে, ক্ষমতা হারানোর পর এই প্রথম এতটা আক্রমণাত্মক ভঙ্গিতে রাস্তায় নামার ডাক দিলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তবে প্রশ্ন একটাই, কর্মসূচিতে কতটা জনসমাগম হয় এবং তৃণমূল আদৌ মাঠে লড়াই ফিরিয়ে আনতে পারে কি না, তার উত্তর মিলবে আজ।

ফের অভিষেকের দুয়ারে সিআইডি, তলব আটে

নিজস্ব প্রতিবেদন: অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের কালীঘাটের বাড়িতে ফের সিআইডি হানা। বিধায়কদের সই জালকাণ্ডে তাঁকে সোমবার ডেকে পাঠিয়েছিল সিআইডি। কিন্তু, নিজের শারীরিক অবস্থার কথা জানিয়ে হাজিরা এড়ান তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। তারপরই এদিন বিকেলে ৫ টা ৫২ মিনিটে অভিষেকের কালীঘাটের বাড়িতে পৌঁছে যায় সিআইডি-র টিম। তবে অভিষেকের বাড়ির ভিতরে সহজে ঢুকতে পারেননি সিআইডির এই আধিকারিকরা। পাশাপাশি সিআইডির তরফ থেকে এও জানানো হয় যে, আধ ঘণ্টার বেশি তাঁরা অভিষেকের বাড়ির বাইরে অপেক্ষার পর অভিষেকের বাড়ির ভিতর থেকে অয়ন ঘোষ নামে একজন বেরিয়ে আসেন। তিনি সিআইডি-র কাছ থেকে একটি নোটিস নিয়ে ভিতরে ঢোকেন। কিছুক্ষণ পর অয়ন বাইরে আসেন। তিনি জানান, নোটিসে সই করে রিসিভ করেছেন অভিষেক। জানা গিয়েছে, অভিষেক ভবানীভবনে যাওয়ার জন্য কয়েকদিন সময় চেয়েছেন। তবে সিআইডি-র তরফে কোনও মন্তব্য করা হয়নি। তাঁরা ৪০ মিনিটের বেশি অপেক্ষা করে নোটিসটি দিয়ে চলে যান সিআইডি আধিকারিকরা। জানা গিয়েছে, আগামী ৮ জুন বেলা ১২টায় অভিষেককে ফের তলব করা হয়েছে ভবানীভবনে।

ভবানীভবনের রাজ্য গোয়েন্দা দপ্তর সূত্রে খবর, এদিন বেলা ১২টা নাগাদ হাজিরা দেওয়ার কথা ছিল অভিষেকের। কিন্তু, সোনারপুরে শনিবার আক্রান্ত হওয়ার পর অভিষেক এদিন আদৌ ভবানীভবনে যাবেন কি না, তা নিয়ে প্রশ্ন উঠছিল। আপাতত বাড়িতে চিকিৎসা চলছে তাঁর। সেই অসুস্থতার কারণ দেখিয়েই তিনি এদিন হাজিরা দেননি বলে সূত্রের খবর। জানা গিয়েছে, সিআইডি-কে একটি চিঠি পাঠিয়েছেন ডায়মন্ড হারবারের সাংসদ। চিঠিতে অসুস্থতার কারণ জানানো হয় বলে খবর।

পাশাপাশি রাজ্য গোয়েন্দা দপ্তর সূত্রে খবর, এদিন করা হয় গোটা বাড়ির ভিডিওগ্রাফি। তদন্তকারীদের দাবি, কোথাও কোনও খামতি রাখা হচ্ছে না। সবটাই ক্যামেরাবন্দি করে রাখা হয়েছে। এরপরেই একটি নোটিস ডায়মন্ড হারবারের সাংসদকে ধরানো হয়েছে বলে খবর। শারীরিক অসুস্থতার কারণ দেখিয়ে ১৫ দিনের সময় চেয়ে রাজ্য গোয়েন্দাদের কাছে আবেদন জানান অভিষেক। কিন্তু এর মধ্যেই ফের তাঁর কালীঘাটের বাড়িতে পৌঁছে যান সিআইডি আধিকারিকরা। করা হয় গোটা বাড়ির ভিডিওগ্রাফি।

বিধানসভায় সই বিতর্কে উত্তাল রাজ্য-রাজনীতি। এহেন বিতর্কের মধ্যেই সোমবার নবান্নে সাংবাদিক বৈঠক করে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী জানান, ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায় এবং সন্দীপন সাহা স্পিকারকে অভিযোগ জানিয়েছিলেন। তার ভিত্তিতেই হেয়ার স্ট্রিট থানায় বিধানসভার সচিবালয় অভিযোগ জানায়। শুধু তাই নয়, পুলিশমন্ত্রী হিসাবে বিষয়টি জানার পরেই ঘটনায় সিআইডিকে তদন্তে যুক্ত করার নির্দেশ তিনি দেন বলে এদিন নবান্নে জানান মুখ্যমন্ত্রী।

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন

এতদ্বারা সর্ব সাধারণকে জানানো যাইতেছে যে, আমার মক্কেল ... [illegible] ... সৌম্যদীপ সরকার অ্যাডভোকেট Hooghly District Judges' court

এতদ্বারা সর্ব সাধারণকে জানানো যাইতেছে যে, আমার মক্কেল ... [illegible] ... সৌম্যদীপ সরকার অ্যাডভোকেট Hooghly District Judges' court

নাম -পদবী পরিবর্তন

গত 22/05/2026, S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে 8476 নং এফিডেভিট বলে আমি Avijit Sadhukhan S/o. Amit Sadhukhan ও Abhijit Sadhukhan S/o. A. Sadhukhan সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

গত 23/04/2026, S.D.E.M., সদর, হুগলী কোর্টে 32 নং এফিডেভিট বলে আমি Ram Kumar ঘোষণা করিয়াছি যে, আমার পিতা Sajit Kumar ও Sujit Kumar সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন।

গত 01/06/2026, জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, চন্দননগর, হুগলী কোর্টে 4580 নং এফিডেভিট বলে আমি Himangshu Mondal ও Himanshu Mandal S/o. Kalipada Mondal সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

গত 19/08/2025, S.D.E.M., সদর, হুগলী কোর্টে 51 নং এফিডেভিট বলে আমি Sarup Hait ও Sarup Hati S/o. Shyamsundar Hait সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

এতদ্বারা সর্ব সাধারণকে জানানো যাইতেছে যে, আমার মক্কেল ... [illegible] ... রেজিষ্ট্রীকৃত ৪ নং বহির ০০২০০ নং আমমোক্তার নামা (তারিখ ২৪/ ০৮/ ২০১২) হিসাবে শ্রী বাপিন বিশ্বাস মহাশয়কে নিযুক্ত করিয়াছেন। উক্ত এই বিজ্ঞাপণের আমমোক্তার নামাতে যদি কাহারো আপত্তি থাকে তাহা হইলে মানকুন্ডু বি.এল.আর.ও. অফিসে ১৫ দিনের মধ্যে আপত্তি জানাইতে হইবে। সৌম্যদীপ সরকার অ্যাডভোকেট Hooghly District Judges' court

এতদ্বারা সর্ব সাধারণকে জানানো যাইতেছে যে, আমার মক্কেল ... [illegible] ... ২০২৩ তারিখে রেজিষ্ট্রীকৃত ১ নং বহির ০৬০১-২০২৩ ভল্যুমে ১৪৮৭২৭-১৪৮৭৪১ পাতায় লিপিবদ্ধ ০৬০১০৮১৯৩ নং আমমোক্তার নামা হিসাবে এম/ এস এ্যাঞ্জেল এন্টারপ্রাইজ এ্যান্ড কোং এর পক্ষে পার্টনার দ্বয় শ্রীমতি তপতী দাস ও শ্রী দিব্যেন্দু চ্যাটার্জ্জী কে নিযুক্ত করিয়াছেন। বিজ্ঞাপণের আমমোক্তার নামাতে যদি কাহারো আপত্তি থাকে তাহা হইলে মানকুন্ডু বি.এল.আর.ও. অফিসে ১৫ দিনের মধ্যে আপত্তি জানাইতে হইবে। সৌম্যদীপ সরকার অ্যাডভোকেট Hooghly District Judges' court

আমমোক্তারনামা সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা সকলকে জানানো যাইতেছে যে, ১)শ্রী সুবীর কুমার রায়, ২)শ্রী প্রবীর কুমার রায়, ৩)শ্রী সুদীপ কুমার রায় ... [illegible] ... ইতি- মীর মহঃ কলিমুদ্দিন (উকিলবাবু), চন্দননগর কোর্ট, হুগলী

বিজ্ঞপ্তি

মহামান্য সিভিল জজ, সিনিয়র ডিভিশন দ্বিতীয় আদালত চুঁচুড়া, জেলা- হুগলী
দেওয়ানী মোকদ্দমা নং- ৯৭/২০০৭

বাদী :- শ্রীমতী আরতি শীল।

বিবাদী :- ১(ক) শ্রীমতী সন্ধ্যা পাল, ১(ঙ) শ্রীমতী নিঠা দাস, স্বামী- লক্ষী দাস তালডাঙ্গা, পোঃ- চুঁচুড়া (আর. এস) সত্যপীরতলা, থানা- চুঁচুড়া, জেলা- হুগলী, পিন- ৭১২১০২, ১(চ) শ্রীমতী কাকলী মল্লিক, স্বামী- বাপন মল্লিক, লোহাপট্টি, খড়ুয়াবাজার পোঃ ও থানা- চুঁচুড়া, জেলা- হুগলী, পিন- ৭১২১০১ ও অন্যান্যরা

এতদ্বারা জানানো যাইতেছে যে, উপরোক্ত বাদী শ্রীমতী আরতি শীল, স্বামী- শ্রী মতি শীল, সাং- ব্যান্ডেল ষ্টেশন রোড ১নং গান্ধী কলোনী, পোঃ- ব্যান্ডেল, থানা- চুঁচুড়া, জেলা- হুগলী, পিন- ৭১২১২৩ নিম্ন তপশীল বর্নিত সম্পত্তি লইয়া একটি পার্টিশান মামলা দায়ের করিয়াছেন। যাহা উপরোক্ত আদালতে উপরোক্ত নম্বরে বিচারাধীন আছে। উক্ত মামলায় ১নং বিবাদী গোবিন্দচন্দ্র পাল মারা গেলে আপনারা ও অন্যান্যরা ওয়ারিশান সুত্রে এই মামলায় কায়েম মোকায়েম হইয়াছেন যাহা সংশোধিত আরজিতে বিবাদী নং ১(ঙ) ও ১ (চ) নম্বরে বর্নিত আছে। আপনারা এই মামলায় যদি মোকাবিলা করিতে চান তাহা হইলে এই নোটিশ প্রকাশিত হইবার ত্রিশ (৩০) দিনের মধ্যে উক্ত আদালতে উপস্থিত হইয়া আপনারা স্বয়ং কিংবা আপনাদের মনোনীত উকিলবাবু নিযুক্ত করিয়া মামলার জবাব দাখিল করিবেন। নচেৎ এই মামলায় আপনাদের বিরুদ্ধে একতরফা আদেশ জারী হইবে।

তপশীল সম্পত্তি:

জেলা- হুগলী, থানা- চুঁচুড়া, জে. এল. নং- ২০, মৌজা- চুঁচুড়া, আর.এস. খতিঃ নং- ২১৮৪, আর. এস. দাগ নং- ৮৩১৬, পরিমান- ১৲ আনায় ৪৬ সহস্রাংশ, হোল্ডিং নং- ১/১, মহল্ল্যা - খিড়কী রাস্তা, ওয়ার্ড নং- ২৭, হুগলী- চুঁচুড়া পৌরসভা। 'বাস্তু'। বিনীত-

অমল কুমার মজুমদার (আইনজীবী)
জেলা জজ আদালত চুঁচুড়া, জেলা- হুগলী।
পার্থসারথি পাল (সেরেস্তাদার)
সিভিল জজ, সিনিয়র ডিভিশন দ্বিতীয় আদালত চুঁচুড়া, হুগলী

এতদ্বারা সর্ব সাধারণকে জানানো যাইতেছে যে, আমার মক্কেল ১) শ্রী উত্তম মন্ডল ও মুনমুন মন্ডল, মৌজা-চন্দননগর, সীট নং ২, হাল দাগ ৭৫,৯১, হাল খতিয়ান ২৫৫১ ভুক্ত বাংলা মাপে ০.০১৯ ও ০.০১৭ একর সম্পত্তি বিক্রয় কোবালা দলিল মূলে শ্রীমতি অনুশ্রী ত্রিপাঠী ও অতন্দ্র ভর এর নিকট হইতে বিক্রয় কোবালা দলিল নং ১১২০৭/২০২৫ এ প্রাপ্ত হয়েন। যাহা ঐ দলিলের শ্রীমতি অনুশ্রী ত্রিপাঠী ও অতন্দ্র ভর ২৩/ ১২/ ২০২৪ তারিখে রেজিষ্ট্রীকৃত ১ নং ... [illegible] ... সৌম্যদীপ সরকার অ্যাডভোকেট Hooghly District Judges' court

... [illegible] ... মূলে record করার নিমিত্তে notice প্রদান করা হইল। তাহাতে কাহারো কোন আপত্তি থাকিলে অত্র-notice প্রকাশিত হইবার ১৫ দিনের মধ্যে উপযুক্ত প্রমানাদি সহ নাইকুড়ি BL & LRO অফিসে এসে লিখিতভাবে জানাইবেন। **Mahadeb Maity Advocate Purba Medinipur District Judge Court Ph. No. 6295285167 30.05.2026**

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন গ্রহণ কেন্দ্র

উত্তর ২৪ পরগনা

অ্যাড কানেক্সন
সন্তোষ কুমার সিং হোম নং -৩, বিএল নং-১৮, মেঘনা মোড়, পোস্ট ও থানা-জগদ্দল, উত্তর ২৪ পরগনা, **ফোন- ৮৩৩৬০ ৮৮৭২১** ইমেইল- **adconnexon@gmail.com**

এ.এন. বিজ্ঞাপন গ্রহনকেন্দ্র
সেখ আজাহার উদ্দিন, বারাসাত, জেলা- উত্তর ২৪ পরগনা, কলকাতা-৭০০১২৪, **মোঃ- ৯৭৩৩৬৫২৬৩৬**

হুগলি

মা লক্ষ্মী জেরক্স সেন্টার,
সর্বাণী চ্যাটার্জি, ঠিকানা কোর্টের ধার ওল্ড জেলা পরিষদ, চুঁচুড়া, জেলা হুগলি, পিন: ৭১২১০১, **মোঃ ৯৪৩৩১৬৮৯১৮।**

জিৎ অ্যাডভার্টাইজিং এজেন্সি,
প্রসেনজিৎ সামন্ত, ঠিকানা- দলুইগাছা, সিঙ্গুর, বন্ধন ব্যাঙ্কের পাশে, জেলা- হুগলী, পশ্চিমবঙ্গ, **মোঃ ৯৮৩১৬৯৯২৪৪**

নদিয়া

টাইপ কর্ণার,
নিরঞ্জন পাল, ঠিকানা : কালেক্টরি মোড়, এসপি বাংলোর বিপরীতে, পোঃ কৃষ্ণনগর, জেলাঃ নদিয়া, পিন: ৭৪১১০১, **মোঃ ৯৪৭৪৩৩৪৯৭৮**

রাজ টেলিকম,
অমিতাভ বিশ্বাস, ঠিকানা: করিমপুর, জেলা নদিয়া, **মোঃ ৯৪৩৪৪২০৬৮৬/ ৯০৯৩৬৮৮৫৩০।**

সুজয়া উদ্যোগ সমূহ,
শ্রীধর অঙ্গন, বাজার রোড, নবদ্বীপ, নদিয়া-৭৪১৩২, **মোঃ ৯৩৩৩২২০৬৫৯।**

অবসর
... [illegible] ...

পূর্ব মেদিনীপুর
... [illegible] ...

পশ্চিম মেদিনীপুর
... [illegible] ...

মুর্শিদাবাদ
... [illegible] ...

বীরভূম
... [illegible] ...

পুরুলিয়া
... [illegible] ...

হাওড়া
... [illegible] ...

বর্ধমান
... [illegible] ...

আমমোক্তারনামা সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা সকলকে জ্ঞাত করা যাইতেছে যে, **1)Mr. Rakesh Rai, 2)Mr. Bikash Roy, 3)Smt. Sunita Prasad** W/o. Sri Kishor Kumar Prasad & **4)Smt. Rina Prasad,** সকলের পিতা Late Sahabir Roy, ১ ও ২নং এর সাকিম ৪৫, জে.এন.এম. লেন চাঁপদানী, বৈদ্যবাটী, ভদ্রেশ্বর, হুগলী-৭১২২২২, ... [illegible] ... **Sri Rabindra Kumar Shaw,** তাহার খরিদা সম্পত্তি নিজ নামে নাম পত্তন করিবার জন্য বি.এল এ্যান্ড এল.আর.ও সিঙ্গুর এট মানকুন্ডু ব্লক অফিসে আবেদন করিয়াছেন/করিতেছেন। ইহাতে কাহারও কোন আইনানুগ আপত্তি থাকিলে বিজ্ঞপ্তি প্রচার হইবার আগামী ১ মাসের মধ্যে সংশ্লিষ্ট অফিসে আপত্তি জানাইতে পারিবেন, অন্যথায় নিয়ম অনুসারে কার্য্য করা হইবে।
Deo Kumar Prasad (Advocate), Chandernagore Court, Hooghly

NOTICE

IN THE COURT OF THE DISTRICT DELEGATE, KHARAGPUR
Paschim Medinipur
Probate Case No. 16/2025
Dr. Samir Kumar Mukhopadhyay .... Petitioner

Notice is hereby given to the general public that the petitioner has filed the above noted case for obtaining probate of Will executed on 16.07.2025 by **Smt. Shyamali Mukherjee** of 36-para, P.S Kharagpur (Town) in respect of the property described in the Ka & Kha Schedule below. If anybody has any objection in this regard, he / she may file the same within **30 days** from the date of publication, failing which the case will proceed according to law.

'KA' SCHEDULE OF PROPERTY

1) Dist- Paschim Medinipur, P.S.- Kharagpur (Town), Mouza- Kharagpur Khasjungle, J.L. No. 142, L.R. Khatian No. 303, Plot No. 1249, Area of land - 02 decs. together with one double storeyed pucca building (Ground Floor 250 sq.ft. and 1st. floor 250 sq.ft.). **2)** Dist- Paschim Medinipur, P.S.- Kharagpur (Town), Mouza- Kharagpur Khasjungle, J.L. No. 142, L.R. Khatian No. 2048, Plot No. 1250, Area of land - 01.50 decs. together with one tripple storeyed pucca building (Ground Floor 350 sq.ft. and 1st. floor 350 sq.ft. and 2nd. floor 350 sq.ft.). **3)** Dist- Paschim Medinipur, P.S.- Kharagpur (Town), Mouza- Kharagpur Khasjungle, J.L. No. 142, L.R. Khatian No. 747, Plot No. 1035, Area of land - 03 decs. together with one tripple storeyed pucca building (Ground Floor 750 sq.ft., 1st. floor 750 sq.ft. and 2nd. floor 750 sq.ft.). **4)** Dist- Paschim Medinipur, P.S.- Kharagpur (Town), Mouza- Kharagpur Khasjungle, J.L. No. 142, R.S. Khatian No. 925, Plot No. 1036, Area of land - 01.25 decs. together with damaged old tin shed (150 sq.ft.). **5)** Dist- Paschim Medinipur, P.S.- Kharagpur (Town), Mouza- Khidirpur, J.L. No. 140, L.R. Khatian No. 2740, R.S. Plot No. 142, L.R. Plot No. 164, Kala Doyem at present Bastu land Area - 02.15 decs and R.S. Plot No. 143, L.R. Plot No. 165, Dahi Puratan Patit at present Bastu land Area - 02.35 decs total 04.50 dec. **6)** Dist- Paschim Medinipur, P.S.- Kharagpur (Local), Mouza- Shalika, J.L. No. 68, L.R. Khatian No. 819, L.R. Plot No. 259, Area - 48 decs together with one old double storeyed pucca house (Ground Floor- 750 sq.ft. and 1st. floor 550 sq.ft.). **7)** Dist- Paschim Medinipur, P.S.- Kharagpur (Town), Mouza- Kharagpur Khasjungle, J.L. No. 142, L.R. Khatian No. 2750, L.R. Plot No 1028, Covered Area - 525 sq.ft. Super Built up area 651 sq.ft. on the ground floor together with proportionate land area 00.45 dec. incluidng user right of common passage, well, latrine, stairs, Drain etc. **8)** Dist- South 24 Parganas, P.S. Baruipur, Mouza- Subuddhipur, Hal Khatian No. 4836, Plot No. 14, 3, 4, Total land - 13 decs.

DESCRIPTION OF (KHA) SCHEDULE PROPERTY
(Post office Deposit)

1) A/C No. 020150076866 / Rs.2,50,000/- 5 yrs. TD/Nimpure SO
2) A/C No. 020150075576 / Rs.4,50,000/- / 5 yrs. TD/Nimpure SO
3) A/C No. 020150071852 / Rs.4,50,000/- / 5 yrs. TD/Nimpure SO
4) A/C No. 8679058641 (SB) Nimpure SO
5) A/C No. 020115452289 / Rs.3,00,000/- / MIS/Nimpure SO

Bank Deposit

1) A/C No. SB-00190101021412 Canara Bank KGP
2) One Maruti Swifts (Reg. No. - WB36F 8405)

By Order,
Nur Huda Mandal
Sherestadar
District Delegate, Kharagpur
Paschim Medinipur, 16/05/2026

সাধারণ বিজ্ঞপ্তি

জেলা-নদীয়া মোকাম কৃষ্ণনগর সিভিল জজ সিনিয়ার ডিভিশন ৩য় আদালত কৃষ্ণনগর নদীয়া
টি . এস নং ২৫১ / ২০২১

বাদী ঃ শ্রী অসীম তরফদার
-বনাম-
বিবাদীঃ- শ্রীমত্যা এলিজাবেথ তরফদার দীং

বাদী শ্রী অসীম তরফদার পিতা স্বর্গীয় রঞ্জিত তরফদার সাং নবীননগর পোষ্ট কল্যানদহ থানা- চাপড়া জেলা নদীয়া অত্র মোকর্দ্দমায় ২৫ নং বিবাদী সাবদার সেখ পিতা মৃত হোসেন সেখ সাকিম বাদলাঙ্গি পোষ্ট কল্যানদহ থানা চাপড়া জেলা নদীয়া এর বিরুদ্ধে বিভাগ বন্টনের প্রার্থনায় একটি মোকর্দ্দমা দাখিল করিয়াছেন যাহার নম্বর টি . এস নং ২৫১ / ২০২১ হইতেছে। যাহা মাননীয় মোকাম কৃষ্ণনগর সিভিল জজ সিনিয়ার ডিভিশন ৩য় আদালত নদীয়া আদালতে বিচারাধীন আছে উক্ত মোকর্দ্দমা চালাইতে ইচ্ছুক থাকিলে আগামী ০৬-০৭-২০২৬ তারিখে আপনি স্বয়ং অথবা আপনার ক্ষমতাপ্রাপ্ত উকিলবাবুর মারফৎ হাজির হইবার জন্য আদালত কর্তৃক নির্দেশ দেওয়া হইতেছে। অন্যথায় আপনার বিরূদ্ধে একতরফ শুনানী হইবে ।

সেরেস্তাদার
রাজ নারায়ণ ব্যানার্জ্জী
কৃষ্ণনগর সিভিল জজ সিনিয়ার ডিভিশন, ৩য় আদালত কৃষ্ণনগর নদীয়া, ১৪/০৫/২০২৫

আজকের দিনটি কেমন যাবে ?

আজ ২ রা জুন । ১৮ ই জ্যৈষ্ঠ । মঙ্গল বার । দ্বিতীয়া তিথি। জন্মে ধনু রাশি, অষ্টোত্তরী শনি র বিংশোত্তোরী কেতু র মহাদশা কাল । মৃতে দ্বিপাদ দোষ।

মেষ রাশি : প্রাপ্তি। বিদ্যা ভাগ্য ভালো। আজ বাধা থাকলেও, নতুন কিছু করার শক্তি পাবেন। বৈবাহিক জীবনে কিছু সমস্যা আসছে, প্রতিবেশীর দ্বারা সমাধান। ঋর কর্ম ক্ষেত্রে বিশেষ সম্মান বৃদ্ধির সুযোগ। মন্ত্র ওম নমঃ শিবায়। শুভ রং সাদা। শুভ দিক পূর্ব।

বৃষ রাশি : মানষিক ভাবে ভাল। সম্পর্কে শুভত্ব আনতে চেষ্টা করতে হবে। পরিবার এর কোন গোপন কথা, সমস্যা তৈরি করতে পারে। এক প্রবীনা সদস্য র ভুল বাক্য দ্বারা হঠাৎ করেই সমস্যা হবে। যারা কম্পিউটার টেকনোলজি বিভাগে কাজ করছেন, তারা সম্মান পাবেন। মন্ত্র গণ গণশায় নমঃ। শুভ রং ঘিয়ে। শুভ দিক উত্তর।

মিথুন রাশি : কিছু শুভ মানুষ চিনতে ভুল করেছেন। তৃতীয় ব্যক্তির জন্য পরিবারে, ভুল বোঝাবুঝি হবে। খুব তাড়াতাড়ি কাজ করার জন্য আজ ক্ষতির সম্মুখীন হতে হবে। বিশ্বাস করে যাকে দায়িত্ব দিয়েছেন, নজর রাখুন সেই দিকে। মন্ত্র দুর্গে দুর্গে রক্ষিণী স্বাহা। শুভ রং সবুজ। শুভ দিক পূর্ব।

কর্কট রাশি : তর্কে জিততে পারবেন না। নৈরাশ্য হতাশা গ্রাস করবে মনটাকে। নতুন বন্ধুত্বের অনুরোধ, কেন উপেক্ষা করছেন ? সময় দিন, শুভ হবে। সম্পত্তি দখল নিয়ে মামলা শুরু হতে পারে। মন্ত্র ওম নমঃ শিবায়। শুভ রং সাদা। শুভ দিক পূর্ব।

সিংহ রাশি : খুব ভালো যোগাযোগ হবে। সবাই সামনে আপনার কথা মেনে নিয়ে, পিছনে বসে গুপ্ত শত্রুর ষড়যন্ত্রের করছে। সতর্ক থাকুন। খাদ্যদ্রব্যর ব্যবসায়ীদের জন্য আজকের দিনটা অতীব শুভ। মন্ত্র ওম গন গণেশায়। শুভ রং। হলুদ। শুভ দিক উত্তর।

কন্যা রাশি : পরিবার পরিজন সবাই আজ আপনার সহযোগ করবেন। ছাত্র ছাত্রীদের জন্য আজকের দিনটা অতীব শুভ। প্রবীন নাগরিক হিসেবে আজ আর্থিক সাহায্য পাবেন। তবে পুরাতন কোন মামলা থেকে সতর্ক থাকুন। মন্ত্র নমঃ শিবায় / কৃষ্ণায়। শুভ রং সবুজ। শুভ দিক দক্ষিণ।

তুলা রাশি : এক বান্ধব দ্বারা সুসংবাদ প্রাপ্তি। পরিবার পরিজন দের সাথে মধুর সম্পর্ক। আজ মন খুলে বান্ধব দের সাথে কথা বলতে পারেন। শুধু সন্ধ্যার পর অপরিচিত র ফোন না ধরা ভাল। ছাত্র ছাত্রীদের জন্য আজকের দিনটা অতীব শুভ। যারা কস্মেটিক্স ব্যবসা করেন, তাদের ব্যবসা বৃদ্ধি নিশ্চিত। মন্ত্র নমঃ শ্রী বিষ্ণু। শুভ রং লাল। শুভ দিক পশ্চিম।

বৃশ্চিক রাশি : দুঃখ প্রাপ্তি। সতর্ক থাকুন। আজ হয়রানির মধ্যেই সীমাবদ্ধ। কোন সমস্যা তৈরী হবে ব্যাংক লোন নিয়ে। কাগজপত্র গুছিয়ে রাখুন, কিছু প্রমান দিতে হতে পারে। রাজনৈতিক দলের নেতা কর্মীদের সাথে শুভ। মন্ত্র শন শনি দেবায় নমঃ। শুভ রং লাল। শুভ দিক পশ্চিম।

ধনু রাশি : বিবাহিত জীবনের জন্য শুভ। আজ ছাত্র ছাত্রীদের জন্য অতীব শুভ। বৈবাহিক দাম্পত্য জীবনে কোন তৃতীয় ব্যক্তির ব্যবহারে সমস্যা তৈরী হতে পারে। একটু সতর্ক থাকুন, ছলনা কারী স্বজন কে আজ চিনতে পারবেন। মোটর মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং এর কাজে আজ সফলতা। মন্ত্র দূর্গা মন্ত্র। শুভ রং হলুদ। শুভ দিক উত্তর।

মকর রাশি : শান্তির বাতাবরন পরিবারে। ফোন কলে আজ লাভ প্রাপ্তি। পুরাতন বান্ধব দ্বারা শুভ। যারা উচ্চ বিদ্যা তে আছেন, সফলতা অর্জন করতে পারবেন। বৈবাহিক দাম্পত্য জীবনে শুভ। লৌহ আকরিক ব্যবসা তে ধন প্রাপ্তি। মন্ত্র কৃষ্ণ মন্ত্র। শুভ রং কালো। শুভ দিক পশ্চিম।

কুম্ভ রাশি : ধার্মিক আধ্যাত্মিক মন যুক্ত দিন। আপ্যায়ন ভাল, তবে আজ দুই পরিচিত মানুষ সম্পর্কে সতর্ক থাকুন। গুপ্ত শত্রুর ষড়যন্ত্রের মোকাবিলা করতে হবে। সবাই আপনার মতো সরলতায় পূর্ন নয়। মন্ত্র কৃষ্ণ মন্ত্র। শুভ রং নীল। শুভ দিক পশ্চিম।

মীন রাশি : প্রতিবাদ না করাটা ভাল। আজ সত্য উদঘাটন হতে পারে। দাম্পত্য জীবনে কষ্ট। মনের মানুষ কে ভুল বুঝে কষ্ট পাবেন। আর্থিক স্থিতি শুভ। প্রেমিক যুগল, বয়স্কদের সাহায্যে নিয়ে এগিয়ে যাও, শুভ হবে। মন্ত্র শিব মন্ত্র। শুভ রং হালকা হলুদ। শুভ দিক উত্তর।

ঘোষণা- এই পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের সত্যতা সম্পর্কে এজেন্ট বা পত্রিকা কর্তৃপক্ষ কোনওভাবে দায়বদ্ধ নয়।

মন্ত্রী হয়ে ফিরতেই সালকিয়ায় উচ্ছ্বাস, হাওড়ার উন্নয়নে একাধিক প্রতিশ্রুতি উমেশ রাইয়ের

নিজস্ব প্রতিবেদন, হাওড়া: লোকভবনে প্রতিমন্ত্রী হিসেবে শপথ নেওয়ার কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই নিজের বিধানসভা এলাকায় ফিরলেন উত্তর হাওড়ার বিজেপি বিধায়ক উমেশ রাই। আর তাঁকে ঘিরে সালকিয়ায় কার্যত উৎসবের আবহ তৈরি হয়। গেরুয়া আবির, ঢাক-ঢোল, ব্যান্ডের তালে নাচ-গান এবং 'জয় শ্রী রাম' ধ্বনিতে মুখর হয়ে ওঠে এলাকা। বিভিন্ন মোড়ে ও ক্লাবের উদ্যোগে নবনিযুক্ত মন্ত্রীকে ফুলের মালা পরিয়ে সংবর্ধনা জানানো হয়।

দপ্তর এখনও ঘোষণা না হলেও রাজনৈতিক কর্মীদের উচ্ছ্বাসের মধ্যেই ভবিষ্যৎ পরিকল্পনার ইঙ্গিত দিলেন উমেশ রাই। তিনি বলেন, হাওড়াকে নতুনভাবে গড়ে তোলার জন্য বিস্তৃত উন্নয়ন পরিকল্পনা তৈরি করা হচ্ছে। তাঁর দাবি, মুখ্যমন্ত্রীও আধুনিক ও পরিচ্ছন্ন হাওড়া গড়ে তুলতে আগ্রহী।

মন্ত্রী জানান, শহরের রাস্তাঘাট, পানীয় জল ও নিকাশি ব্যবস্থার উন্নয়নে বড় প্রকল্প গ্রহণের প্রস্তুতি চলছে। সেই লক্ষ্যে বিস্তারিত প্রকল্প রিপোর্ট তৈরির কাজ শুরু হয়েছে বলেও তিনি উল্লেখ করেন। পাশাপাশি হাওড়া জেলা হাসপাতালকে উন্নীত করে সুপার স্পেশ্যালিটি পরিষেবার আওতায় আনার পরিকল্পনার কথা জানান তিনি। সত্যবালা সংক্রামক রোগ হাসপাতাল এবং টি এল জয়সওয়াল হাসপাতালের পরিকাঠামো উন্নয়নের বিষয়টিও সরকারের বিবেচনায় রয়েছে বলে দাবি করেন।

শিক্ষাক্ষেত্রেও নতুন উদ্যোগের কথা তুলে ধরে উমেশ রাই বলেন, হিন্দিভাষী ছাত্রছাত্রীদের জন্য পৃথক কলেজ গড়ে তোলার পরিকল্পনা রয়েছে। একই সঙ্গে দীর্ঘদিন ঝুলে থাকা হাওড়া পুরসভার নির্বাচন চলতি বছরের নভেম্বরের মধ্যে সম্পন্ন করার বিষয়ে তিনি উদ্যোগী হবেন বলেও জানান। হাওড়ার শিল্পাঞ্চলের নানা সমস্যাকে মন্ত্রিসভার আলোচনায় তুলে ধরে জেলার হারানো শিল্পগৌরব ফিরিয়ে আনার জন্যও তিনি কাজ করবেন বলে আশ্বাস দিয়েছেন।

পূর্ব রেলের প্রধানের হাতেই ফের মেট্রোর হাল

দায়িত্ব নিয়েই প্রকল্প পর্যালোচনায় মিলিন্দ দেওসকর

নিজস্ব প্রতিবেদন: কলকাতা মেট্রোর প্রশাসনিক নেতৃত্বে ফের পরিবর্তন হল। পূর্ব রেলের মহাপরিচালক মিলিন্দ কে. দেওসকরকে অতিরিক্ত দায়িত্ব হিসেবে মেট্রো রেলের জেনারেল ম্যানেজার পদে আনা হল। রবিবার দায়িত্ব গ্রহণের কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই তিনি মেট্রো রেল ভবনে শীর্ষ আধিকারিকদের নিয়ে বৈঠকে বসেন। বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন রেল বিকাশ নিগমের প্রতিনিধিরাও। শহরের দ্রুত পরিবহণ ব্যবস্থার সম্প্রসারণ যখন একাধিক প্রকল্পের অগ্রগতি ও সমন্বয়ের উপর নির্ভর করছে, তখন অভিজ্ঞ রেলকর্তার হাতে মেট্রোর দায়িত্ব তুলে দেওয়াকে তাৎপর্যপূর্ণ বলেই মনে করছে রেল মহল। গত বছরও অল্প সময়ের জন্য তিনি এই অতিরিক্ত দায়িত্ব সামলেছিলেন।

দীর্ঘ প্রশাসনিক অভিজ্ঞতা মিলিন্দ দেওসকরের প্রধান শক্তি। বিভাগীয় রেল পরিচালনা থেকে শুরু করে রেল বোর্ডের গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব, কোচ কারখানা ও বিভিন্ন রেল জোনে উপকরণ ব্যবস্থাপনায় তিনি নেতৃত্ব দিয়েছেন। দেশের রেল পরিকাঠামোর নানা স্তরে তিনি কাজ করেছেন। প্রকৌশল শিক্ষায় প্রশিক্ষিত এই আধিকারিক বিদেশ ও দেশের একাধিক শীর্ষ প্রতিষ্ঠানে ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত উচ্চতর প্রশিক্ষণও নিয়েছেন।

মা ক্যান্টিনের পক্ষ থেকে জনসাধারণের জন্য ডিম-ভাত পরিবেশন করা হচ্ছে।

সোম থেকে বিভিন্ন সরকারি স্কুলে বন্দেমাতরম দিয়ে প্রার্থনা সংগীত গাওয়া শুরু হল। সাখাওয়াত মেমোরিয়াল গভর্নমেন্ট গার্লস হাইস্কুলে অদিতি সাহার তোলা ছবি।

মন্ত্রিত্ব পেলেন শঙ্কর ঘোষ, 'জায়ান্ট কিলার'কে নিয়ে শিলিগুড়ির মানুষের প্রত্যাশা বাড়ল

নিজস্ব প্রতিবেদন, শিলিগুড়ি: রাজ্যের নতুন মন্ত্রিসভায় জায়গা পেলেন শিলিগুড়ির বিজেপি বিধায়ক শঙ্কর ঘোষ। সোমবার মন্ত্রী হিসেবে শপথ নেওয়ার পর উত্তরবঙ্গের এই গুরুত্বপূর্ণ শহরকে ঘিরে রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক মহলে নতুন করে আলোচনা শুরু হয়েছে। গত দু'টি বিধানসভা নির্বাচনে রাজ্যের দুই পরিচিত রাজনৈতিক মুখকে পরাজিত করে শঙ্কর ঘোষ নিজের রাজনৈতিক অবস্থান মজবুত করেন। ২০২১ সালে অশোক ভট্টাচার্যকে এবং ২০২৬ সালে প্রাক্তন মন্ত্রী গৌতম দেবকে বড় ব্যবধানে হারিয়ে তিনি শিলিগুড়ির রাজনীতিতে অন্যতম আলোচিত নেতা হিসেবে উঠে আসেন। তার মন্ত্রী হওয়ার খবর সামনে আসতেই শহরের বিভিন্ন মহলে উন্নয়ন সংক্রান্ত প্রত্যাশা আরও জোরালো হচ্ছে। দীর্ঘদিন ধরে শিলিগুড়ি শহরের যানজট, নগর পরিকাঠামো, স্বাস্থ্য পরিষেবা ও কর্মসংস্থানের মতো একাধিক সমস্যা নিয়ে সরব ছিলেন বাসিন্দারা। তাঁদের একাংশের আশা, মন্ত্রিসভায় সরাসরি প্রতিনিধিত্ব থাকায় প্রশাসনিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে শিলিগুড়ি এবার থেকে বেশি গুরুত্ব পাবে।

খুব ভালো লাগছে, দায়িত্ব পালন করতে হবে, কারওর উপর রাগ নেই: অর্জুন সিং

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: সোমবার রাজ্যের পূর্ণমন্ত্রী হিসেবে শপথ নিলেন নোয়াপাড়ার বিজেপি বিধায়ক অর্জুন সিং। শপথ নেওয়ার পর তিনি বলেন, এখন তাঁর প্রধান দায়িত্ব সরকারের অর্পিত কাজ সঠিকভাবে পালন করা। লোকভবনে শপথ গ্রহণের পর সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে তিনি জানান, কারোর প্রতি ব্যক্তিগত কোনও ক্ষোভ বা রাগ তাঁর নেই এবং রাজনৈতিক প্রতিপক্ষদেরও ক্ষমা করে দিয়েছেন। দীর্ঘ রাজনৈতিক জীবনে একাধিকবার হামলা, প্রাণনাশের হুমকি এবং বাড়িতে বোমাবাজির মতো ঘটনা মুখোমুখি হয়েছেন বিজেপির দাপুটে নেতা অর্জুন সিং। সেই প্রসঙ্গ উঠলে তিনি বলেন, খুব ভালো লাগছে, দায়িত্ব পালন করতে হবে, কারো উপর রাগ নেই, সবাইকে ক্ষমা করে দিয়েছি।

তিনি জানান, বিজেপির নির্বাচনী সংকল্প পত্রের প্রতিটি প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়ন করাই রাজ্য সরকারের অগ্রাধিকার হওয়া উচিত।

কোন দপ্তরের দায়িত্ব পেতে পারেন, তা নিয়ে জল্পনা থাকলেও এ বিষয়ে মন্তব্য করতে চাননি তিনি। অর্জুন সিং বলেন, কোনও দপ্তর পাব বলতে পারব না। তবে যে দায়িত্বই দেওয়া হোক, অভিজ্ঞতা কাজে লাগিয়ে কাজ করব। নতুন মন্ত্রিসভা প্রসঙ্গে তাঁর বক্তব্য, সরকার পরিচালনায় ব্যক্তি নয়, ব্যবস্থা ও নেতৃত্বই বেশি গুরুত্বপূর্ণ। নতুন মুখদের অন্তর্ভুক্তি মন্ত্রিসভাকে আরও কার্যকর করবে বলেও আশা প্রকাশ করেন নোয়াপাড়ার বিধায়ক।

ব্যারাকপুরের প্রাক্তন সাংসদ অর্জুন সিং এবারের বিধানসভা নির্বাচনে নোয়াপাড়া কেন্দ্র থেকে জয়ী হয়ে বিধায়ক হন। এরপর সোমবারের মন্ত্রিসভায় শপথ নিয়ে রাজ্যের রাজনৈতিক মহলে তাঁর গুরুত্ব আরও বেড়েছে বলে মনে করছেন রাজনৈতিক বিশ্লেষকরা।

নৈহাটির বড়ায় গুলি-কাণ্ডে ধৃত ৬

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: নৈহাটির শিবদাসপুর থানার অন্তর্গত মামুদপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের বড়ায় কল্যাণী এক্সপ্রেসওয়ের ধারে নির্মীয়মাণ বিল্ডিংয়ের নিচের তলায় শাটারে গুলি চালানোর ঘটনায় ধৃত ছয়। প্রসঙ্গত, রবিবার বিকেলে একটি বাইকে চেপে দুই দুষ্কৃতী হানা দিয়ে নির্মীয়মাণ বিল্ডিং লক্ষ্য করে পরপর দুই রাউন্ড গুলি চালায় বলে অভিযোগ। সেই ঘটনার তদন্ত নেমে শিবদাসপুর থানার পুলিশ ইতিমধ্যেই ছয়জনকে পাকড়াও করেছে। ব্যারাকপুর পুলিশ কমিশনারেটের ডিসি (নর্থ) অসীম খান বলেন, গুলি চালানোর ঘটনায় সিসিটিভি ফুটেজ এবং বিভিন্ন সূত্র ধরে ছয়জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। ধৃতরা বাবলু সিং, সুরজিৎ হালদার, বিশাল মল্লিক, সুদীপ্ত সিংহ, রাহুল কুমার সিংহ এবং আকাশ গুপ্তা। ধৃত আকাশ নদিয়ার তাহেরপুরের বাসিন্দা এবং বাকি পাঁচজন নৈহাটির বাসিন্দা।

একদিন আমার শহর

কলকাতা, ২ জুন ২০২৬, ১৮ জ্যৈষ্ঠ ১৪৩৩, মঙ্গলবার

শুভেন্দুর মন্ত্রিসভার শপথগ্রহণ...

শপথগ্রহণ অনুষ্ঠানে উপস্থিত রাজ্যপাল আরএন রবি, মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী ও মুখ্যসচিব মনোজ আগরওয়াল।

শপথবাক্য পাঠ করছেন বেহালা পশ্চিমের বিধায়ক ইন্দ্রনীল খাঁ।

শপথগ্রহণ অনুষ্ঠানে সামিল বিজেপির রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য ও মন্ত্রী অগ্নিমিত্রা পাল। ছবি: অদিতি সাহা

জননেতা অর্জুন সিং পূর্ণমন্ত্রী হওয়ায় খুশির জোয়ার শিল্পাঞ্চলে

বিশ্বজিৎ নাথ

উত্তর ২৪ পরগনার রাজনীতির আঙিনায় বরাবরই 'বাহুবলী' হিসেবে খ্যাত নোয়াপাড়ার বর্তমান বিধায়ক অর্জুন সিং। দীর্ঘ রাজনৈতিক জীবনে একাধিকবার বিধায়ক নির্বাচিত হওয়ার পরও মন্ত্রিসভায় তাঁর জায়গা হয়নি। কিন্তু এবার নতুন রাজ্য মন্ত্রিসভায় পূর্ণমন্ত্রী হিসেবে স্থান পাওয়ায় বেজায় খুশি তাঁর অনুগামীরা। সোমবার শিল্পাঞ্চলের এই জনপ্রিয় নেতার অনুগামীরা খুশিতে পটকা ফাটালেন এবং জনগণের মধ্যে লাড্ডু বিতরণ করলেন। প্রসঙ্গত, এদিন লোকভবনে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর উপস্থিতিতে নতুন মন্ত্রিসভার সদস্য হিসেবে শপথ গ্রহণ করেন অর্জুন সিং। শপথ গ্রহণের পূর্বে কাঁকিনাড়ার ফলাহারি বাবার মন্দিরে পুজো দিয়ে তিনি বলেন, তাঁর দায়িত্ব আরও বাড়ল। সেই দায়িত্ব তিনি অক্ষরে অক্ষরে পালন করবেন। উল্লেখ্য, ভরা বামজমানায় ২০০১ সালে ভাটপাড়া বিধানসভা কেন্দ্র থেকে তিনি প্রথমবার তৃণমূলের টিকিটে বিধায়ক নির্বাচিত হন। এরপর ২০০৬, ২০১১ এবং ২০১৬ সালে ভাটপাড়া বিধানসভা কেন্দ্র থেকে একটানা জয়লাভ করে ব্যারাকপুর শিল্পাঞ্চলে নিজের শক্তিশালী গড় গড়ে তোলেন অর্জুন সিং। অনুগামীদের আক্ষেপ, তৃণমূল ক্ষমতায় আসার পরও তাঁকে একবারের জন্য মন্ত্রী করা হয়নি। যদিও ডবল ইঞ্জিন সরকারের আমলে জননেতা পূর্ণমন্ত্রী হওয়ায় ভীষণ খুশি তাঁর অনুগামীরা। এদিকে পূর্ণমন্ত্রী হিসেবে তাঁর শপথ গ্রহণের পর শিল্পাঞ্চল জুড়ে কর্মী-সমর্থকদের মধ্যে উচ্ছ্বাস দেখা যায়। অনেকে মিষ্টি বিতরণ করে আনন্দে মেতে ওঠেন। ভাটপাড়ার যুব নেতা পিন্টু সিং বলেন, অর্জুন সিং মন্ত্রী হওয়ায় শিল্পাঞ্চলের শ্রমজীবী মানুষের উন্নয়নের নতুন সম্ভাবনা তৈরি হয়েছে। আমরা আশা করছি, তাঁর উদ্যোগে বন্ধ পাটকল ও অন্যান্য শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলোর পুনরুজ্জীবন ঘটবে এবং কর্মসংস্থানের সুযোগ বাড়বে। অন্যদিকে জগদ্দলের যুব নেতা তাপস বিশ্বাস বলেন, পাঁচবারের বিধায়ক জননেতা অর্জুন সিং। দীর্ঘদিন ধরে উনি মানুষের পাশে রয়েছেন। বামজমানায় শিল্পাঞ্চলের বুকে একমাত্র সলতে বিধায়ক ছিলেন তিনিই। তৃণমূল ক্ষমতায় আসার পরও মন্ত্রিসভায় তাঁর ঠাঁই হয়নি। মন্ত্রী হিসেবে এবার তিনি আরও বৃহত্তর পরিসরে মানুষের সেবা করার সুযোগ পাবেন।

'সোমে মহিলাদের বাস ভাড়া মকুব থেকে রাজ্যে শুরু অন্নপূর্ণা যোজনা'

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: সোমবার যেখানে রাজ্যের নতুন মন্ত্রিসভার শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠান হল লোকভবনে। এদিনই রাজ্যের সরকারি বাসে মহিলারা বিনামূল্যে যাতায়াতের সুবিধা পাবেন ও একই সঙ্গে রাজ্যে পূর্ণ মাত্রায় চালু হল 'অন্নপূর্ণা যোজনা', নিজের এক্স হ্যান্ডেলে পোস্ট করে জানালেন বিজেপির রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য। পোস্টে শমীক ভট্টাচার্য বলেন, নির্বাচনের আগে দেওয়া প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী সোমবার থেকে পাহাড় থেকে সমতল পর্যন্ত সব সরকারি বাসে মহিলা যাত্রীদের কাছ থেকে ভাড়া নেওয়া হবে না। রাজ্য সরকারের পরিবহণ দপ্তর ইতিমধ্যেই কন্ডাক্টরদের কাছে প্রয়োজনীয় নির্দেশ পাঠিয়ে দিয়েছে।

পাশাপাশি শমীক জানান, অন্নপূর্ণা যোজনার ক্ষেত্রে প্রশাসনিক তৎপরতা শুরু হয়েছে। যোগ্য উপভোক্তাদের কাছে সরাসরি রেশন সহায়তা পৌঁছে দিতে কর্মীরা বাড়ি বাড়ি যাচ্ছেন। মুখ্যসচিবের নির্দেশে ২২ জন সিনিয়র আইএএস অফিসার জেলাভিত্তিক তদারকি করছেন। শমীক ভট্টাচার্যের দাবি, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর 'সবকা সাথ, সবকা বিকাশ' নীতিকে সামনে রেখেই রাজ্য সরকার মহিলাদের গতিশীলতা বাড়ানো ও দরিদ্র পরিবারকে সহায়তা দেওয়ার কাজ রাজ্য সরকার করছে।

সোনারপুর-কাণ্ডে ফের বিজেপিকে নিশানা

অভিষেকের এক্স হ্যান্ডেলের পোস্টে ফের বাড়ল রাজনৈতিক উত্তাপ

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: শনিবার সোনারপুরে হামলার ঘটনার রেশ কাটতে না কাটতেই বিজেপির বিরুদ্ধে আক্রমণের ঝাঁঝ আরও বাড়ালেন তৃণমূল কংগ্রেসের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। সোমবার সমাজমাধ্যমে দেওয়া এক বার্তায় তিনি বিজেপিকে সরাসরি গুন্ডা-মস্তানদের দল বলে কটাক্ষ করেন এবং অভিযোগ করে লেখেন, রাজনৈতিক বিরোধীদের দমনে ভয় দেখানো ও হিংসার পথই বেছে নিচ্ছে অধুনা শাসক শিবির।

গত শনিবার সোনারপুরে এক দলীয় কর্মীর পরিবারের সঙ্গে দেখা করতে গিয়ে অভিষেকের আক্রান্ত হওয়ার অভিযোগ ওঠে। সেই ঘটনার পর থেকেই রাজ্য রাজনীতিতে তীব্র বিতর্ক শুরু হয়েছে। বিরোধী শিবিরের অভিযোগ, ক্ষমতার জোরে রাজনৈতিক প্রতিপক্ষকে চাপে রাখার চেষ্টা করছে বিজেপি। যদিও বিজেপি এই অভিযোগ অস্বীকার করেছে।

সোমবারের পোস্টে অভিষেক দাবি করেন, গণতন্ত্র ও শান্তির কথা বললেও বাস্তবে বিজেপির রাজনৈতিক আচরণ তার সম্পূর্ণ বিপরীত। তিনি অভিযোগ করেন, হুমকি ও আগ্রাসনের রাজনীতি এখন শাসক দলের প্রধান হাতিয়ার হয়ে উঠেছে। পাশাপাশি এই ইস্যুতে তাঁর পাশে দাঁড়ানো প্রবীণ আইনজীবী ও সাংসদ কপিল সিব্বাল-সহ বিরোধী নেতাদের ধন্যবাদ জানান তিনি।

অভিষেকের আরও অভিযোগ, রাজ্যে ক্ষমতার পালাবদলের পর রাজনৈতিক সংঘাতের একাধিক ঘটনা সামনে এসেছে। সেই আবহেই অভিষেকের উপর হামলার অভিযোগকে ঘিরে নতুন করে সরগরম হয়েছে রাজ্য রাজনীতি। সোনারপুরের ঘটনাকে কেন্দ্র করে তৃণমূল ও বিজেপির সংঘাত যে আরও তীব্র হতে চলেছে, সোমবারের এই পোস্টের ভাষা সেই ইঙ্গিতই স্পষ্ট করছে বলেই রাজনৈতিক মহলের ধারণা।

পুরসভা নিয়োগ দুর্নীতির মামলায় ফের ইডির মুখোমুখি প্রাক্তন মন্ত্রী রথীন

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: পুরসভা নিয়োগ দুর্নীতির মামলায় ফের কেন্দ্রীয় এজেন্সির মুখোমুখি রাজ্যের প্রাক্তন মন্ত্রী তথা মধ্যমগ্রামের তৃণমূল বিধায়ক রথীন ঘোষ। সোমবার সকালে সল্টলেকের সিজিও কমপ্লেক্সে এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট দপ্তরে হাজিরা দিতে আসেন তিনি। তাৎপর্যপূর্ণ বিষয় হল, রথীন যখন ইডি দপ্তরে ঢুকছেন, ঠিক তার কিছু আগেই লোকভবনে সাড়ম্বরে সম্পন্ন হয়েছে রাজ্যের বিজেপি মন্ত্রিসভার সম্প্রাসারণ। সিজিও কমপ্লেক্সে ঢোকার মুখে রাজ্যের নতুন মন্ত্রীদের শুভেচ্ছাবার্তাও জানাতে দেখা যায় তৃণমূল বিধায়ককে। পাশাপাশি, বিজেপি সরকারের নতুন মন্ত্রীদের শুভেচ্ছা জানিয়ে রথীনবাবু আশা প্রকাশ করেন যে, এলাকার বিধায়ক হিসেবে মানুষের কাজ করার ক্ষেত্রে নতুন মন্ত্রীদের কাছ থেকে তিনি সব রকমের প্রশাসনিক সহযোগিতা পাবেন।

তবে প্রশ্ন উঠেছে, নির্বাচনে তৃণমূলের বিপর্যয় এবং দলের বিরুদ্ধে গণবিক্ষোভ নিয়ে তাঁর মন্তব্য ঘিরে। কারণ, শনিবার অভিষেকের ঘটনা ও রবিবারে কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় সহ বঙ্গের নানা দিকে নানা ঘটনায় এটা স্পষ্ট

জনগণের মধ্যে তৈরি হয়েছে রোষ। আর এই চরম রোষ এবং দলের শোচনীয় ফলের কারণ আর কোথায় খামতি রয়েছে শাসকদলের, সেই প্রসঙ্গে রথীন ঘোষ জানান, সেটা বুঝতে পারলে তো অনেক কিছুই হত। মানুষ চায়নি, তাই। বিভিন্ন কারণে হয়নি। যদিও এই স্পর্শকাতর বিষয়ে আর কোনও বিস্তারিত ব্যাখ্যা দিতে চাননি মধ্যমগ্রামের বিধায়ক।

তদন্তের বিষয়ে কথা বলতে গিয়ে রথীন ঘোষ জানান, কেন্দ্রীয় সংস্থা ডেকেছে বলেই তিনি এসেছেন এবং তদন্তকারীরা যে সমস্ত নথিপত্র চেয়েছেন, তা তিনি সঙ্গে করে নিয়ে এসেছেন। এর আগে গত ১৫ মে ইডি দপ্তরে হাজিরা দিয়েছিলেন তিনি। এরপর গত ২৫ মে (সোমবার) তাঁকে ফের তলব করা হলেও সেদিন তিনি যাননি। ফলে সোমবার তাঁকে পুনরায় ডাকা হয়।

উল্লেখ্য, ভোটের আগেও পুরনিয়োগ দুর্নীতি মামলায় একাধিক বার তাঁকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য তলব করা হয়েছিল, তবে নির্বাচনের কাজের ব্যস্ততার কারণ দেখিয়ে সে সময় হাজিরা এড়িয়েছিলেন প্রাক্তন মন্ত্রী।

এদিকে রবিবার কালীঘাটের বাসভবনে তৃণমূলের নবনির্বাচিত বিধায়কদের নিয়ে একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক ডেকেছিলেন তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তবে সেদিনের বৈঠকে শাসক শিবিরের চরম অস্বস্তি বাড়িয়ে দলের অন্তত ৬০ জন বিধায়ক সেই বৈঠকে যোগ দিতে পৌঁছননি। বিপুল সংখ্যক বিধায়কের এই অনুপস্থিতির কারণে শেষ পর্যন্ত বৈঠকটি বাতিল করতে বাধ্য হন দলনেত্রী। মমতার বাড়ির ওই হাইপ্রোফাইল বৈঠকে নিজের অনুপস্থিতি নিয়ে প্রশ্ন করা হলে সাফাই দিয়ে রথীন ঘোষ জানান, তাঁর শরীর খারাপ। তাই যেতে পারিনি। তবে দলের অন্দরে কোনও ফাটল নেই বলেও দাবি করেন তিনি। পাশাপাশি এও জানাতে ভোলেননি দলের সার্বিক পরিস্থিতি একদম ঠিকঠাকই রয়েছে।

লোকভবনে সম্পন্ন শপথ গ্রহণ, নতুন মন্ত্রিসভাকে শুভেচ্ছা শমীকের

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: সোমবার লোকভবনে রাজ্যপাল আরএন রবির সামনে শপথ নিয়ে গঠিত হল ৪১ সদস্যের মন্ত্রিসভা। নবনিযুক্ত মন্ত্রীদের উদ্দেশে দলের রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য জানান, তারা জনসেবার ব্রত নিয়ে কাজ শুরু করবেন। তাঁর কথায়, নতুন পথচলা যেন ফলপ্রসূ ও সফল হয়। দীর্ঘ প্রতীক্ষার পর এই মন্ত্রিসভা রাজ্য রাজনীতিতে গতি আনবে বলেই প্রশাসনিক মহলের ধারণা। শপথগ্রহন করা মন্ত্রীদের মধ্যে একদিকে যেমন অভিজ্ঞ মুখ আছে, পাশাপাশি নতুন প্রতিনিধিও রয়েছেন। শমীকের শুভেচ্ছা বার্তায় স্পষ্ট, দলের লক্ষ্য এখন প্রশাসনিক কাজে মন দেওয়া। দপ্তর বণ্টনের পর নতুন মন্ত্রীরা কত দ্রুত কাজের ছাপ রাখতে পারবেন, সেদিকেই তাকিয়ে শাসক শিবির তথা রাজ্যবাসী।

কথামতো ১ জুন থেকে সরকারি বাসে শুরু হল মহিলাদের জন্য বিনামূল্যে যাতায়াত। ছবি: অদিতি সাহা

দক্ষিণবঙ্গে আপাতত ঝড়বৃষ্টির সম্ভাবনা নেই, ফিরল অস্বস্তিকর গরম

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: দক্ষিণবঙ্গে আপাতত ঝড়বৃষ্টিতে রাশ টানল প্রকৃতি। গত কয়েক দিনে ঝড়বৃষ্টির কারণে দক্ষিণবঙ্গের তাপমাত্রা কমে গিয়েছিল বেশ কয়েক ডিগ্রি সেলসিয়াস। তবে এবার সেই তাপমাত্রা বেশ কয়েক ডিগ্রি বাড়তে চলেছে বলে জানিয়েছে আবহাওয়া দপ্তর। অর্থাৎ আবার ফিরল সেই অস্বস্তিকর প্যাচপ্যাচে গরম। সঙ্গে অনুভূত হচ্ছে দক্ষিণবঙ্গ জ্যৈষ্ঠের গরমের উত্তাপ। এদিকে আলিপুর আবহাওয়া দপ্তর জানাচ্ছে, বিক্ষিপ্তভাবে ঝড়বৃষ্টি হলেও তা তাপমাত্রার ঊর্ধ্বগতিতে প্রভাব ফেলবে না। চলতি সপ্তাহে অন্তত প্রথম তিন থেকে চারদিন অস্বস্তিকর গরম থাকবে দক্ষিণবঙ্গে। তবে উত্তরবঙ্গে বুধবারের পর থেকে ফের ঝড়বৃষ্টির পূর্বাভাসের ইঙ্গিত দিয়েছে আলিপুর। আলিপুর আবহাওয়া অফিসের তরফ থেকে দক্ষিণবঙ্গের আবহাওয়া সম্পর্কে জানানো হয়েছে, দক্ষিণবঙ্গে গরম ও অস্বস্তি বাড়বে। উলটোদিকে উত্তরবঙ্গে প্রাক বর্ষার বৃষ্টি শুরুর সম্ভাবনা। এরপর বৃহস্পতিবার থেকে ভারী বৃষ্টির পূর্বাভাস।

ঠিক এর উলটো ছবি দক্ষিণবঙ্গে। ঝড়বৃষ্টির সম্ভাবনা কম। গত দু-তিন দিনের ঝড়বৃষ্টিতে এই মুহূর্তে তাপমাত্রা স্বাভাবিকের নিচে থাকলেও আগামী বুধবারের মধ্যে ৩ থেকে ৪ ডিগ্রি সেলসিয়াস বাড়বে।

আর কলকাতায় আপাতত আর খুব উল্লেখযোগ্য বৃষ্টির পূর্বাভাস নেই। দিনের সর্বোচ্চ তাপমাত্রা বুধবারের মধ্যে ৩৬ ডিগ্রি সেলসিয়াস পেরিয়ে যেতে পারে। এর দোসর হবে চূড়ান্ত ঘর্মাক্ত অস্বস্তি। তবে বৃহস্পতিবারের পর বৃষ্টির সম্ভাবনা তৈরি হবে। রবিবার কলকাতা এবং তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল ৩৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস। সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ২৫.০২ ডিগ্রি সেলসিয়াস। যা স্বাভাবিকের চেয়ে ০২.০৬ ডিগ্রি সেলসিয়াস নিচে। বাতাসে আপেক্ষিক আর্দ্রতার পরিমাণ ছিল সর্বোচ্চ ৯৫ এবং সর্বনিম্ন ৫২ শতাংশ ।

অন্যদিকে উত্তরবঙ্গে বৃষ্টির সম্ভাবনা কিছুটা কম থাকলেও তা বাড়বে মঙ্গলবার থেকে। বুধবার পর্যন্ত দার্জিলিং, কালিম্পং, জলপাইগুড়ি-সহ ওপরের পাঁচ জেলাতেই ঝড়বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। বৃহস্পতিবার থেকে ঝড়বৃষ্টির সম্ভাবনা আরও বাড়বে উত্তরবঙ্গে। সেদিন আলিপুরদুয়ার জেলায় ভারী বৃষ্টির আশঙ্কা থাকছে। পাশাপাশি দার্জিলিং, কালিম্পং, আলিপুরদুয়ার, কোচবিহার ও জলপাইগুড়ি এই পাঁচ জেলাতেই ৪০ থেকে ৫০ কিলোমিটার বেগে তীব্র ঝোড়ো হাওয়ার সঙ্গে বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টির পূর্বাভাস রয়েছে।

সিঁড়ি থেকে গড়িয়ে আহত খাদ্য ভবনের উচ্চপদস্থ আধিকারিক

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: সিঁড়ি থেকে গড়িয়ে একেবারে নীচে পড়লেন খাদ্য ভবনের এক উচ্চ পদস্থ সরকারি আধিকারিক ইন্দ্রদেব ভট্টাচার্য। এগ্রিকালচারাল মার্কেটিং বিভাগের যুগ্ম সচিব ইন্দ্রদেব। সকাল সাড়ে দশটা নাগাদ খাদ্য ভবনের ব্লক বি বিল্ডিংয়ে ঘটনাটি ঘটে। যেখানে এসে তিনি পড়েন সেই সিঁড়ির পাশে রয়েছে ভাঙা চেয়ার, টেবিল, দপ্তরের আসবাবপত্র। ধুলোর জমা চতুর্দিক। ঘটনার তদন্তে নেমেছে পুলিশ। এদিকে এই ঘটনার পরই তাঁকে আশঙ্কাজনক অবস্থায় ভর্তি করা হয় এসএসকেএমে। তিনি সুস্থ হলে বাকি বিষয়টা পরিষ্কার হবে তদন্তকারীদের কাছে।

প্রাথমিকভাবে জানা যাচ্ছে, চার তলায় নিজের অফিস থেকে পাঁচ তলায় অর্থ বিভাগের সিঁড়ি দিয়ে যাচ্ছিলেন তিনি। তখনই আচমকা সিঁড়ি দিয়ে পড়ে যান সোজা একতলায়। গুরুতর জখম অবস্থায় এসএসকেএম হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়েছে। নিউ মার্কেট থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে যায়। সায়েন্টিফিক উইং-এর ফটোগ্রাফাররা এসেছেন ঘটনাস্থলে। তবে কীভাবে পড়ে

গেলেন, তা নিয়ে তদন্ত শুরু হয়েছে। সিসিটিভিতে ইন্দ্রদেবকে সিঁড়িতে উঠতে দেখা গিয়েছে। এদিকে যেখান থেকে পড়ে গিয়েছেন তিনি সেই জায়গাটি সিসিটিভির আওতায় নেই। তবে এদিন তিনি কি কোনওভাবে অসুস্থ বোধ করছিলেন, আগে থেকেই কি কোনও অসুস্থতা ছিল, এইরকম একাধিক বিষয় উঠে আসছে।

ওই এলাকা ঘিরে রেখেছেন তদন্তকারীরা। দপ্তরের বাকি কর্মীদের সঙ্গে কথা বলে বোঝার চেষ্টা করছেন, ঠিক ঘটে থাকতে পারে! দপ্তরের এক অফিসারের গাড়ি চালক বলেন, আমরা হঠাৎই বড় কিছু পড়ার আওয়াজ পাই। সবে এখানে ওনার পোস্টিং হয়েছে। ফোর্থ ফ্লোর থেকে এখানে পড়ে যান। কোনও শারীরিক সমস্যা ছিল কিনা, শুনিনি। তবে অবস্থা ক্রিটিক্যাল। মুখ ফেটে গিয়েছে। মাথা ফেটে রক্ত বেরোচ্ছিল।

সম্পাদকীয়

ক্ষমতা হারিয়ে ফের ‘ইন্ডিয়া’ জোটে শান দেওয়ার ব্যর্থ চেষ্টা তৃণমূল নেত্রীর

বিজেপির কাছে হেরে বাংলার মসনদ খুইয়েছে তৃণমূল। ক্ষমতা হারাতেই রোজ নিয়ম করে এক একজন বিদ্রোহী হচ্ছেন। অধিকাংশেরই নিশানায় অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। দলের মধ্যে এই বিদ্রোহ সামাল দিতে এখন হিমশিম খাচ্ছেন তৃণমূলনেত্রী। দলকে টিকিয়ে রাখাই এখন তাঁর কাছে সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ। সেই চ্যালেঞ্জ যে খুব সহজ হবে না সেটা রবিবার বিকেলেই হাড়ে হাড়ে টের পেয়েছেন নেত্রী। তাঁর ডাকা বৈঠকে ৮০ জনের মধ্যে মাত্র ১৯ জন বিধায়ক হাজির ছিলেন। এতেই স্পষ্ট দলের রাশ অনেকটাই তাঁর হাত থেকে বেরিয়ে গিয়েছে। হাত ছাড়ছেন একের পর এক নেতারা। এই ক'দিন আগেও যারা নেত্রী বলতে অজ্ঞান ছিলেন, এখন তারাই বড় বিপ্লবী! এই আবহে রাতারাতি হঠাৎই নেত্রী এখন ইন্ডিয়া জোটের সঙ্গে সম্পর্ক, ইন্ডিয়া জোট নিয়ে নানা ভালো ভালো কথা বলতে শুরু করেছেন।অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ও এখন রাহুল গান্ধি, অখিলেশ যাদবের বন্দনায় মেতেছেন। অথচ কয়েকদিন আগেও দল যখন ক্ষমতায় ছিল তখন কখনও নেত্রী, কখনও অভিষেকরা কংগ্রেসের বাপ, বাপান্ত করছিলেন। কংগ্রেস কত খারাপ, রাহুল গান্ধি কতটা অযোগ্য, এসব ছিল তাঁদের মুখে মুখে। অভিষেক ছিলেন এক ধাপ এগিয়ে। রোজই কংগ্রেসের চারটে করে ভুল ধরতেন তিনি। আর ঠারেঠোরে বাকিদের বুঝিয়ে দিতেন ইন্ডিয়া জোট হলে তার রাশ থাকবে তৃণমূলের হাতেই, কংগ্রেসের নয়। তাদের শর্তেই চলবে জোট। এমনকী কুণাল ঘোষেদের মতো দলের মুখপাত্রদের দিয়েও কংগ্রেসকে তীব্র আক্রমণ করা হতো। কিন্তু নিয়তির কী পরিহাস, এত বড় বড় ভাষণ, এত কথা, এত শর্ত দেওয়ার পর এখন গলার স্বর রাতারাতি ১৮০ ডিগ্রি বদলে গিয়েছে মমতা-অভিষেকের। এখন তাঁরা ফের ২০২৯-এ বিজেপিকে হঠাতে ইন্ডিয়া জোটেই শান দিচ্ছেন। এখন তদের মনে পড়ছে শরিক দলের কথা। ক্ষমতার ছাতা সরে যেতেই এখন ফের বাস্তবের মাটিতে তৃণমূল। আজ আবার সেই যৌথ লড়াইয়ের প্রস্তাব। জীবনে কোনওদিন বিরোধী রাজনীতি, লড়াই, আন্দোলন না করা অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়রা এতদিন ধরাকে সরা ভেবে ফেলেছিলেন। ক্ষমতায় থাকতে থাকতে এই বাস্তবটা বুঝলে অন্তত এই পরিণতিটা হতো না।

শব্দছক ১৭৬

রবি দাস

১		■	২	৩		■	৪
	■	৫			■	৬	
৭	৮	■	৯		১০		
১১		১২		■		■	■
■	■		■	১৩		১৪	১৫
১৬	১৭				■	১৮	
১৯		■	■	২০		■	
	■	২১			■	২২	

পাশাপাশি: ১. বিশাল ২. তৈলজাতীয় পিচ্ছিল বস্তু ৫. মার ৬. জেল ৭. মা কালীর জন্য লাল ফুল ৯. মতের অ-সমন্বয় ১১. নৃপতি ১৩. হাতীদের আরামগৃহ ১৬. শব্দ করে আনন্দ প্রকাশ ১৮. ক্ষণ ১৯. সূর্যালোক ২০. ফুলের কোরক ২১. সংবাদ ২২. আলোক-চ্ছটা

ওপর-নিচ: ১. ব্যবসায় ঋণদাতা ২. মহাত্মা ৩. কাজে ব্রতী না হওয়া ৪. শ্রীকৃষ্ণের প্রণয়িনী ৬. কেউ-এর ৮. সপ্তাহের প্রত্যেকটা দিন ১০. সাময়িক ছেদ ১২. মনের মতো ১৩. ক্ষতিকারক ১৪. অভিসম্পাত ১৫. লাল আভা বিচ্ছুরিত বাতি ১৬. বর্তানো বা চাপিয়ে দেওয়া ১৭. নদীর পুংলিঙ্গ

সমাধান ১৭৫ — পাশাপাশি: ১. অস্তরবি ৪. বাস ৬. পর ৭. শ্বেতাভ ৯. অশ্ব ১০. রাজন ১১. পরপর ১২. কাটাফল ১৪. বিদারি ১৫. লাল ১৬. তারকা ১৭. আজ ১৮. শব্দ ১৯. দয়াময়ী

ওপর-নিচ: ১. অপলাপ ২. স্তব ৩. বিশ্বেশ্বর ৫. সন্ধান ৮. ভরাকোটাল ৯. অপকারিতা ১২. কালাকাদ ১৩. লজ্জাজয়ী ১৪. বিনাশ ১৭. আম

আজকের দিন

■ **১৯২৪** — ভারতীয় নাগরিকত্ব আইন পাস মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এই আইনটিতে স্বাক্ষর করে এটিকে আইনে পরিণত করে।

■ **১৯৪৬** — ইতালিতে প্রজাতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা হয়।

■ **১৯৫৩** — লন্ডনে রানী দ্বিতীয় এলিজাবেথের রাজ্যাভিষেক হয়।

জন্মদিন

মণিরত্নম

১৯২৭ *বিশিষ্ট চলচ্চিত্রাভিনেত্রী সোনাক্ষি সিনহার জন্মদিন।*

১৯৫৬ *বিশিষ্ট চিত্র পরিচালক মণিরত্নমের জন্মদিন।*

১৯৮৮ *বিশিষ্ট চলচ্চিত্রাভিনেত্রী তেজস্বী প্রধানের জন্মদিন।*

আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে অশান্ত আবহে তীব্র অস্থিরতা জ্বালানি তেলের দামে

শুভাশিস বিশ্বাস

দেশজুড়ে ফের বাড়ল পেট্রল-ডিজেলের দাম। শেষবারেও কলকাতায় লিটার প্রতি পেট্রলের দাম বেড়েছে ২ টাকা ৮৭ পয়সা। এর পাশাপাশি ডিজেলের দাম লিটার প্রতি বেড়েছে ২ টাকা ৮০ পয়সা। অর্থাত, পরপর ৪ বার বাড়ল পেট্রল-ডিজেলের দাম। যার জেরে এখন কলকাতায় লিটার প্রতি পেট্রলের দাম দাঁড়িয়েছে ১১৩ টাকা ৫১ পয়সা আর ডিজেলের দাম লিটার প্রতি ৯৯ টাকা ৮২ পয়সা। শুধু কলকাতা নয়, দিল্লি, মুম্বই সহ অন্যান্য শহরগুলিতেও এই জ্বালানি তেলের দাম বেড়েছে। দিল্লিতে পেট্রলের দাম এখন লিটার প্রতি ১০২ টাকা ১২ পয়সা। আর ডিজেল বিকোচ্ছে লিটার প্রতি ৯৫ টাকা ২০ পয়সাতে। এর আগে, গত ২৩ মে জ্বালানির দাম বেড়েছিল। পেট্রলের দাম লিটার প্রতি ৮৭ পয়সা এবং ডিজেলের দাম লিটার প্রতি ৯১ পয়সা করে বৃদ্ধি পেয়েছিল। পাশাপাশি সিএনজি-রও দাম বেড়েছিল কেজি প্রতি এক টাকা করে। লাগাতার এই মূল্যবৃদ্ধির প্রভাব পড়ছে আমজনতার গেরস্থালিতেও। কারণ, পেট্রল-ডিজেলের দাম বাড়ায় গণপরিবহনের ভাড়া যেমন বাড়বে, তেমনই অত্যাবশ্যকীয় একাধিক পণ্যের দাম বাড়ার সম্ভাবনা প্রবল। এই প্রসঙ্গে বলে রাখা শ্রেয়, এই জ্বালানি তেলের মূল্যবৃদ্ধির জেরে ইতিমধ্যেই দাম বেড়েছে দুধ ও পাউরুটির।

এদিকে আন্তর্জাতিক বাজারে ইরান সংঘাতের জেরে দীর্ঘ দিন ধরে চলা অস্থিরতা কাটিয়ে আন্তর্জাতিক বাজারে অবশেষে ১০০ ডলারের নিচে নেমেছে অপরিশোধিত তেলের দাম। ২৫ মে সকালেই বিশ্ববাজারে আন্তর্জাতিক তেলের বেঞ্চমার্ক ব্রেন্ট ক্রুডের দাম পাঁচ শতাংশ কমে প্রতি ব্যারেল ৯৮ দশমিক ৩৬ ডলারে নেমে আসে। অন্যদিকে, মার্কিন অপরিশোধিত তেল বা ডব্লিউটিআই ক্রুডের দাম ৫ দশমিক ৩ শতাংশ কমে বিক্রি হচ্ছে ব্যারেল প্রতি ৯১ দশমিক ৫০ ডলারে। চলতি মাসে এই প্রথম ব্রেন্ট ক্রুডের দাম ১০০ ডলারের নিচে নামে। এই প্রসঙ্গে এটা বলতেই হয়, কয়েক সপ্তাহ আগেও ব্রেন্ট ক্রুডের দাম ব্যারেল প্রতি ১২৬ ডলার পর্যন্ত পৌঁছে গিয়েছিল। তাই বর্তমান এই পতনকে আন্তর্জাতিক বাজার সহ ভারতেও এক বড় স্বস্তির কারণ হিসেবেই পরিগণিত করা হচ্ছে। কারণ, অর্থনৈতিক বিশেষজ্ঞদের মতে, অপরিশোধিত তেলের দাম ১০০ ডলারের নিচে থাকলে ভারতীয় অর্থনীতির জন্য তা ইতিবাচক।*

অর্থনৈতিক বিশেষজ্ঞরা এও জানাচ্ছেন, আমেরিকা-ইরান আলোচনার আশাতেই বদলেছে বাজারের মেজাজ। বিশেষজ্ঞদের মতে, তেলের দাম কমার অন্যতম বড় কারণ হল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং ইরান-এর মধ্যে উত্তেজনা কমার সম্ভাবনা। মার্কিন প্রেসিডেন্ট ইঙ্গিত দিয়েছেন যে দুই দেশের মধ্যে আলোচনা এগোচ্ছে এবং হরমুজ প্রণালী আবার স্বাভাবিকভাবে চালু করার বিষয়ে সমঝোতার আশা রয়েছে। তবে এখনও কোনও চূড়ান্ত চুক্তি না হওয়ায় বাজার পুরোপুরি নিশ্চিন্ত নয়। এই প্রসঙ্গে আও একটা তথ্য দিয়ে রাখা প্রয়োজন, হরমুজ প্রণালী বিশ্বের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ তেল পরিবহণ পথ। মাত্র ৩৩ কিলোমিটার চওড়া এই সমুদ্রপথ দিয়েই বিশ্বের প্রায় ২০ শতাংশ তেল সরবরাহ হয়। সৌদি আরব, সংযুক্ত আরব আমিরশাহি, কুয়েত এবং ইরাক-এর মতো বড় তেল উৎপাদনকারী দেশগুলি এই পথ ব্যবহার করে তেল রফতানি করে।

এদিকে মার্কিন বিদেশমন্ত্রী মার্কো রুবিও জানিয়েছেন, আলোচনার অগ্রগতি ইতিবাচক। বাজার এটিকে যুদ্ধের আশঙ্কা কমার ইঙ্গিত হিসেবে দেখেছে, যার ফলে তেলের দামের উপর চাপ কমেছে।এই প্রসঙ্গে একটা তথ্য দিয়ে রাখা শ্রেয়, যখন কোনও বড় তেল উৎপাদনকারী অঞ্চলে যুদ্ধ বা সরবরাহ বন্ধ হওয়ার আশঙ্কা তৈরি হয়, তখন বাজারে তেলের দামের সঙ্গে অতিরিক্ত ঝুঁকির মূল্য যোগ হয়, যাকে বলা হয় ‘রিস্ক প্রিমিয়াম’। ফেব্রুয়ারিতে মধ্যপ্রাচ্যে উত্তেজনা বাড়ার পর তেলের দাম প্রায় ৩০ শতাংশ বেড়ে গিয়েছিল। কিন্তু শান্তি আলোচনার সম্ভাবনা তৈরি হতেই ব্যবসায়ীরা সেই অতিরিক্ত প্রিমিয়াম সরাতে শুরু করেন, ফলে দ্রুত কমতে থাকে দাম।আমেরিকা ও ইরানের মধ্যে উত্তেজনা প্রশমনের আশায় বিশ্ববাজারে খানিকটা স্বস্তি দেখা দিলেও, ভারতের বাজারে দেখা যাচ্ছে উল্টো ছবি। আন্তর্জাতিক বাজারে তেলের আগুন কিছুটা স্তিমিত হলেও দেশের বাজারে আমজনতার পকেটে টান বাড়িয়ে লাগাতার বাড়ছে পেট্রল ও ডিজেলের দাম। আর এখানেই স্বাভাবিকভাবেই দেশের উপভোক্তাদের মনে প্রশ্ন উঠছে, বিশ্ববাজারে দাম কমলে ভারতে জ্বালানির দরের গ্রাফ এত দ্রুত ঊর্ধ্বমুখী কেন তা নিয়ে। অর্থনীতিবিদ ও বাজার বিশেষজ্ঞদের মতে, এই বৈপরীত্যের নেপথ্যে রয়েছে টাকার অবমূল্যায়ন, চড়া করের কাঠামো এবং অতীতে তেল বিপণন সংস্থাগুলির পুঞ্জীভূত লোকসান।

পাশাপাশি তাঁরা এও মনে করছেন, আন্তর্জাতিক বাজারে তেলের দাম এখন ১০০ ডলারের নিচে নামলেও কিছুদিন আগেই ইরান সংঘাত এবং হরমুজ প্রণালীতে জোগান ব্যাহত হওয়ার আশঙ্কায় তা ব্যারেলপ্রতি ১২০ ডলারের কাছাকাছি পৌঁছে গিয়েছিল। সেই সময় ইন্ডিয়ান অয়েল অর্থাত আইওসিএল, ভারত পেট্রোলিয়াম অর্থাত বিপিসিএল কিংবা হিন্দুস্তান পেট্রোলিয়ামের বা এইচপিসি এলের মতো রাষ্ট্রায়ত্ত তেল বিপণন সংস্থাগুলি আমদানির খরচ বাড়া সত্ত্বেও এক ধাক্কায় দেশের বাজারে খুচরো দাম বাড়ায়নি। লোকসান সহ্য করেই তুলনামূলক কম দামে জ্বালানি বিক্রি করা হয়েছিল।এখন আন্তর্জাতিক বাজারে দাম কিছুটা কমলেও, তেল সংস্থাগুলি সেই পুরনো ঘাটতি বা ‘আন্ডার-রিকভারি’ উসুল করতে ব্যস্ত। ফলে বিশ্ববাজারে দাম কমার সুফল এখনই দেশের সাধারণ মানুষ পাচ্ছেন না।

পাশাপাশি অর্থনৈতিক বিশেষজ্ঞরা এও জানাচ্ছেন, আমদানি নির্ভর ভারতের অর্থনীতিতে ব্যারেল প্রতি ১০০ ডলারের নিচে তেল পাওয়াকে আপাতদৃষ্টিতে সস্তা মনে হলেও, আদতে এই দর কিন্তু যথেষ্ট চড়া। কারণ, ভারত তার অভ্যন্তরীণ প্রয়োজনের প্রায় ৮৫ থেকে ৯০ শতাংশ অপরিশোধিত তেল বিদেশ থেকে আমদানি করে। ফলে আন্তর্জাতিক বাজারে তেলের দামের সামান্য হেরফেরও দেশের আমদানি বিলে বড়সড় প্রভাব ফেলে।

এই প্রসঙ্গে আরও একটা কথা বলতেই হয়, পেট্রল-ডিজেলের দাম শুধু অপরিশোধিত তেলের আন্তর্জাতিক দরের ওপর নির্ভর করে না, মার্কিন ডলারের বিপরীতে ভারতীয় টাকার মূল্যের ভূমিকাও এখানে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

যেহেতু আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে তেল কিনতে হয় ডলারে, তাই টাকার দাম কমলে তেল আমদানির খরচ এমনিতেই বেড়ে যায়। সম্প্রতি ডলারের সাপেক্ষে ভারতীয় টাকার দর নজিরবিহীনভাবে পড়ে গিয়ে ৯৭ টাকার কাছাকাছি পৌঁছে গিয়েছিল। আর এটি রেকর্ড পতন বলেই জানাচ্ছেন অর্থনীতিবিদরা।এই প্রসঙ্গে অর্থনীতিবিদরা এও জানান, ‘কাঠামোগতভাবে ভারত তার চাহিদার ৮৫ শতাংশ তেল আমদানি করে। ফলে ডলারের বিপরীতে টাকার অবমূল্যায়ন স্বাভাবিকভাবেই আমদানির খরচ এবং রিফাইনারিগুলির ওপর চাপ বাড়িয়ে দেয়।’

এদিকে অনেকেরই ধারণা, অপরিশোধিত তেলের দামের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে সরাসরি পেট্রলের দাম ওঠা-নামা করে। কিন্তু ভারতের জ্বালানি মূল্য নির্ধারণের অঙ্কটি বেশ জটিল। গ্রাহকদের হাতে পৌঁছনোর আগে তেলের মূল দামের সঙ্গে যুক্ত হয় কেন্দ্রের আবগারি শুল্ক, রাজ্যের ভ্যাট, ডিলার কমিশন এবং পরিবহণ খরচ। এই প্রসঙ্গে অর্থনীতিবিদরা এও জানাচ্ছেন, ‘কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারগুলির চড়া আবগারি শুল্ক ও ভ্যাটের কারণে খুচরো মূল্যের একটা মস্ত বড় অংশই চলে যায় কর হিসেবে। আর এই কর কাঠামোর কারণেই বিশ্ববাজারের সঙ্গে তাল মিলিয়ে খুচরো বাজারে জ্বালানি তেলের দাম চট করে কমে না।

পাশাপাশি এটাও মাথায় রাখতে হবে আমেরিকা ও ইরানের মধ্যে সম্ভাব্য আলোচনার ইঙ্গিতে বিশ্ববাজার কিছুটা শান্ত হলেও আরব দুনিয়ার ভূ-রাজনৈতিক পরিস্থিতি এখনও পুরোপুরি স্থিতিশীল নয় এবং তেল জোগানের অনিশ্চয়তাও কাটেনি। যে কোনও মুহূর্তে নতুন করে উত্তেজনা ছড়ালে অপরিশোধিত তেলের দাম আবারও লাফিয়ে বাড়তে পারে। ফলে সব মিলিয়ে, বিশ্ববাজারে অপরিশোধিত তেলের দাম কমলেও টাকার অবমূল্যায়ন, অভ্যন্তরীণ কর নীতি এবং তেল বিপণন সংস্থাগুলির আর্থিক ভারসাম্য, এই সবকিছুর জটিল সমীকরণেই আটকে রয়েছে ভারতের পেট্রল-ডিজেলের খুচরো দর। আর এই কারণেই বিশ্ববাজার শান্ত হলেও দেশের বাজারে এখনই সস্তা হচ্ছে না জ্বালানি।

গ্রীষ্মে তৃষ্ণা, বর্ষায় প্লাবন: উন্নয়নের আয়নায় জলের মুখ

উজ্জ্বল কুমার দত্ত

ভোরের আলো তখনও পুরোপুরি মাটিতে নেমে আসেনি। পূর্ব আকাশে সূর্যের আভা ধীরে-ধীরে ছড়িয়ে পড়ছে। কিন্তু গ্রামের মেঠোপথে ইতিমধ্যেই শুরু হয়ে গেছে মানুষের চলাচল। কারও মাথায় কলসি, কারও হাতে প্লাস্টিকের ড্রাম, কারও কাঁধে বাঁশের বাঁক। তাঁদের গন্তব্য একটাই;জল। কয়েক কিলোমিটার দূরের একটি নলকূপ, যা এখনও পুরোপুরি শুকিয়ে যায়নি। প্রতিদিনের মতো আজও সেখানে লাইন পড়বে। অপেক্ষা থাকবে। উদ্বেগ থাকবে। জল উঠবে তো? নাকি আজও খালি হাতে ফিরতে হবে? একবিংশ শতাব্দীর ভারতবর্ষে দাঁড়িয়ে এই দৃশ্য কোনও দূর অতীতের স্মৃতি নয়; এ আমাদের বর্তমান। সেই দেশের বর্তমান, যে দেশ মহাকাশে নিজের পতাকা উড়িয়ে নতুন ইতিহাস রচনা করছে, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা ও ডিজিটাল প্রযুক্তির যুগে বিশ্বমঞ্চে নিজের শক্তির পরিচয় দিচ্ছে। অথচ সেই দেশেরই কোটি-কোটি মানুষ এখনও প্রতিদিন এক বালতি পানীয় জলের জন্য সংগ্রাম করে।

কিন্তু এই ছবির আর একটি দিকও আছে। কয়েক সপ্তাহ পরেই যখন বর্ষা নামবে, তখন একই দেশের বহু অঞ্চল জলের তলায় ডুবে যাবে। শহরের চকচকে রাস্তা নদীতে পরিণত হবে, যানবাহন থমকে যাবে, বাড়িঘরে জল ঢুকবে, মানুষ আশ্রয় খুঁজবে উঁচু জায়গায়। যে জল গ্রীষ্মে ছিল না, সেই জলই বর্ষায় অতিরিক্ত হয়ে বিপর্যয় ডেকে আনবে। এই অদ্ভুত বৈপরীত্যের সামনে দাঁড়িয়ে প্রশ্ন জাগে;এ কেমন উন্নয়ন? যে দেশে গ্রীষ্মে মানুষ তৃষ্ণায় কাতর হয়, আবার বর্ষা এলে জলমগ্ন হয়ে পড়ে, সেখানে সমস্যাটা কি শুধুই প্রকৃতির, নাকি আমাদের উন্নয়ন ভাবনার মধ্যেই কোথাও একটি মৌলিক ত্রুটি লুকিয়ে আছে?

প্রকৃতি কখনও হঠাৎ প্রতিশোধ নেয় না। প্রকৃতি আমাদের বারবার সতর্ক করে। নদীর জলস্তর ধীরে-ধীরে কমে যায়, পুকুরের জল শুকিয়ে আসে, ভূগর্ভস্থ জলস্তর নেমে যায় এবং ঋতুচক্রের স্বাভাবিক ছন্দে পরিবর্তন দেখা দেয়। কিন্তু মানুষ সভ্যতার অহঙ্কারে সেই সতর্কবার্তা শুনতে চায় না। আমরা ভেবেছি প্রযুক্তি সব সমস্যার সমাধান করে দেবে। আমরা বিশ্বাস করেছি যে প্রকৃতিকে পাশ কাটিয়েও উন্নয়নের সিঁড়ি বেয়ে ওপরে ওঠা সম্ভব। আজ সেই আত্মবিশ্বাসের ফাটলগুলো ক্রমশ স্পষ্ট হয়ে উঠছে।

একসময় ভারতীয় সমাজ জলকে কেবল ব্যবহারযোগ্য সম্পদ হিসেবে দেখত না। জল ছিল সংস্কৃতির অংশ, জীবনের অংশ, আধ্যাত্মিকতার অংশ। গ্রাম মানেই ছিল পুকুর। জনপদ মানেই ছিল নদী। রাজারা দিঘি খনন করতেন, জমিদারেরা জলাশয় নির্মাণ করতেন। সাধারণ মানুষজনও বুঝতে পারতেন যে বৃষ্টির জল ধরে রাখা মানে ভবিষ্যৎকে সুরক্ষিত রাখা। রাজস্থানের মরুভূমি থেকে বাংলার গ্রাম, ঝাড়খণ্ডের পাহাড়ি অঞ্চল থেকে দক্ষিণ ভারতের শুষ্ক ভূখণ্ড;প্রতিটি অঞ্চলের নিজস্ব জল সংরক্ষণ পদ্ধতি ছিল। মানুষ প্রকৃতির সঙ্গে লড়াই করত না; বরং তার সঙ্গে সমঝোতা করে বাঁচতে শিখেছিল।

কিন্তু আধুনিক উন্নয়নের অভিধানে জল যেন ক্রমশ অদৃশ্য হয়ে গেল। আমরা রাস্তা বানালাম, কিন্তু খাল ভরাট করে। আবাসন গড়লাম, কিন্তু জলাভূমির বুকের ওপর। বহুতল তুললাম, কিন্তু পুকুর মুছে দিয়ে। শহরকে আধুনিক করার নেশায় আমরা ভুলে গেলাম যে কংক্রিটেরও সীমা আছে। মাটি শুধু জমি নয়; মাটি একটি জীবন্ত ব্যবস্থা। সে বৃষ্টির জলকে নিজের ভিতরে গ্রহণ করে, ভূগর্ভস্থ জলস্তরকে পুনরুজ্জীবিত করে। কিন্তু যখন সেই মাটির শরীর কংক্রিটের আবরণে ঢেকে যায়, তখন বৃষ্টির জল আর মাটিতে নামতে পারে না। ফলে বর্ষায় জল জমে যায়, আর গ্রীষ্মে জল হারিয়ে যায়। আমরা যেন

নিজেরাই বৃষ্টির জলকে বিদায় জানাই, তারপর গরমের দিনে তার জন্য হাহাকার করি।

আজকের জল সংকটের আর একটি বড় কারণ আমাদের ভোগবাদী মানসিকতা। আমরা এমনভাবে জল ব্যবহার করি যেন তার কোনও শেষ নেই। শহরের বহু এলাকায় প্রতিদিন লক্ষ-লক্ষ লিটার জল অপচয় হয়। পাইপলাইনের ফুটো দিয়ে জল বেরিয়ে যায়, অকারণে কল খোলা থাকে, গাড়ি ধোয়া হয়, সুইমিং পুল ভরা হয়। অথচ সেই শহরেরই অন্য প্রান্তে মানুষ জলভর্তি ট্যাঙ্কারের অপেক্ষায় ঘণ্টার পর ঘণ্টা দাঁড়িয়ে থাকে। এই বৈপরীত্য কেবল অর্থনৈতিক নয়, নৈতিকও। কারণ জল কোনও বিলাসিতা নয়; জল মানুষের মৌলিক অধিকার।

কৃষিক্ষেত্রেও পরিস্থিতি উদ্বেগজনক। দেশের বহু অঞ্চলে এমন ফসল চাষ করা হচ্ছে, যার জন্য বিপুল পরিমাণ জলের প্রয়োজন। ভূগর্ভস্থ জল অনবরত তুলে সেই চাহিদা মেটানো হচ্ছে। প্রথমে মনে হয় সমস্যা নেই। জল তো পাওয়া যাচ্ছে। কিন্তু প্রকৃতি কখনও ঋণ মাফ করে না। বছরের পর বছর ধরে যে জলস্তর নেমে যাচ্ছে, তার ফল একদিন না একদিন সামনে আসবেই। আজ বহু অঞ্চলে সেই বাস্তবতা স্পষ্ট। গভীর নলকূপও আর আগের মতো জল দিচ্ছে না। কোথাও-কোথাও ভূমিধসের আশঙ্কাও বাড়ছে। আমরা যেন এমন এক ব্যাংক থেকে ক্রমাগত টাকা তুলছি, যেখানে জমা দেওয়ার কথা ভুলে গিয়েছি।

এই সংকটের সবচেয়ে করুণ দিক হল, এর সবচেয়ে বড় মূল্য দিতে হচ্ছে সেই মানুষদের, যাদের দোষ সবচেয়ে কম। গ্রামের কৃষক বৃষ্টির অভাবে ফসল হারাচ্ছেন। আবার অতিবৃষ্টিতে সেই ফসলই ভেসে যাচ্ছে। একদিকে খরা, অন্যদিকে বন্যা;দু'দিক থেকেই আঘাত আসছে। শহরের দিনমজুর, রিকশাচালক, ছোট দোকানদারও একইভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছেন। জল জমে গেলে অফিসের কাজ হয়তো পিছিয়ে যায়, কিন্তু দিনমজুরের সংসারে সেদিনের ভাতটুকুও অনিশ্চিত হয়ে পড়ে। জল সংকট তাই শুধু পরিবেশগত সমস্যা নয়; এটি সামাজিক ন্যায়বিচারেরও প্রশ্ন।

আমরা প্রায়ই জলকে পরিবেশের বিষয় হিসেবে দেখি। কিন্তু বাস্তবে জল খাদ্য নিরাপত্তা, জনস্বাস্থ্য, কৃষি, শিল্প, অর্থনীতি এবং জাতীয় নিরাপত্তার সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। জল ছাড়া খাদ্য উৎপাদন সম্ভব নয়। জল ছাড়া শিল্পকারখানা চলতে পারে না। জল ছাড়া শহর বাঁচে না। ভবিষ্যতের পৃথিবীতে জলকে কেন্দ্র করে নতুন সংঘাতের আশঙ্কা উড়িয়ে দেওয়া যায় না। ইতিমধ্যেই বিভিন্ন রাজ্যের মধ্যে নদীর জল নিয়ে বিরোধ দেখা যায়। জনসংখ্যা বাড়বে, চাহিদা বাড়বে, কিন্তু জলসম্পদ তো সীমিত। ফলে এই সংকট কেবল বর্তমানের নয়; ভবিষ্যতেরও।

তবু আশার জায়গা রয়েছে। কারণ সমস্যার উৎস মানুষ হলে, সমাধানের ক্ষমতাও মানুষের মধ্যেই থাকে। প্রথমেই আমাদের উন্নয়নের ধারণাকে নতুন করে ভাবতে হবে। উন্নয়ন মানে শুধু উঁচু ভবন, প্রশস্ত রাস্তা বা ঝকঝকে নগরায়ণ নয়। উন্নয়ন মানে এমন একটি ব্যবস্থা, যেখানে প্রকৃতি এবং মানুষের মধ্যে ভারসাম্য বজায় থাকে। যে শহর নিজের বৃষ্টির জল ধরে রাখতে পারে না, তাকে স্মার্ট সিটি বলা যায় না। যে গ্রাম তার পুকুর ও জলাশয় হারিয়ে ফেলেছে, তাকে উন্নত বলা কঠিন।

বৃষ্টির জল সংরক্ষণকে বাধ্যতামূলক করতে হবে। পুকুর, দিঘি, খাল ও জলাভূমিকে পুনরুজ্জীবিত করতে হবে। কৃষিক্ষেত্রে জল ব্যবহারের দক্ষতা বাড়াতে হবে। ড্রিপ সেচ, মাইক্রো সেচ এবং অঞ্চলভিত্তিক ফসল নির্বাচনকে গুরুত্ব দিতে হবে। শহরের জল সরবরাহ ব্যবস্থাকে আধুনিক করতে হবে, অপচয় কমাতে হবে, ব্যবহৃত জলের পুনর্ব্যবহার বাড়াতে হবে। তবে শুধু সরকারি উদ্যোগ যথেষ্ট নয়। নাগরিকদেরও জল ব্যবহারের সংস্কৃতি বদলাতে হবে। কারণ একটি খোলা কল বন্ধ করা থেকে শুরু করে একটি বাড়িতে বৃষ্টির জল সংরক্ষণ;প্রতিটি ছোট পদক্ষেপই বড় পরিবর্তনের ভিত্তি।

সভ্যতার ইতিহাস বারবার প্রমাণ করেছে যে জলকে সম্মান করতে না পারলে কোনও সমাজ দীর্ঘদিন টিকে থাকতে পারে না। নদীর তীরে সভ্যতার জন্ম হয়েছে, আবার জলের অভাবেই বহু সভ্যতা হারিয়েও গেছে। আজ ভারতও এক গুরুত্বপূর্ণ সন্ধিক্ষণে দাঁড়িয়ে। সামনে দুটি পথ খোলা। একটি পথ আমাদের আরও গভীর সংকটের দিকে নিয়ে যাবে। অন্যটি আমাদের শেখাবে প্রকৃতির সঙ্গে সহাবস্থানের নতুন দর্শন।

সবশেষে প্রশ্নটি খুব সরল। আমরা কেমন উন্নয়ন চাই? এমন উন্নয়ন, যেখানে বহুতল থাকবে কিন্তু পানীয় জল থাকবে না? এমন উন্নয়ন, যেখানে বর্ষার জল নর্দমায় প্রবেশ করে নষ্ট হবে আর গ্রীষ্মে মানুষ তৃষ্ণার্ত থাকবে? নাকি এমন উন্নয়ন, যেখানে প্রতিটি নাগরিকের জন্য নিরাপদ ও পর্যাপ্ত জল নিশ্চিত হবে?

ভবিষ্যৎ প্রজন্ম একদিন হয়তো আমাদের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করবে; নদী ছিল, বৃষ্টি ছিল, প্রযুক্তি ছিল, জ্ঞান ছিল; তবু তোমরা কেন জলের সংকট তৈরি করলে? সেদিন যেন আমাদের কাছে উত্তর থাকে। কারণ উন্নয়নের প্রকৃত পরিমাপ কংক্রিটের উচ্চতায় নয়, মানুষের জীবনের মানে। আর সেই জীবনের অন্যতম ভিত্তি হল জল। ভবিষ্যতের সমৃদ্ধির পথ শেষ পর্যন্ত জল দিয়েই

সাধারণ কৃষক পরিবার থেকে উঠে রাজ্যের মন্ত্রী দিবাকর ঘরামি

নিজস্ব প্রতিবেদন, সোনামুখী: সাধারণ কৃষক পরিবারে জন্ম ও বেড়ে ওঠা। স্বাভাবিক ভাবেই আজন্ম যোগ মাটির সঙ্গে। ২০২১ সালে সোনামুখী বিধানসভা থেকে জয়লাভের পরেও একদিনের জন্যেও মাটির সঙ্গে সেই যোগ ছিন্ন হয়নি। সাধারণ সেই কৃষক পরিবার থেকে উঠে এসে আজ রাজ্যের মন্ত্রী দিবাকর ঘরামি। স্বাভাবিক ভাবেই আনন্দ উচ্ছ্বাসে মাতোয়ারা গোটা পরিবার। তাঁকে ঘিরে চড়ছে এলাকার মানুষের প্রত্যাশার পারদও।

বাঁকুড়ার সোনামুখী বিধানসভার দামোদর নদ তীরবর্তী কুরুমপুর গ্রামে জন্ম দিবাকর ঘরামির। ১৯৪৭ সালে দেশ স্বাধীন হওয়ার ১৯৪৭ সালে দেশ স্বাধীন হওয়ার পরে পরেই তাঁর দাদু ও ঠাকুমাকে বরিশালের বাড়ি ছেড়ে চলে আসতে হয়েছিল এ দেশে। ঘুরতে ঘুরতে ঠাঁই হয়েছিল বাঁকুড়ার সোনামুখী ব্লকের দামোদর নদের তীরে কুরুমপুর গ্রামে। সেখানেই জন্ম দিবাকর ঘরামির। উদ্বাস্তু পরিবারে অভাবের সংসারে জন্ম হওয়ায় ছোট থেকেই সঙ্গী ছিল দারিদ্র। কৃষক পরিবারের দিবাকর ঘরামি নিজের দৈনন্দিন জীবনের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে রয়েছে চাষাবাদ। ২০২১সালের বিধানসভা নির্বাচনে সোনামুখী বিধানসভা থেকে জয়লাভ করে বিধায়ক হওয়ার পরেও জমির সাথে ছিন্ন হয়নি নিজের যোগ। এখনও নিত্যদিন তিনি মাঠে যান। প্রতিদিন সকালে মাঠে গিয়ে ফসলের পরিচর্যা করা তাঁর দৈনন্দিন রুটিন। এবারও তাঁকে দল টিকিট দিলে সদাহাস্য দিবাকর ঘরামির জয়ে কোনও বাধাই আর বাধা হয়ে ওঠেনি। আজ তিনিই ঠাঁই পেলেন রাজ্যের মন্ত্রীসভায়। স্বাভাবিক ভাবেই তাঁর এই মন্ত্রী হিসাবে শপথ নেওয়ার ঘটনায় খুশি দিবাকর ঘরামি ও তাঁর পরিবার। স্বাধীনতার পর এই প্রথম সোনামুখী বিধানসভা থেকে জিতে কেউ মন্ত্রী হওয়ায় স্বাভাবিক ভাবেই দিবাকর ঘরামিকে ঘিরে বাড়ছে প্রত্যাশার পারদ।

এসবিআই টার্মিনাস বিল্ডিং শাখা (১৪৫২৮)
নিউ টাউন, উত্তর ২৪ পরগনা, পিন: ৭০০১৫৬
ই-মেল: sbi.14528@sbi.co.in

স্বর্ণ অলংকার বিক্রির নোটিশের সংশোধনী

উল্লেখ্য স্বর্ণ অলংকার নিলাম বিক্রির নোটিশ **শ্রী সুবিমল দাস** -এর স্বর্ণ দফা সম্পর্কিত যা **একদিন** পত্রিকার **২০.০৫.২০২৬** সংস্করণে প্রকাশিত হয় এন.আই. অ্যাক্টে ছুটির কারণে **২৮.০৫.২০২৬** তারিখে নিলাম সংঘটিত হয়নি এবং পরবর্তী নিলাম তারিখ **০৯.০৬.২০২৬** ঘোষণা করা হয়েছে। বিজ্ঞাপনের বাকি অংশ অপরিবর্তিত থাকছে। অসুবিধার কারণে দুঃখিত।

তারিখ : ০২.০৬.২০২৬ — অনুমোদিত অফিসার
স্থান : নিউ টাউন — স্টেট ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়া

বিন্দাওয়ালা বানিজ্য লিঃ
CIN: L67120WB1981PLC033799
রেজিস্টার্ড অফিস : কক্ষ নং ২১৪, ২য় ফ্লোর, ৬৪, হেমন্ত বসু সরণি, কলকাতা- ৭০০০০১
ই-মেল : info@bindawala.com, **যোগাযোগ নং :** ০৩৩-৪০০৩-০৯০৯

৩১ মার্চ, ২০২৬ তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিক এবং বর্ষের নিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফলের সারাংশ

ক্র. নং	বিবরণ	ত্রৈমাসিক সমাপ্ত মার্চ ৩১, ২০২৬	ত্রৈমাসিক সমাপ্ত ডিসেম্বর ৩১, ২০২৫	ত্রৈমাসিক সমাপ্ত মার্চ ৩১, ২০২৫	বর্ষ সমাপ্ত মার্চ ৩১, ২০২৬	বর্ষ সমাপ্ত মার্চ ৩১,২০২৫
		নিরীক্ষিত	অনিরীক্ষিত	নিরীক্ষিত	নিরীক্ষিত	নিরীক্ষিত
১	মোট আয় কার্যাদি থেকে (নিট)	৭৯.৬৪	৮০.৯২	১৬৯.২৭	৩০৬.৬১	২৩৭.২৯
২	নিট লাভ/(ক্ষতি) সময়কালের জন্য (কর, ব্যতিক্রমী এবং/বা অসাধারণ দফা পূর্ব)	১০.৪০	২১.৯২	(০.২১)	১৬.২৫	৫১.৮৬
৩	নিট লাভ/(ক্ষতি) সময়কালের জন্য কর পূর্ব (ব্যতিক্রমী এবং/বা অসাধারণ দফা পরবর্তী)	১০.৪০	২১.৯২	(০.২১)	১৬.২৫	৫১.৮৬
৪	নিট লাভ/(ক্ষতি) সময়কালের জন্য কর পরবর্তী (ব্যতিক্রমী এবং/বা অসাধারণ দফা পরবর্তী)	(০.১১)	২১.৫৪	(১১.০৩)	৬.২৬	৪১.০৪
৫	মোট ব্যাপক আয় সময়কালের জন্য [এই সময়ের লাভ/(ক্ষতি) (কর পরবর্তী) এবং অন্যান্য ব্যাপক আয় (কর পরবর্তী)]	(৮.২৭)	১৪.৩৫	(৪২.৫২)	১৬.৪২	৮৪.০২
৬	ইক্যুইটি শেয়ার মূলধন (ফেস ভ্যালু প্রতিটি ১০/- টাকার)	৬৪.০০	৬৪.০০	৬৪.০০	৬৪.০০	৬৪.০০
৭	সংরক্ষণ (পূর্ব বর্ষের ব্যালান্সসীটে প্রদর্শিতমতো পুনর্মূল্যায়ন সংরক্ষণ ব্যতীত)				৬৭৯.০১	৬৬২.৫৯
৮	শেয়ার প্রতি আয় (১০/- টাকা প্রতিটি) ১. মৌলিক :	(০.০২)	৩.৩৭	(১.৭২)	০.৯৮	৬.৪১
	২. মিশ্রিত :	-০.০২	৩.৩৭	-১.৭২	০.৯৮	৬.৪১

দ্রষ্টব্য :
১ উপরোক্তটি সেবি (লিস্টিং অ্যান্ড আদার ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেন্টস) রেগুলেশনস, ২০১৫ -এর রেগুলেশন ৩৩ অধীনে স্টক এক্সচেঞ্জে ফাইল করা নিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফলের সম্পূর্ণ ফরম্যাটের সারাংশ। ত্রৈমাসিক/বার্ষিক আর্থিক ফলাফলের সম্পূর্ণ ফরম্যাট উপলব্ধ সিএসই লিমিটেডের ওয়েবসাইট www.cse-india.com এবং কোম্পানির ওয়েবসাইট www.bindawala.com -তে।
২ উপরোক্ত অনিরীক্ষিত ফলাফলগুলি নিরীক্ষা কমিটি দ্বারা পর্যালোচনা করা হয়েছে এবং ২৯ মে, ২০২৬ তারিখে অনুষ্ঠিত পরিচালনা পর্ষদের সভায় অনুমোদিত হয়েছে।

বিন্দাওয়ালা বানিজ্য লিমিটেড -এর পক্ষে
স্বা/-
ভগবান দাস বিন্দাওয়ালা
ম্যানেজিং ডিরেক্টর
DIN : 00342639

স্থান : কলকাতা
তারিখ: ২৯.০৫.২০২৬

ঝাড়গ্রামের দুই বিধায়ক মন্ত্রী নয়াগ্রামে মিষ্টি বিতরণ, উল্লাস

নিজস্ব প্রতিবেদন, ঝাড়গ্রাম: রাজ্যের নতুন মন্ত্রিসভায় স্থান পেলেন ঝাড়গ্রাম জেলার দুই জনপ্রতিনিধি। দীর্ঘদিনের রাজনৈতিক অভিজ্ঞতা, সাংগঠনিক দক্ষতা এবং সাধারণ মানুষের সঙ্গে নিবিড় যোগাযোগের স্বীকৃতি হিসেবে গোপীবল্লভপুরের বিধায়ক রাজেশ মাহাতো ও নয়াগ্রামের বিধায়ক অমিয় কিস্কুকে গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব দেওয়ায় জেলাজুড়ে খুশির আবহ তৈরি হয়েছে। সোমবার অনুষ্ঠিত শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানে রাজেশ মাহাতো স্বাধীন দায়িত্বপ্রাপ্ত মন্ত্রী এবং অমিয় কিস্কু প্রতিমন্ত্রী হিসেবে শপথ নেন। ঝাড়গ্রাম জেলার দুই বিধায়কের একসঙ্গে মন্ত্রিসভায় অন্তর্ভুক্তির খবর প্রকাশ্যে আসতেই জেলার বিভিন্ন প্রান্তে শুরু হয় আনন্দ উদযাপন। সাধারণ মানুষের পাশাপাশি দলীয় কর্মী-সমর্থকদের মধ্যেও দেখা যায় ব্যাপক উৎসাহ ও উদ্দীপনা। নয়াগ্রাম বিধানসভার বিধায়ক অমিয় কিস্কু মন্ত্রী হওয়ার খবর ছড়িয়ে পড়তেই নয়াগ্রাম বাজারে নয়াগ্রাম মণ্ডল বিজেপির সভাপতি পরমেশ্বর মণ্ডলের নেতৃত্বে মিষ্টি বিতরণ কর্মসূচির আয়োজন করা হয়। কর্মী-সমর্থকরা একে অপরকে মিষ্টিমুখ করিয়ে শুভেচ্ছা জানান। আনন্দ-উৎসবে সামিল হন বহু স্থানীয় বাসিন্দাও। অমিয় কিস্কুর বাড়িতেও উৎসবমুখর পরিবেশের সৃষ্টি হয়। পরিবারের সদস্য, আত্মীয়-স্বজন ও প্রতিবেশীরা শুভেচ্ছা জানাতে ভিড় করেন। এদিকে নয়াগ্রাম বিধানসভার অন্তর্গত গোপীবল্লভপুর-২ ব্লকের নোটা বাজার ও রান্টুয়া বাজারেও উচ্ছ্বাসে মেতে ওঠেন বিজেপি কর্মী-সমর্থকরা। নয়াগ্রাম পাঁচ মণ্ডলের বিজেপি সভাপতি তাপস সুঁইয়ের নেতৃত্বে বিজয় মিছিল বের হয়। মিছিল ঘিরে কর্মীদের মধ্যে ছিল বাড়তি উৎসাহ। আতশবাজি ফাটিয়ে এবং মিষ্টি বিতরণ করে মন্ত্রী হওয়ার আনন্দ উদযাপন করা হয়। রাজনৈতিক মহলের একাংশের মতে,

জঙ্গলমহলের গুরুত্বপূর্ণ জেলা হিসেবে ঝাড়গ্রামের দুই বিধায়কের মন্ত্রিসভায় স্থান পাওয়া জেলার উন্নয়নের ক্ষেত্রে নতুন সম্ভাবনার দ্বার খুলে দিতে পারে। দীর্ঘদিন ধরে পরিকাঠামো, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, সেচ ও কর্মসংস্থানের মতো বিভিন্ন ক্ষেত্রে যে চাহিদা রয়েছে, তা পূরণে এই প্রতিনিধিত্ব গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে বলেই আশা করছেন জেলার মানুষ। দলীয় কর্মী-সমর্থকদের দাবি, রাজেশ মাহাতো ও অমিয় কিস্কুর অভিজ্ঞতা এবং এলাকার মানুষের সঙ্গে দীর্ঘদিনের সম্পর্ক আগামী দিনে প্রশাসনিক কাজকে আরও গতিশীল করবে। জেলার দুই জনপ্রতিনিধির এই সাফল্যকে ঝাড়গ্রামের জন্য গর্বের মুহূর্ত বলেই মনে করছেন অনেকে।

রাতের অন্ধকারে ত্রিপল ও শীতবস্ত্র সরানোর অভিযোগ

নিজস্ব প্রতিবেদন, জামুড়িয়া: জামুড়িয়া বিধানসভার অন্তর্গত পড়াশিয়া গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় শনিবার গভীর রাতে বিপুল পরিমাণ ত্রিপল ও শীতবস্ত্র বোঝাই একটি গাড়িকে ঘিরে ব্যাপক উত্তেজনার সৃষ্টি হয়। স্থানীয় বাসিন্দাদের অভিযোগ, পড়াশিয়া গ্রাম পঞ্চায়েতের তৃণমূলের প্রধান অনিতা ঘোষের বাড়ি থেকে গাড়িতে করে ত্রিপল ও শীতবস্ত্র সরিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করা হচ্ছিল। বিষয়টি নজরে আসতেই রবিবার সকালে এলাকাবাসীরা গাড়িটি আটকায় এবং ঘটনাস্থলে ভিড় জমে যায়। সোমবার এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে পড়াশিয়া পঞ্চায়েত সমিতির কর্মাধ্যক্ষ উদীপ সিং-এর বাড়ি ঘেরাও করে স্থানীয় লোকজন। গ্রামবাসীদের দাবি, দীর্ঘদিন ধরে সাধারণ মানুষের জন্য বরাদ্দ সামগ্রী অনৈতিক ভাবে মাধ্যমে অন্যত্র সরিয়ে নেওয়া হচ্ছিল। শনিবার রাতে সেই ধরনের একটি ঘটনাই হাতেনাতে ধরা পড়েছে বলে তাদের অভিযোগ। স্থানীয় বাসিন্দারা জানান, গাড়িতে থাকা ত্রিপল ও শীতবস্ত্রের উৎস এবং সেগুলি কোথায় নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল, তার সঠিক ব্যাখ্যা দাবি করেন তারা। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছান বিজেপির একাধিক পদাধিকারী ও কর্মী। তারাও ঘটনার নিরপেক্ষ তদন্তের দাবি জানান। অন্যদিকে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় জামুড়িয়া থানার কেন্দা ফাঁড়ির পুলিশ। পুলিশ স্থানীয়দের সঙ্গে কথা বলে পরিস্থিতি শান্ত করার চেষ্টা করে। যদিও এই ঘটনায় পড়াশিয়া গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান বা সংশ্লিষ্টদের পক্ষ থেকে কোনও আনুষ্ঠানিক প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি।

বিনায়ক দামোদর সাভারকরের জন্মজয়ন্তীর কর্মসূচি

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাঁকুড়া: বিনায়ক দামোদর সাভারকরের জন্মজয়ন্তী উপলক্ষকে সামনে রেখে বাঁকুড়ার রায়পুর ব্লকের মণ্ডল কুলি নেতাজি বিদ্যাপীঠে একটি অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। বিনয়ক দামোদর সাভারকরের ছবিতে মাল্যদানের পাশাপাশি তাঁর জীবন ও আদর্শ নিয়ে একটি সেমিনার হয়। এতে প্রায় ১০০ জন যুবক-যুবতী আশেপাশের বিভিন্ন গ্রাম এবং কলেজ থেকে অংশগ্রহণ করেন। এছাড়া এই অনুষ্ঠানের পরে একটি পদযাত্রা আয়োজিত হয়।

আইডিবিআই ব্যাঙ্ক লিমিটেড
রিটেল রিকভারি ডিপার্টমেন্ট, ৪৪, শেক্সপীয়র সরণি, ৩য় তল, কলকাতা, পিন - ৭০০০১৭,
মোবাইল নং - ৭৯৮০৯২০২৫৩ এবং ৮২৫০২৬৬৩৯৭
ওয়েবসাইট : www.idbibank.in CIN : L65190MH2004GOI148838

পরিশিষ্ট - IV (রুল -৮(১)
দখল নোটিশ
(স্থাবর সম্পত্তির জন্য)

যেহেতু, নিম্নস্বাক্ষরকারী, আইডিবিআই ব্যাংক লি. -এর অনুমোদিত কর্মকর্তা হিসাবে, সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ (২০০২ এর ৫৪)-এর অধীনে এবং সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস ২০০২-এর ৩ নং বিধির সাথে পঠিত ধারা ১৩(১২)-এর অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতা প্রয়োগ করে, নিম্নোক্ত অ্যাকাউন্টগুলির বিপরীতে উল্লিখিত তারিখে দাবি নোটিশ জারি করেছি, যেখানে ঋণগ্রহীতা/সহ-ঋণগ্রহীতা/জামিনদারদেরকে উক্ত নোটিশ প্রাপ্তির তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে দাবি নোটিশে উল্লিখিত পরিমাণ অর্থ, তার উপর আরোপিত অতিরিক্ত সুদ, খরচ এবং চার্জসহ পরিশোধ করার জন্য আহ্বান জানানো হয়েছে।
ঋণগ্রহীতা/সহ-ঋণগ্রহীতা/জামিনদারগণ অর্থ পরিশোধ করতে ব্যর্থ হওয়ায়, এতদ্বারা বিশেষত ঋণগ্রহীতা/সহ-ঋণগ্রহীতা/জামিনদারগণকে এবং সাধারণভাবে জনসাধারণকে জানানো যাচ্ছে যে, নিম্নস্বাক্ষরকারী, সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২-এর ৮ নং বিধির সাথে পঠিত আইনের ১৩ ধারার উপধারা (৪)-এর অধীনে তাকে/তাকে প্রদত্ত ক্ষমতা প্রয়োগ করে, পরবর্তীতে উল্লিখিত তারিখে নিম্নে বর্ণিত সম্পত্তিসমূহের দখল গ্রহণ করেছেন।
বিশেষত ঋণগ্রহীতা/সহ-ঋণগ্রহীতা/জামিনদারগণকে এবং সাধারণভাবে জনসাধারণকে এতদ্বারা সতর্ক করা হচ্ছে যে, তারা যেন উক্ত সম্পত্তিসমূহের সাথে কোনো প্রকার লেনদেন না করেন এবং উক্ত সম্পত্তির সাথে যেকোনো লেনদেনের জন্য আইডিবিআই ব্যাংক লিমিটেড উক্ত বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত পরিমাণ অর্থসহ অতিরিক্ত সুদ, খরচ এবং চার্জ আরোপ করবে।
ঋণগ্রহীতা/সহ-ঋণগ্রহীতা/জামিনদারগণের অবগতির জন্য জানানো হচ্ছে যে ২০০২ এর ১৩ ধারার উপধারা (৮) এর সংস্থান অধীনে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে বকেয়া পরিমাণ আদায় দিয়ে জামিনদত্ত সম্পত্তি উদ্ধার করতে পারেন।

ক্রম নং	১. ঋণগ্রহীতাগণ/ সহ-ঋণগ্রহীতাগণের নাম ২. অ্যাকাউন্ট নাম্বার	১. দাবি নোটিশের তারিখ ২. দখলের তারিখ ৩. বকেয়া পরিমাণ	স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ
১	১) প্রিয়াঙ্কা দাস (ঋণগ্রহীতা) এবং অসীম কু দাস (সহ ঋণগ্রহীতা) ২) ২২১৪৬৭৫১০০০০১০৪৫, ২২১৪৬৭৫১০০০০১০৫২, ২২১৪৬৭৫১০০০০১০৬৯ [illegible]	১. ২০.০৩.২০২৬ ২. ৩০.০৫.২০২৬ ৩. ২২,৭৭,৯৮৭.০৪ টাকা (বাইশ লাখ সাতাত্তর হাজার নশো সাতাশি টাকা এবং চার পয়সা) ১০.১২.২০২৫ অনুযায়ী বকেয়া (০৯.১২.২০২৫ পর্যন্ত সুদ সহ)	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ স্বয়ংসম্পূর্ণ বসবাসের টাইলস এর মেঝে সাউথ ব্লক, দক্ষিণ পশ্চিম মুখী চিহ্নিত ফ্ল্যাট নং "ডি", ৫মতলে, পরিমাপ সুপার বিল্ট আপ এরিয়া ৭৫০ বর্গফুট কমবেশি, ২ বেড রুম, ১ লিভিং রুম, ১ কিচেন,২ টয়লেট এবং ব্যালকনি, লিফট সুবিধা সহ এবং অবিভক্ত সম্পত্তির যথাযথ ভাগ অংশ অন্যান্য সুবিধা এবং পরিষেবা ভোগ দখলের অধিকার সহ একতলায় নাম সাধক রামপ্রসাদ মাল্টিপ্লেক্স, অবস্থিত বাস্তু জমি পরিমাপ এরিয়া মোট এরিয়া ১৭ কাঠা বা ১২২৪০ বর্গফুট বা ২৮.০৫ ডেসিমেল [illegible]
২	সূর্য কান্ত ঘোষ (ঋণগ্রহীতা) এবং প্রশান্ত ঘোষ (সহ ঋণগ্রহীতা) [illegible]	১. ১৩.০৩.২০২৬ ২. ৩০.০৫.২০২৬ ৩. [illegible]	[illegible]
৩	শ্রী নব কুমার দাস (ঋণগ্রহীতা এবং বন্ধকদাতা) এবং শ্রীমতি মনীষা দাস (সহ ঋণগ্রহীতা) ২) ১৪৬৯৬৭৫১০০০০১২৭৪, ১৪৬৯৬৭৫১০০০০১২৮১ এবং ১৪৬৯৬৭৫১০০০০১২৯৮	১. ২০.০৩.২০২৬ ২. ৩০.০৫.২০২৬ ৩. [illegible] টাকা ([illegible] হাজার চারশ তিরানব্বই টাকা এবং পঁয়ত্রিশ পয়সা) ১০.০১.২০২৬ অনুযায়ী বকেয়া (০৯.০১.২০২৬ পর্যন্ত সুদ সহ)	[illegible] দাগ নং ৫২৩৩/৭৩৩৩, ওয়ার্ড নং ৭, বসিরহাট পুরসভা অধীন, হোল্ডিং নং ৫৮১/৪৭১, থানা : বসিরহাট, জেলা : উত্তর ২৪ পরগনা, তদস্থিত সকল সুবিধা এবং অধিকার এবং পরিষেবা ভোগ দখলের অধিকার সহ ভবনে এবং সম্পত্তিতে, চৌহদ্দি : উত্তরে : কল্যাণ ঘোষ। দক্ষিণে : অক্ষয় কুমার দাস এবং মহাদেব দাস । পূর্বে : চারুবালা ঘোষ। পশ্চিমে : ৬ ফুট চওড়া পাকা রোড এবং বসিরহাট নিউ রোড।

তারিখ : ০২.০৬.২০২৬ স্থান : কলকাতা — স্বা/- অনুমোদিত অফিসার

এসবিআই এইচএলসি ব্যারাকপুর (৬৪০৭৬)
৬৬, ব্যারাক রোড, পোঃ-ব্যারাকপুর, জেলা- ২৪ পরগনা (উত্তর), কলকাতা - ৭০০১২০,
ইমেল আইডি : sbi.64076@sbi.co.in

পরিশিষ্ট IV [রুল ৮(১)]
দখল নোটিশ
(স্থাবর সম্পত্তির জন্য)

ঋণ অ্যাকাউন্ট নং ৪২৪৪৩৬৬৯৪৭৫ (এইচবিএল) ৪২৪৪৩৯৪৪৭৯৩ (সুরক্ষা লোন)

যেহেতু
নিম্নস্বাক্ষরকারী, 'সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিন্যান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২' (২০০২ সালের ৩ নং আইন) -এর অধীনে এবং 'সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২'-এর রুল ৩ -এর সাথে পঠিত ১৩(১২) ধারার অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে **স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, এইচএলসি ব্যারাকপুরের** অনুমোদিত আধিকারিক হিসেবে **১৯.০৩.২০২৬** তারিখে একটি দাবি নোটিশ জারি করে, উক্ত নোটিশে ঋণগ্রহীতা **নাসিম আখতার আনসারী (ঋণগ্রহীতা), প্রযত্নে মহঃ নিজামুদ্দিন আনসারী, ঠিকানা: ফ্ল্যাট নং ৪/এইচ, ৪র্থ ফ্লোর (দক্ষিণ দিক), স্বামী বিবেকানন্দ অ্যাপার্টমেন্ট, ব্লক - সি-২, হোল্ডিং নং ২০-জে, পোঃ ও থানা- টিটাগড়, জেলা- উত্তর ২৪ পরগনা, পিন- ৭০০১১৯** -কে নোটিশ প্রাপ্তির তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে নোটিশে উল্লিখিত বকেয়া অর্থ অর্থাৎ **১৯.০৩.২০২৬ তারিখ অনুযায়ী ১১,৫১,৩৮৮.০০ টাকা (এগারো লক্ষ একান্ন হাজার তিনশত অষ্টআশি টাকা মাত্র)** এবং সেই সাথে অদ্যাবধি অর্জিত সুদ এবং আনুষঙ্গিক ব্যয় ও খরচ পরিশোধ করার জন্য আহ্বান জানানো হয়েছিল।
ঋণগ্রহীতা উক্ত অর্থ পরিশোধ করতে ব্যর্থ হওয়ায়, এতদ্বারা বিশেষভাবে ঋণগ্রহীতা/জামিনদারকে এবং সাধারণ জনগণকে অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে যে, নিম্নস্বাক্ষরকারী উক্ত আইনের ধারা ১৩(৪) -এর অধীনে এবং উক্ত নিয়মের রুল ৮ ও ৯ -এর সাথে পঠিত ক্ষমতা প্রয়োগ করে **২০২৬ সালের জুন মাসের এই ১ম দিনে** নিচে বর্ণিত সম্পত্তির দখল গ্রহণ করেছেন।
বিশেষভাবে ঋণগ্রহীতা/জামিনদার এবং সাধারণ জনগণকে এতদ্বারা সতর্ক করা হচ্ছে যে, তারা যেন এই সম্পত্তির সাথে কোনোরূপ লেনদেন না করেন এবং সম্পত্তির সাথে যেকোনো প্রকার লেনদেন **১৯.০৩.২০২৬ তারিখ অনুযায়ী ১১,৫১,৩৮৮.০০ টাকা (এগারো লক্ষ একান্ন হাজার তিনশত অষ্টআশি টাকা মাত্র)** মূলধনের জন্য **স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, এইচএলসি ব্যারাকপুরের** বন্ধকী দায়ের অধীনস্থ থাকবে, যার সাথে অদ্যাবধি অর্জিত সুদ এবং পরবর্তী হালনাগাদ সুদ, আনুষঙ্গিক ব্যয়, খরচ ও অন্যান্য মাশুল যুক্ত হবে।
ঋণগ্রহীতাগণের-এর দৃষ্টি আকর্ষণ করা হচ্ছে অ্যাক্টের সেকশন ১৩-র সাব-সেকশন (৮) -এর বন্দোবস্তে, প্রাপ্তব্য সময়ের ব্যাপারে, সুরক্ষিত পরিসম্পতের দায়মুক্ত হতে।

স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ

সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল একটি সম্পূর্ণ **ফ্ল্যাট নং ৪/এইচ** যা **'স্বামী বিবেকানন্দ অ্যাপার্টমেন্ট'** নামক বহুতল ভবনের চতুর্থ ফ্লোরে অবস্থিত, যার কভার্ড এরিয়া **৩৯৭ বর্গফুট** এবং সুপার বিল্ট আপ এরিয়া **৫৬৬ বর্গফুট,** যার মধ্যে রয়েছে ১টি বেডরুম, ১টি ডাইনিং, ১টি ড্রয়িং, ১টি রান্নাঘর, ১টি টয়লেট, ১টি ব্যালকনি, সঙ্গে মোট **৮ (আট) কাঠা ১৪ (চোদ্দ) ছটাক** জমির আনুপাতিক অবিভক্ত অংশ সহ, যা এল.আর. খতিয়ান নং ৫ ১ ৭১ ও ৫ ১৭২ এর অধীনে, অন্তর্গত মৌজা - টিটাগড়, জে.এল. নং ০৫, রে. সু. নং ২৬, তৌজি নং ১০৯১, ওয়ার্ড নং ৪-এ অবস্থিত, এস.এস. পথ, হোল্ডিং নং ২০, টিটাগড় পৌরসভার অধীনে, পোঃ - টিটাগড়, থানা - টিটাগড়, জেলা- উত্তর ২৪ পরগনা, পশ্চিমবঙ্গ- ৭০০১১৯ এবং ব্যারাকপুরের অতিরিক্ত জেলা সাব-রেজিস্ট্রারের কার্যালয়ের সীমানার মধ্যে অবস্থিত, **যার চৌহদ্দি হল:- উত্তরে-** ফ্ল্যাট নং ৪/জি, ৪/১, লিফট এবং সিঁড়ি, **দক্ষিণে-** মুক্ত আকাশ, **পূর্বে-** ফ্ল্যাট নং ৪/জি, **পশ্চিমে-** ৭ ফ্ল্যাট নং - ৪/১।

তারিখ: ০১.০৬.২০২৬ — অনুমোদিত অফিসার,
স্থান: টিটাগড়, উত্তর ২৪ পরগনা — স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া

পাঞ্জাব নেশনাল ব্যাঙ্ক punjab national bank

সার্কেল অফিস : মুর্শিদাবাদ, জেনারেল সার্ভিসেস অ্যাডমিনিস্ট্রেশন ডিভিশন
টেলিফোন এক্সচেঞ্জ বিল্ডিং (৪র্থ তল) ক্যান্টনমেন্ট রোড
জেলা : মুর্শিদাবাদ, পিন : ৭৪২১০১, www.pnbindia.in

বিও জঙ্গিপুর (১৫৮৪২০) শাখার স্থানান্তর নোটিশ

এতদ্বারা বিজ্ঞাপিত হচ্ছে যে, নিম্নে সারণিতে উল্লিখিত আমাদের অফিসগুলি থেকে ব্যাঙ্কের কাজকর্ম সম্ভাব্য **১৫.০৭.২০২৬ তারিখ** থেকে পরিচালিত হওয়ার জন্য সকল সহযোগীশাখাগলিকে জানানো হচ্ছে।

শাখা স্থানান্তরিত হবে	ব্যাংকিং কাজকর্ম সম্পন্ন হবে হইতে/ ব্যবসা স্থানান্তরিত হবে (স্থানান্তরিত শাখা)	স্থানান্তরিত শাখার ঠিকানা	স্থানান্তরিত শাখার যোগাযোগ নং	স্থানান্তরের আনুমানিক তারিখ
বিও : জঙ্গিপুর (১৫৮৪২০)	বিও : জঙ্গিপুর (১৫৮৪২০)	গ্রাম - মহাবীরতলা পো - জঙ্গিপুর মুর্শিদাবাদ ৭৪২২১৩	৯৭৯৩০৮৬৩৮৭ ৮০০১১১৮৪৬১	১৫.০৭.২০২৬

এই বিষয়ে সৃষ্ট অসুবিধার জন্য দুঃখিত

তারিখ ০১.০৬.২০২৬
স্থান মুর্শিদাবাদ — ডিওয়াই. সার্কেল হেড

টিটাগড় রেল সিস্টেমস লিমিটেড
CIN : L27320WB1997PLC084819
রেজিস্টার্ড অফিস : পোদ্দার পয়েন্ট, ১১৩ পার্ক স্ট্রিট, ১১তম তল, কলকাতা-৭০০০১৬
টেলিফোন : (০৩৩) ৪০১৯ ০৮০০; ফ্যাক্স : (০৩৩) ৪০১৯ ০৮২৩
ইমেল আইডি : investors@titagarh.in; ওয়েবসাইট : www.titagarh.in

শেয়ারহোল্ডারদের প্রতি গুরুত্বপূর্ণ তথ্য

১. **৩১ মার্চ, ২০২৬ তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিক এবং বার্ষিক নিরীক্ষিত একক ও সমন্বিত আর্থিক ফলাফলের বিবরণী।**

৩১ মার্চ, ২০২৬ তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিক এবং বার্ষিক নিরীক্ষিত একক ও সমন্বিত আর্থিক ফলাফল ("আর্থিক ফলাফল") অডিট কমিটি দ্বারা পর্যালোচনা করা হয়েছে এবং অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে, ৩০ মে, ২০২৬ তারিখে অনুষ্ঠিত কোম্পানির পরিচালনা পর্ষদের নিজ নিজ সভায় এটি অনুমোদিত হয়েছে।

আর্থিক ফলাফলের সম্পূর্ণ ফরম্যাটটি স্টক এক্সচেঞ্জের ওয়েবসাইট **www.bseindia.com** এবং **www.nseindia.com**-এ এবং কোম্পানির ওয়েবসাইট অর্থাৎ **www.titagarh.in**.investor > Financial Results > ২০২৫-২০২৬-এর অধীনে পাওয়া যাবে। কিউআর কোড স্ক্যান করে এটি দেখা যাবে।

দ্রষ্টব্য উপরের বিজ্ঞপ্তিটি সেবি (লিস্টিং অবলিগেশনস অ্যান্ড ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেন্টস) রেগুলেশনস, ২০১৫ এর রেগুলেশন ৩৩ এবং রেগুলেশন ৪৭(১) অনুসারে দেওয়া হয়েছে।

২. **ভৌত সিকিউরিটিজ হস্তান্তর এবং ডিম্যাটেরিয়ালাইজেশনের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা**

শেয়ারহোল্ডারদের এতদ্বারা জানানো যাচ্ছে যে, ৩০ জানুয়ারী, ২০২৬ তারিখের সেবি সার্কুলার নং HO/38/13/11(2)2026-MIRSD-POD/1/3750/2026 অনুসারে, ভৌত শেয়ারের হস্তান্তর অনুরোধ পুনরায় দাখিলের সুবিধার্থে বিশেষ উইন্ডোটি ৫ ফেব্রুয়ারী, ২০২৬ থেকে ৪ ফেব্রুয়ারী, ২০২৭ পর্যন্ত এক বছরের জন্য বর্ধিত করা হয়েছে। এই সুবিধাটি সেইসব হস্তান্তর দলিলের জন্য উপলব্ধ, যা ১ এপ্রিল, ২০১৯-এর পূর্বে দাখিল করা হয়েছিল, কিন্তু নথিপত্র/প্রক্রিয়া/বা অন্য কোনো ত্রুটির কারণে প্রত্যাখ্যাত/ফেরত/উপস্থিত হয়নি।

পূর্বোক্ত সময়কালে যথাযথভাবে অনুমোদিত এবং পুনরায় দাখিল করা সমস্ত হস্তান্তর অনুরোধ ট্রান্সফার-কাম-ডিম্যাট-মোডের মাধ্যমে প্রক্রিয়া করা হবে, অর্থাৎ হস্তান্তরের পরে শেয়ারগুলি শুধুমাত্র ডিম্যাটেরিয়ালাইজড আকারে ইস্যু করা হবে। দাখিলকারী(দের) অবশ্যই একটি ডিম্যাট অ্যাকাউন্ট থাকতে হবে এবং আমাদের রেজিস্ট্রার টু ইস্যু এবং শেয়ার ট্রান্সফার এজেন্ট(আরটিএ)-এর কাছে হস্তান্তরের জন্য নথি জমা দেওয়ার সময় হস্তান্তর নথি(গুলি), শেয়ার সার্টিফিকেট(গুলি) এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় নথি(গুলি)-র সাথে ক্লায়েন্ট মাস্টার লিস্ট (সিএমএল) প্রদান করতে হবে।

যোগ্য শেয়ারহোল্ডারদের কোম্পানির আরটিএ অর্থাৎ মহেশ্বরী ডেটামেটিক্স প্রা লি -এর সাথে তাদের ইমেল আইডি contact@mdplcorporate.com-এ যোগাযোগ করতে অথবা প্রয়োজনীয় কাগজপত্র তাদের অফিসে, ঠিকানা ২৩, আর এন মুখার্জি রোড, ৬ষ্ঠ, কলকাতা - ৭০০ ০০১-এ পাঠাতে অনুরোধ করা হচ্ছে।

৩. **১০০ দিনের প্রচারাভিযান -"সক্ষম নিবেশক" ১৫ এপ্রিল ২০২৬ থেকে ৯ জুলাই ২০২৬**

ইনভেস্টরস এডুকেশন অ্যান্ড প্রোটেকশন ফান্ড অথরিটি (আইইপিএফএ) সেইসব শেয়ারহোল্ডারদের কাছে পৌঁছানোর জন্য ১ এপ্রিল ২০২৬ থেকে ৯ জুলাই ২০২৬ পর্যন্ত দ্বিতীয় ১০০ দিনের প্রচারাভিযান - "সক্ষম নিবেশক" শুরু করেছে, যাদের লভ্যাংশ অপ্রদেয় /দাবিহীন রয়েছে এবং যাদের নো ইয়োর কাস্টমারস (কেওয়াইসি) ও অন্যান্য বিবরণ আপডেট করা হয়নি।

এরই পরিপ্রেক্ষিতে, কোম্পানির যে সকল শেয়ারহোল্ডারের লভ্যাংশ অপ্রদেয় বা দাবিহীন রয়েছে অথবা যাদের কেওয়াইসি তথ্য হালনাগাদ করা হয়নি, তাদেরকে উপরে উল্লিখিত ঠিকানায় কোম্পানির আরটিএ-এর সাথে যোগাযোগ করার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে। বিকল্পভাবে, স্বাক্ষরিত নথি investors@titagarh.in এই ঠিকানায় ইমেল করা যেতে পারে।

৪. **কেওয়াইসি হালনাগাদ করুন এবং ভৌত শেয়ার ডিম্যাট মোডে রূপান্তর করুন**
যেসব শেয়ারহোল্ডার ভৌত আকারে শেয়ার ধারণ করছেন, তাঁদেরকে তাঁদের কেওয়াইসি হালনাগাদ করার এবং তাঁদের ভৌত শেয়ার সার্টিফিকেটগুলিকে ডিম্যাটেরিয়ালাইজড ফর্মে (ইলেকট্রনিক ফর্মে) রূপান্তর করার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে। শেয়ারহোল্ডারদের তাঁদের দাবিহীন লভ্যাংশের অর্থ দাবি করার জন্যও অনুরোধ করা হচ্ছে, অন্যথায়, সাত বছর মেয়াদ শেষে উক্ত লভ্যাংশ শেয়ারসহ সময়মতো ইনভেস্টর এডুকেশন অ্যান্ড প্রোটেকশন ফান্ড (আইইপিএফ)-এ স্থানান্তরিত করা হবে।

টিটাগড় রেল সিস্টেমস লিমিটেড-এর পক্ষে
স্বা/-
আদিত্য পুরোহিত
কোম্পানি সেক্রেটারি এবং কমপ্লায়েন্স অফিসার

স্থান : কলকাতা
তারিখ : ৩০ মে, ২০২৬

স্ট্রেসড অ্যাসেটস রিকভারি ব্রাঞ্চ (০৫১৭১) কলকাতা
১২তম তল, জীবনদীপ বিল্ডিং, ১ মিডলটন স্ট্রিট,
কলকাতা - ৭০০০৭১ শাখার ইমেল আইডি : sbi.05171@sbi.co.in

দখল বিজ্ঞপ্তি
পরিশিষ্ট - ৪
[রুল-৮(১)]

সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফাইন্যান্সিয়াল অ্যাসেট অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ এর অধীনে এবং সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২ এর বিধি ৩ এর সাথে পঠিত ধারা ১৩(১২) এর অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতা প্রয়োগ করে এতদ্বারা নোটিশ [illegible] তারিখগুলিতে একটি ডিমান্ড নোটিশ জারি করা হয়েছিল এবং পরবর্তীতে উল্লেখ করা হয়েছে যে নোটিশ [illegible]

[illegible]

তারিখ - ৩০.০৫.২০২৬
স্থান - কলকাতা — অনুমোদিত অফিসার, এসবিআই, এসএআরবি কলকাতা

SKIPPER
স্কিপার লিমিটেড
CIN : L40104WB1981PLC033408
রেজিস্টার্ড অফিস :
৩এ, লাউডন স্ট্রিট, ২য় তল, কলকাতা - ৭০০ ০১৭, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত
কর্পোরেট অফিস :
[illegible]
ইমেল : investor.relations@skipperlimited.com, ওয়েবসাইট : www.skipperlimited.com

বিজ্ঞপ্তি

[illegible]

স্থান : কলকাতা
তারিখ : ০১ জুন, ২০২৬ — স্কিপার লিমিটেডের পক্ষে, স্বা/-, (কোম্পানি সেক্রেটারি এবং কমপ্লায়েন্স অফিসার)

পরিচারিকা থেকে মন্ত্রিত্বের শপথ!

শুভেন্দুর ‘স্পেশ্যাল ৩৫’-এ জায়গা পেলেন কলিতা মাঝি

নিজস্ব প্রতিবেদন, পূর্ব বর্ধমান: পূর্ব বর্ধমান জেলার আউশগ্রামের সাধারণ পরিবার থেকে উঠে আসা কলিতা মাঝি এবার শুভেন্দু অধিকারীর মন্ত্রিসভার সদস্য হলেন। পরিচারিকার কাজ থেকে শুরু করে মন্ত্রীত্বের শপথ। রাজ্যে ঐতিহাসিক জয়ের পর মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর নেতৃত্বে গঠিত প্রথম বিজেপি সরকারের প্রথম মন্ত্রিসভা সম্প্রসারণের প্রক্রিয়া শুরু হয় সোমবার। ক্ষমতা গ্রহণের ঠিক তিন সপ্তাহ পর এদিন রাজভবনে আয়োজিত এক বর্ণাঢ্য অনুষ্ঠানে মোট ৩৫ জন বিজেপি বিধায়ক মন্ত্রী হিসেবে শপথ নেন। রাজ্য প্রশাসন সূত্রে জানা গিয়েছে, এদিন যে সকল বিধায়ক মন্ত্রী হিসাবে শপথ নেন, তাঁদের মধ্যে রয়েছেন ১৩ জন পূর্ণ মন্ত্রী (ক্যাবিনেট পদমর্যাদার ৫ জন স্বাধীন দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রতিমন্ত্রী এবং ১৯ জন প্রতিমন্ত্রী। আর এই ১৯ জন প্রতিমন্ত্রীর তালিকায় সবচেয়ে বড় চমক আউশগ্রামের কলিতা মাঝি যিনি নিজে এক সময় পরিচারিকার কাজ করতেন। শপথ গ্রহণের পরেই সংবাদমাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে তিনি জানান, লড়াইটা কঠিন থাকলেও তিনি তার মত যথাসাধ্য লড়াই করেছেন। মানুষ তাঁকে আশীর্বাদ করেছেন। সেইমত তিনিও মানুষের সেবা করবেন। অন্যদিকে সকাল থেকেই আউশগ্রামের মানুষ ও তার পরিবারের সদস্যরা টিভির পর্দায় চোখ রেখে ছিলেন। কলিতা মাঝি মন্ত্রী হিসেবে শপথ গ্রহণ করতেই একদিকে যেমন পরিবারের সকলেই আনন্দে মেতে ওঠেন।অন্যদিকে এলাকায় গেরুয়া আবির উড়িয়ে চলে মিষ্টি বিতরণ।

পুরুলিয়া থেকে মন্ত্রিত্ব পেলেন নাদিয়ার চাঁদ বাউড়ি

নিজস্ব প্রতিবেদন, পুরুলিয়া: ২০০৬ সালে সিপিআইএমের বিলাসীবালা সহিসের পর ২০২৬ সালে বিজেপির নাদিয়ার চাঁদ বাউড়ি হলেন পুরুলিয়ার পাড়া বিধানসভা কেন্দ্র থেকে প্রতিমন্ত্রী। দীর্ঘ ২০ বছর আগে পুরুলিয়ার এই পাড়া বিধানসভা কেন্দ্র থেকে সিপিআইএমের বিলাসীবালা সহিস বনদপ্তরের প্রতিমন্ত্রী হয়েছিলেন। এবার পুরুলিয়ার সেই পাড়া বিধানসভা কেন্দ্র থেকেই জেলার একমাত্র প্রতিমন্ত্রী হিসাবে শপথ নিলেন পাড়া বিধানসভা কেন্দ্রের বিজেপির বিধায়ক তথা রঘুনাথপুর দু'নম্বর ব্লকের চেলিয়ামা গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত আগুইটাড় গ্রামের বাসিন্দা পেশায় প্রাথমিক শিক্ষক নাদিয়ার চাঁদ বাউড়ি। জঙ্গলমহল পুরুলিয়া থেকে একমাত্র মন্ত্রী হলেন তিনি। চাঁদ বাউড়ি দু'বারের বিধায়ক। দীর্ঘ দিন ধরে এই নেতা দলীয় কর্মীদের কাছে যেমন গ্রহণ যোগ্য, তেমনি প্রশাসনিক মহলেও তাঁর পরিচিতি ও সুসম্পর্ক রয়েছে বলে জানা গেছে। এক সময়ের সিপিআইএমের শক্ত ঘাঁটি বলে পরিচিত ছিল এই পাড়া বিধানসভা কেন্দ্র। রাজ্যে রাজনৈতিক পালাবদলের পর এই কেন্দ্র থেকে জয়ী হয়েছিলেন কংগ্রেস প্রার্থী উমাপদ বাউড়ি। পরে তিনি তৃণমূলে যোগ দেন। ২০২১ সালে তাঁকে পরাজিত করে প্রথম বিধায়ক হন বিজেপির নাদিয়ার চাঁদ বাউড়ি। চলতি নির্বাচনেও তিনি নিজের আসন ধরে রাখতে সক্ষম হন। দলীয় নেতৃত্ববৃন্দদের একাংশের দাবি, পাড়ায় বিজেপির সাংগঠনিক ভিত মজবুত করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছিলেন এই নাদিয়ার চাঁদ বাউড়ি। তার নেতৃত্বেই এলাকায় তৃণমূল ধরাশায়ী হয়েছে। তারই ফলস্বরূপ তিনি জেলা থেকে একমাত্র মন্ত্রী হলেন। সোমবার এই খবর চাউড় হতেই রীতিমতো উচ্ছ্বাসে ভাসেন পাড়া বিধানসভা এলাকার মানুষজন। পুরুলিয়ার রঘুনাথপুর মহকুমার পাড়া বরাবর সিপিএমের শক্ত ঘাঁটি ছিল। তারপর ২০১১ সালে রাজ্যে তৃণমূল ক্ষমতায় এলে ওই বিধানসভায় কংগ্রেস থেকে জিতে বিধায়ক হন উমাপদ বাউড়ি। পরবর্তীকালে তিনি তৃণমূলে যোগ দেন। বাম আমলে এই বিধানসভা থেকেই জয়লাভ করে মন্ত্রী হয়েছিলেন বিলাসীবালা সহিস। ২০০৬ সাল অর্থাৎ ২০ বছর পর ফের মন্ত্রী এই বিধানসভা থেকে প্রতিমন্ত্রী হলেন নাদিয়ার চাঁদ বাউড়ি। পুরুলিয়া জেলা বিজেপির কোর কমিটির সদস্য পাড়ার বিধায়ক নাদিয়ার চাঁদ বাউড়ি তথা এই প্রাথমিক শিক্ষক দীর্ঘদিন ধরে বিজেপির সঙ্গে যুক্ত। তাঁর হাত ধরেই পাড়া এখন বিজেপির শক্ত ঘাঁটি। দল ও প্রশাসনের কাছে তাঁর একটা আলাদা গ্রহণযোগ্যতা ছিল বরাবর। তারই পুরস্কার পেলেন তিনি। বলছে পুরুলিয়া জেলা গেরুয়া শিবির। সোমবার মন্ত্রিসভার সম্প্রসারণের সময় তাকে প্রতিমন্ত্রী হিসাবে শপথ গ্রহণ করতে দেখা যায়। শপথ গ্রহণ করার পর তিনি প্রথম প্রতিক্রিয়া দিয়ে বলেন, ‘দেখুন ২০২৬ বিধানসভা নির্বাচনে পাড়া বিধানসভার মানুষ আমাকে নির্বাচিত করেছে। প্রথমে পাড়া বিধানসভার সবাইকে আমি ধন্যবাদ জ্ঞাপন করে তাদের চরণে কোটি কোটি প্রণাম জানাই। আজ পুরুলিয়া থেকে আমি একমাত্র মন্ত্রী রুপে শপথ নিয়েছি। পুরুলিয়াবাসীকে এবং বঙ্গবাসীকে আশ্বাস দিতে চাই বিগত ১৫ বছরে তৃণমূল সরকার যা যা করতে পারেনি। আমরা তা করে দেখাব।’

রানিগঞ্জে কবরস্থানের জমি দখল করে তৃণমূলের অফিস!

সরব বিজেপি বিধায়ক পার্থ ঘোষ

নিজস্ব প্রতিবেদন, রানিগঞ্জ: সম্প্রতি রানিগঞ্জের বিজেপি বিধায়ক পার্থ ঘোষ অভিযোগ তুলেছেন, রানিগঞ্জের রনাইয়ে আসানসোল পুরনিগমের ৩৫ নম্বর ওয়ার্ডের একটি কবরস্থানের ভেতরে তৃণমূল কংগ্রেসের একটি দলীয় কার্যালয় রয়েছে। বিজেপি বিধায়ক বলেন, ‘এটা অত্যন্ত দুঃখজনক ও আশ্চর্যজনক ঘটনা। তৃণমূল কংগ্রেসের নেতা ও মন্ত্রীরা দাবি করে যে, তাঁদের দল সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের সেবা করে। অথচ তাঁদেরই জমি দখল করে। সেই জমিতে আবার অবৈধভাবে নিজেদের দলীয় কার্যালয়ও নির্মাণ করে।’ বিজেপি বিধায়ক আরও বলেন, ‘বিজেপি এই ধরনের কার্যকলাপ আর সহ্য করবে না। তৃণমূল কংগ্রেসের নেতৃত্বকে তাদের দলীয় কার্যালয়টিকে স্বেচ্ছায় কবরস্থান থেকে সরিয়ে নেওয়ার জন্য বলা হচ্ছে। অন্যথায় প্রশাসন কঠোর ব্যবস্থা নেবে।’ এই বিষয়ে ৩৫ নং ওয়ার্ডের তৃণমূল কংগ্রেসের কাউন্সিলর আখতারি খাতুন বলেন, ‘যদি দলীয় কার্যালয়টি কবরস্থানের জমিতে তৈরি হয়ে থাকে, তবে তা সরিয়ে নিতে আমার কোনও আপত্তি নেই। আমি ব্যক্তিগতভাবে কার্যালয়ের ভেতরে রাখা সমস্ত জিনিসপত্র সরিয়ে নেব এবং বিজেপি বিধায়কের হাতে চাবি তুলে দেব।’ যে জমিতে দলীয় কার্যালয়টি রয়েছে সেটি যে কবরস্থানের জমি, সেই বিষয়ে তিনি অবগত ছিলেন কি না, জানতে চাইলে তৃণমূলের কাউন্সিলর বলেন, ‘এ বিষয়ে আমার কিছু জানা নেই। দলীয় কার্যালয়টি ২০১১ সালের আগে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি (মার্ক্সবাদী) বা সিপিএমের কার্যালয় ছিল। ২০১১ সালের পরিবর্তনের পর থেকে তৃণমূল কংগ্রেসের কার্যালয় হিসেবে ব্যবহার করা হচ্ছে। আমি ২০১৮ সালে টিএমসিতে যোগ দান করেছিলাম। কাউন্সিলর হওয়ার পর থেকে এই দলীয় কার্যালয় থেকেই জনগণের সেবা করে আসছি। যদি দলীয় কার্যালয়টি সত্যিই কবরস্থানের জমিতে হয়ে থাকে, তবে সেটি খালি করে দেওয়া হবে। আমার কাউন্সিলরের মেয়াদ কয়েক মাস বাকি রয়েছে। সেই মাসগুলো নিজের বাড়ি থেকেই জনগণের সেবা করব।’

গ্রেপ্তার পূর্ব বর্ধমানের দুই প্রভাবশালী তৃণমূল নেতা

নিজস্ব প্রতিবেদন, পূর্ব বর্ধমান: রাজ্যে রাজনৈতিক পরিবর্তনের পর থেকেই জেলায় জেলায় দুর্নীতি দমন এবং ভোট-পরবর্তী হিংসা রুখতে কোমর বেঁধে নেমেছে প্রশাসন। একের পর এক হেভিওয়েট নেতার গ্রেপ্তারির তালিকায় এবার যুক্ত হলো পূর্ব বর্ধমান জেলার দুই প্রভাবশালী তৃণমূল নেতার নাম। পুলিশের জালে ধরা পড়েছেন বর্ধমান ১ নম্বর ব্লকের ব্লক সভাপতি মানস ভট্টাচার্য এবং রায়ান ১ নম্বর অঞ্চলের সভাপতি জামাল শেখ। এলাকায় ব্যাপক রাজনৈতিক দাপট ও প্রভাব থাকা সত্ত্বেও শেষ রক্ষা হয়নি তাদের। গোপন সূত্রে খবর পেয়ে অভিযান চালিয়ে পুলিশ দুই দাপুটে নেতাকে আটক করে। যদিও এই দুই নেতাকে ঠিক কী অভিযোগে বা কোন অভিযোগে গ্রেপ্তার করা হয়, সে বিষয়ে পুলিশের তরফ থেকে কোনও তথ্য পাওয়া যায় নি। এর আগেও এই দুই নেতা মানুষ ভট্টাচার্য ও শেখ জামালের বিরুদ্ধে নানা অভিযোগ উঠে এসেছিল এলাকাবাসীদের তরফ থেকে। ভোট-পরবর্তী হিংসা ২০২১ এবং ২০২৪ সালের নির্বাচন-পরবর্তী সময়ে এলাকায় যে অশান্তি ও হিংসাত্মক ঘটনা ঘটেছিল, তার পেছনে এই দুই নেতার উসকানি বা যোগসূত্র ছিল বলে নানা অভিযোগ উঠেছিল। তৃণমূলের অন্দরেও এই জোড়া গ্রেপ্তারির পর তীব্র চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে।

বিদ্যুৎ বিপর্যয়ের জের, রাজ্য সড়ক অবরোধ

নিজস্ব প্রতিবেদন, বালুরঘাট: তীব্র লোডশেডিং এবং লো-ভোল্টেজের জেরে নাকাল জনজীবন। দীর্ঘদিনের বিদ্যুৎ বিভ্রাটের প্রতিবাদে সোমবার দুপুরে পথ অবরোধ করে বিক্ষোভে সামিল হলেন স্থানীয় বাসিন্দারা। ঘটনাটি ঘটেছে কুমারগঞ্জ ব্লকের গোপালগঞ্জ এলাকায়। এই পথ অবরোধকে কেন্দ্র করে এদিন এলাকায় সাময়িক উত্তেজনা ছড়ায়। পরে পুলিশ প্রশাসনের আশ্বাসে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আসে। স্থানীয় বাসিন্দাদের সূত্রে জানা গেছে, গোপালগঞ্জ বাজার সংলগ্ন উত্তর বালুপাড়া এলাকায় বিগত প্রায় দুই সপ্তাহ ধরে বিদ্যুতের তীব্র সংকট চলছে। স্থানীয়দের অভিযোগ, দিন-রাত মিলিয়ে ঘন ঘন বিদ্যুৎ সংযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়া এখন নিত্যদিনের বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। এর ওপর দোসর হয়েছে লো-ভোল্টেজের সমস্যা, যার ফলে গৃহস্থালির সাধারণ কাজকর্ম করাও অসম্ভব হয়ে পড়েছে। বিক্ষোভকারীদের দাবি, বিদ্যুৎ দফতরের উদাসীনতার কারণেই আজ তাঁদের রাস্তায় নামতে হয়েছে। বারবার স্থানীয় বিদ্যুৎ দফতরে লিখিত ও মৌখিক অভিযোগ জানানো সত্ত্বেও কোনও স্থায়ী সমাধান মেলেনি। তাঁদের অনুমান, এলাকার ট্রান্সফর্মারটির ওপর ধারণ ক্ষমতার চেয়ে অতিরিক্ত চাপ পড়ার কারণেই এই যান্ত্রিক গোলযোগ ও বিদ্যুৎ বিভ্রাট ঘটছে। কিন্তু প্রশাসন তা সংস্কারে কোনো সদর্থক ভূমিকা নেয়নি। অবরোধের খবর পেয়ে দ্রুত পরিস্থিতি সামাল দিতে এগিয়ে আসে কুমারগঞ্জ থানার পুলিশ।

ক্ষীরপাই বাস ডিপোতে মহিলাদের শুভেচ্ছা বিধায়ক সুকান্ত দোলুইয়ের

নিজস্ব প্রতিবেদন, চন্দ্রকোনা: সরকারের পূর্বঘোষণা অনুযায়ী আজ থেকে সরকারি বাসে মহিলাদের জন্য বিনামূল্যে যাতায়াত পরিষেবা চালু হল। সেই সিদ্ধান্ত কার্যকর হওয়ার প্রথম দিনেই চন্দ্রকোনার ক্ষীরপাই এসবিএসটিসি ডিপোতে মহিলা যাত্রীদের হাতে ফুল ও চকলেট তুলে দিয়ে শুভেচ্ছা জানান চন্দ্রকোনা বিধানসভার বিধায়ক সুকান্ত দোলুই।

বর্তমানে মহিলাদের আধার কার্ড বা ভোটার কার্ড দেখেই বিনা ভাড়ায় যাতায়াতের সুবিধা দেওয়া হচ্ছে। সরকার সূত্রে জানা গিয়েছে, আগামী দিনে এই পরিষেবার জন্য পৃথক পরিচয়পত্র চালু করা হবে। পরিষেবার সূচনা উপলক্ষে ক্ষীরপাই এসবিএসটিসি ডিপোতে উপস্থিত হয়ে বিধায়ক মহিলা যাত্রীদের শুভেচ্ছা জানান এবং তাদের সঙ্গে কথা বলেন। বিধায়ক জানান, ‘আমাদের সরকার যে প্রতিশ্রুতি দেয়, তা অক্ষরে অক্ষরে পালন করে। আজকের এই উদ্যোগ তারই প্রমান।’ বিনা ভাড়ায় যাত্রী পরিষেবা চালুর ফলে মহিলা যাত্রীরা খুবই খুশি।

দুই পূর্ণমন্ত্রী বীরভূমে, খুশির হাওয়া বিজেপি শিবিরে

মৃনালজিৎ গোস্বামী ● সিউড়ি

নতুন করে আশার আলো দেখছে বীরভূম। সোমবার শুভেন্দু অধিকারীর নেতৃত্বে মন্ত্রিসভার সম্প্রসারণ হল লোকভবনে। ৩৫ জন বিজেপি বিধায়ক মন্ত্রিসভায় শপথ নিলেন। বীরভূমে এবার পদ্ম ফুটেছে মোট ১১টি আসনের মধ্যে ছ'টিতে জয় ছিনিয়ে নিয়েছে তাঁরা আর তারই পুরস্কার হিসেবে নতুন মন্ত্রিসভায় বীরভূমের দু'জন বিধায়ক পূর্ণ মন্ত্রী হিসেবে শপথ নিলেন। বিজেপির তরুণ তুর্কি সিউড়ির বিধায়ক জগন্নাথ চট্টোপাধ্যায় এবং বীরভূম বিজেপির প্রধান লড়াকু নেতা ময়ূরেশ্বর বিধানসভার বিধায়ক দুধ কুমার মণ্ডল পূর্ণ মন্ত্রী হিসেবে শপথ নেওয়ায় খুশির হাওয়া বিজেপি শিবিরে, খুশি জেলার মানুষও। জেলা থেকে দুইজন মন্ত্রী হওয়ার খবরে সিউড়িতে বিজেপি কর্মী, সমর্থকরা রাস্তায় মিষ্টি হাতে পথ চলতি মানুষকে গেরুয়া আবির দেন, মিষ্টি খাওয়ান। খুশির হাওয়া দুই মন্ত্রীর বাড়িতেও, পাড়াতেও।

সোমবার কলকাতা লোক ভবনে ৩৫ জন নতুন মন্ত্রী হিসেবে শপথ গ্রহণ করায় পশ্চিমবঙ্গ মন্ত্রিসভার একটি বড় সম্প্রসারণ ঘটলো। রাজ্যপাল আর এন রবি শপথ বাক্য পাঠ করানোর মধ্য দিয়ে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর অধীনে মন্ত্রিসভার সদস্য সংখ্যা বেড়ে ৪১ এ দাঁড়িয়েছে। যার মধ্যে ১৩ জন ক্যাবিনেট মন্ত্রী, ৩ জন স্বাধীন দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রতিমন্ত্রী এবং ১৯ জন প্রতিমন্ত্রী। বিজেপি বিধায়ক স্বপন দাশগুপ্ত, জগন্নাথ চট্টোপাধ্যায়, দুধকুমার মণ্ডল, দীপক বর্মণ, মনোজ কুমার ওরাওঁ, গৌরী শঙ্কর ঘোষ, অর্জুন সিং, তাপস রায়, সারস্বত মুখার্জি, কল্যাণ চক্রবর্তী, অজয় পোদ্দার, অনুপ কুমার দাস এবং ডঃ শঙ্কর ঘোষ সোমবার শুভেন্দু অধিকারী সরকারের ক্যাবিনেট মন্ত্রী হিসেবে শপথ নিয়েছেন। বিধায়ক রাজেশ মাহাতো, ইন্দ্রনীল খান এবং মালতি রাভা রায় প্রতিমন্ত্রী (স্বতন্ত্র দায়িত্ব) হিসাবে শপথ নিয়েছেন। এবং বিজেপি বিধায়ক শান্তনু প্রামাণিক, পূর্ণিমা চক্রবর্তী, উমেশ রাই, জয়েল মুর্মু, অশোক দিন্ডা, আনন্দময় বর্মণ, কৌশিক চৌধুরী, গার্গী দাস ঘোষ, ভাস্কর ভট্টাচার্য, হরে কৃষ্ণ বেরা, কলিতা মাঝি ,আমিয়া কিস্কু ,বিরাজ বিশ্বাস, দিবাকর ঘরামি, চাঁদ বাউড়ি, মৌমিতা বিশ্বাস মিশ্র, দীপঙ্কর জানা, বিশাল লামা এবং সুমনা সরকার রাজ্য মন্ত্রী হিসেবে শপথ নিয়েছেন।

জেলবন্দি অসিতের খোঁজ নিতে থানায় গেলেন সাংসদ রচনা

নিজস্ব প্রতিবেদন, হুগলি: দলের দুর্দিনে জেলবন্দি অসিতের খোঁজ নিতে থানায় চলে গেলেন চুঁচুড়ার তৃণমূল সাংসদ রচনা বন্দ্যোপাধ্যায়। প্রাক্তন বিধায়ক অসিত মজুমদারের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক কখনই মসৃণ ছিল না। তিনি নিজেও সে কথা অস্বীকার করেন না। জানালেন, জেলে যাওয়ার অনুমতি ছিল না। তাই থানায় গিয়ে প্রবীণ তৃণমূল নেতার খোঁজ নিয়েছেন। সাংসদ বলেন, ‘প্রাক্তন বিধায়কের সঙ্গে আমার সম্পর্ক ভালো না। মতবিরোধ রয়েছে। কিন্তু দল যখন সমস্যায়, আমি তখন বিচার করব না, কে আমাকে কটূ কথা বলেছে।’ গত শনিবার সোনারপুরে দলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপর হামলার ঘটনার প্রতিবাদে বিক্ষোভ দেখাতে গিয়ে চুঁচুড়ায় গ্রেপ্তার হয়েছেন অসিত-সহ তৃণমূলের বেশ কয়েক জন। তাঁরা বর্তমানে জেল হেফাজতে। যখন দলীয় নেতাকর্মীদের পাশে না দাঁড়ানোর অভিযোগে দলের শীর্ষ নেতৃত্ব প্রতিদিন বিদ্ধ হচ্ছেন, সেই আবহে রচনার অসিতের পাশে দাঁড়ানোর বার্তা অনেকেরই নজর কেড়েছে। সাংসদ বলেন, ‘আমি ওঁদের সঙ্গে আছি। আগামী দিনে যাতে ওঁরা বিপদে না পড়েন, সেটাও দেখার দায়িত্ব আমার।’ অধিকাংশ বিধায়কের গরহাজিরার কারণে রবিবার কালীঘাটে দলনেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ডাকা বৈঠক বাতিল হয়ে গিয়েছে। তা নিয়েও রচনা বলেন, ‘দিদি এখন প্রাক্তন হতে পারেন। কিন্তু উনি আমাদের নেত্রী। যখন ডাকবেন, নিশ্চয়ই যাব।’

সরকারি ত্রাণ দলীয় কার্যালয়ে ফেলে রাখায় ধৃত তৃণমূল নেতা

নিজস্ব প্রতিবেদন, পূর্ব বর্ধমান: কালনা দু'নম্বর ব্লকের সিঙ্গারকোন তৃণমূল পার্টি অফিসে রাখা ছিল ত্রাণের সামগ্রী। সেগুলি বিতরণ না করে নিজেদের কাছে রাখার অভিযোগে গ্রেপ্তার হলেন কালনা দু'নম্বর ব্লক তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি প্রণব রায়। ধৃতকে সোমবার দুপুরে তোলা হয় কালনা মহকুমা আদালতে। আদালতে যাওয়ার পথে সংবাদমাধ্যমের প্রশ্নের উত্তরে তিনি জানান, ‘এটি রাজনৈতিক প্রতিহিংসা ছাড়া আর কিছু না। মুখ্যমন্ত্রী যেভাবে গ্রামে পাকা বাড়ি দিয়েছে, গ্রামে ত্রিপলের চাহিদা কমেছে।’ একই সাথে ট্রাই সাইকেল এবং হ্যান্ডিক্রাফট-এর যে সামগ্রিক উদ্ধার হয়েছে, সে প্রসঙ্গে তিনি বলেন, ‘প্রাক্তন এমপি এলাকায় ক্যাম্প করেছিলেন, যেসকল প্রতিবন্ধীরা সার্টিফিকেট নিতে আসতেন, সারা বছরই তাঁদের কাগজ দেখে দেওয়া হতো।’ অন্যদিকে তাকে কোর্টে তোলার সময় তাকে ঘিরে ‘চোর চোর’ স্লোগান দিতে দেখা যায় বিজেপি কর্মীদের। এই ঘটনায় আদালত চত্বরে ছড়ায় উত্তেজনা।

বলাগড়ের মেয়ে সুমনা সরকার স্থান পেলেন রাজ্যের মন্ত্রিসভায়

নিজস্ব প্রতিবেদন, হুগলি: একুশের নির্বাচনের আগে মুকুল রায়ের হাত ধরে বিজেপির পথে হাঁটেন। কংগ্রেস পরিবারের মেয়ে। বাবা ছিলেন কংগ্রেসের বিধায়ক, ভাই তৃণমূলের। তিনিও একটা সময়ে তৃণমূলই করতেন। ২০২১ সালে দুর্গাবাহিনীতে যোগ দেন তিনি। আজ বছর চল্লিশের বলাগড়ের মেয়ে সুমনা সরকারের ঠাঁই হয়েছে শুভেন্দু অধিকারীর মন্ত্রিসভায়। তিনি প্রতিমন্ত্রীর দায়িত্ব পেয়েছেন, তবে কোন দপ্তরের, তা এখনও সামনে আসেনি। এবারের মন্ত্রিসভায় এমন অনেকেই মন্ত্রী হয়েছেন, যাঁরা প্রথমবার ভোটে লড়েছেন আর জিতেই সরাসরি মন্ত্রী। তবে মন্ত্রিসভার চমকপ্রদ মুখের মধ্যে একজন সুমনা সরকার। ২০১০ সালে এমএ পাশ করেছেন, সেই অর্থে বয়স তাঁর চল্লিশের কোঠায়। একেবারে ঝকঝকে এক তরুণী। বলাগড়ের ভূমিকন্যা। বলাগড়ের সোমরাবাজারে বাড়ি। একেবারে রাজনৈতিক পরিবারের মেয়ে। বাবা বীরেন সরকার কংগ্রেসের বিধায়ক ছিলেন। তবে মেয়ে সুমনা ও তাঁর ভাই তৃণমূলের আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে তৃণমূল করা শুরু করেন। বাবার কাছ থেকেই রাজনীতি ও বলাগড়কে হাতের তালুর মতো চেনেন। ২০১০ সালে রবীন্দ্র ভারতী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইতিহাসে স্নাতক হন তিনি। ছাত্রজীবন থেকেই তিনি রাজনীতি করেন। ২০১৮'র সমসাময়িক সময়ে মুকুল রায়ের সঙ্গে তিনি বিজেপির দুর্গাবাহিনীতে যোগ দেন। এবারের নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করলেন ৪২ হাজার ভোটে জিতেছেন। আর বিধায়িক হয়েই তিনি সরাসরি মন্ত্রী। বললেন, ‘মানুষের কাজই করতে চেয়েছিলাম। দল আমাকে এত বড় সম্মান দিল। এর থেকে বেশি আর পাওয়ার কী রয়েছে!’

লাইসেন্সহীন পিস্তল-সহ ধৃত ত্রিবেণীর তৃণমূল কর্মী

নিজস্ব প্রতিবেদন, হুগলি: হুগলির ত্রিবেণীর সেই ‘সমাজসেবী’ দেবরাজ পাল ওরফে দেবুর বাড়ি ও হোটেলে রবিবার গভীর রাতে কেন্দ্রীয় বাহিনীকে সঙ্গে নিয়ে তল্লাশি চালাল মগড়া থানার পুলিশ। তিনি তৃণমূল কর্মী। অবশ্য নিজেকে ‘সমাজসেবী’ বলতেই পছন্দ করেন। লাইসেন্সহীন পিস্তল-সহ গ্রেফতার করা হল ‘সমাজসেবী’ ওই তৃণমূল কর্মীকে। দেবরাজের গ্রেফতারিতে খুশি স্থানীয় বাসিন্দারা। তাঁদের অভিযোগ, সমাজসেবার নামে মানুষকে ভয় দেখিয়ে জমি দখল, তোলাবাজি করতেন দেবরাজ। ত্রিবেণীর কালীতলায় বাড়ি দেবরাজ পালের। স্থানীয় বাসিন্দাদের বক্তব্য, এলাকার তৃণমূলের বড় নেতাদের সঙ্গে ওঠাবসা ছিল তাঁর। মানুষকে ভয় দেখিয়ে জমি দখল, পুকুর ভরাট, তোলাবাজির অভিযোগ রয়েছে তাঁর বিরুদ্ধে। যদিও নিজেকে সমাজসেবী বলতে ভালোবাসেন এই তৃণমূল কর্মী। তাঁর বিরুদ্ধে এক যুবককে খুনের অভিযোগ রয়েছে। সেই অভিযোগে বছর কয়েক আগে জেলেও গিয়েছিলেন। জেল থেকে বেরিয়ে আবার তৃণমূলের হয়ে কাজ শুরু করেন। বিধানসভা নির্বাচনে তৃণমূলের পরাজয়ের পর এলাকা ছাড়া ছিলেন দেবু। বাড়ি ফিরতেই গ্রেপ্তার করা হল তাঁকে। আগের দিন রাতে কেন্দ্রীয় বাহিনীকে সঙ্গে নিয়ে মগড়া থানার পুলিশ দেবুর বাড়ি, হোটেল ও গাড়িতে তল্লাশি চালায়।

একটি লাইসেন্সহীন পিস্তল ও এক রাউন্ড কার্তুজ উদ্ধার করে পুলিশ। উল্লেখ্য, কয়েকদিন আগে সপ্তগ্রামের বিজেপি বিধায়ক স্বরাজ ঘোষ কালীতলায় এসে বেআইনি কাজের বিরুদ্ধে সরব হয়েছিলেন। নিশানা করেছিলেন দেবরাজকে। পুলিশ তাঁকে গ্রেফতার করে নিয়ে যাওয়ার পথে দেবরাজ বলেন, ‘আমি রাজনীতির শিকার হলাম। আমি তৃণমূল করি। তাই, বিজেপির তরফে ফাঁসানো হল। স্বরাজ ঘোষ অনেক কিছু বলে গিয়েছিলেন। একটা কিছু প্রমাণ করতে পারবেন না।’

বর্ধমানের মহিলাদের বিনামূল্যে বাস পরিষেবা

নিজস্ব প্রতিবেদন, পূর্ব বর্ধমান: রাজ্যের মহিলাদের সুবিধার্থে মুখ্যমন্ত্রীর সাম্প্রতিক ঘোষণার পরই তৎপর প্রশাসন ও স্থানীয় জনপ্রতিনিধিরা। সোমবার থেকে পূর্ব বর্ধমানের নবাবহাট বাস স্ট্যান্ডে আনুষ্ঠানিকভাবে চালু হয় মহিলাদের জন্য সম্পূর্ণ বিনামূল্যে বাস সার্ভিস। সোমবার এই জনকল্যাণমুখী পরিষেবার ফিতে কেটে শুভ সূচনা করলেন গলসি বিধানসভার বিধায়ক রাজু পাত্র। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বিধায়ক রাজু পাত্র জানান, মহিলাদের সুবিধার্থে এবং মহিলাদের স্বনির্ভর ও গতিশীল করতে এই পরিষেবা আগামীদিনে আরও বাড়ানো হবে। মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশকে সামনে রেখেই জেলার মহিলাদের যাতায়াত আরও সহজ এবং স্বাচ্ছন্দ্যময় করে তুলতে এই উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। নবাবহাট বাসস্ট্যান্ড থেকে শুরু হওয়া এই পরিষেবা আগামীদিনে জেলার প্রতিটি প্রান্তে ছড়িয়ে দেওয়া হবে। এই পরিষেবা চালু হওয়ায় খুশি এলাকার সাধারণ মহিলারা। নিত্যযাত্রী থেকে শুরু করে কর্মরত মহিলারা সকলেই এই সিদ্ধান্তকে সাধুবাদ জানিয়েছেন।

মহিলাদের বিনামূল্যে সরকারি বাস পরিষেবার সূচনা করলেন দুই বিধায়ক

নিজস্ব প্রতিবেদন, আরামবাগ: মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর নির্দেশে সোমবার থেকে রাজ্যজুড়ে মহিলাদের জন্য বিনামূল্যে সরকারি বাস পরিষেবা চালু হলো। রাজ্যের অন্যান্য এলাকার পাশাপাশি আরামবাগেও এদিন এই পরিষেবার আনুষ্ঠানিক সূচনা করা হয়। আরামবাগ ডিপো থেকে পরিষেবার উদ্বোধন করেন আরামবাগের বিজেপি বিধায়ক হেমন্ত বাগ এবং পুড়শুড়ার বিজেপি বিধায়ক বিমান ঘোষ। এই উপলক্ষ্যে ডিপো চত্বরে একটি সংক্ষিপ্ত অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। উপস্থিত ছিলেন পরিবহণ দপ্তরের আধিকারিক, বাস কর্মী, বিজেপি নেতৃত্ব এবং এলাকার বহু সাধারণ মানুষ। জানা গিয়েছে, এই প্রকল্পের মাধ্যমে রাজ্যের মহিলারা সরকারি বাসে সম্পূর্ণ বিনামূল্যে যাতায়াতের সুযোগ পাবেন। কর্মজীবী মহিলা, ছাত্রী, গৃহবধূ থেকে শুরু করে বিভিন্ন শ্রেণির মানুষ এই পরিষেবার সুবিধা পাবেন। বিশেষ করে গ্রামীণ এলাকার মহিলাদের জন্য এই উদ্যোগ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করছেন অনেকে। প্রতিদিন কর্মস্থল, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, হাসপাতাল বা অন্যান্য প্রয়োজনে যাতায়াতের ক্ষেত্রে আর ভাড়ার জন্য অতিরিক্ত অর্থ ব্যয় করতে হবে না। ফলে তাঁদের আর্থিক সাশ্রয়ের পাশাপাশি যাতায়াতও আরও সহজ হবে। আরামবাগের বিধায়ক হেমন্ত বাগ বলেন, ‘মহিলাদের যাতায়াত আরও সহজ, নিরাপদ ও স্বনির্ভর করে তুলতেই এই উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। এটি শুধুমাত্র একটি পরিবহণ প্রকল্প নয়, মহিলাদের সামাজিক ও অর্থনৈতিক ক্ষমতায়নের ক্ষেত্রেও একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ। সাধারণ মানুষের সুবিধার কথা মাথায় রেখে আগামী দিনে আরামবাগ ডিপোতে আরও বেশি বাস পরিষেবা চালু করার জন্য আমরা নিরন্তর চেষ্টা চালিয়ে যাব। যাতে এলাকার মানুষ আরও উন্নত এবং আধুনিক পরিবহণ পরিষেবা পান।’ এদিন প্রথম দিনের পরিষেবায় বহু মহিলা যাত্রী উৎসাহের সঙ্গে বাসে ওঠেন। আরামবাগের বাসিন্দা শিখা দাস নামে এক গৃহবধূ বলেন, ‘আমাদের মতো সাধারণ মানুষের জন্য এই পরিষেবা খুবই উপকারী। প্রায় প্রতিদিনই বিভিন্ন কাজে বাসে যাতায়াত করতে হয়। এখন আর ভাড়া নিয়ে ভাবতে হবে না। এতে সংসারের খরচও কিছুটা কমবে। সরকারের এই সিদ্ধান্তকে আমরা স্বাগত জানাই।’

ফের পিছিয়ে গেল দেশে বর্ষা প্রবেশের দিনক্ষণ

নয়াদিল্লি, ১ জুন: খাতায়-কলমে দেশের মূল ভূখণ্ডে বর্ষা প্রবেশ করার কথা ১ জুন, সোমবার। কেরলের মধ্যে দিয়ে দেশের মূল ভূখণ্ডে বর্ষা প্রবেশ করে। সেখানে এখনও দেখা নেই তার। ভারতীয় মৌসম ভবন (আইএমডি) এখনও পর্যন্ত যে পূর্বাভাস দিয়েছে, তাতে দেখা যাচ্ছে ৩ জুনের আগে দেশে দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমী বায়ুর প্রবেশের সম্ভাবনা নেই। আবহবিদদের একাংশ মনে করছেন, এ বছর দেশে বর্ষা প্রবেশ করতে পারে ৩ জুনেরও পরে।

এই নিয়ে চলতি বছরে তিন বার দেশে বর্ষার আগমনের দিনক্ষণ পিছিয়ে যাওয়ার পূর্বাভাস দিল আইএমডি। প্রথমে মনে করা হয়েছিল, এ বছর সময়ের আগে, ২৬ মে কেরলে বর্ষা প্রবেশ করবে। তার পরে সেই দিনক্ষণ পিছিয়ে মৌসম ভবন জানায়, ২৮ মে কেরলে বর্ষা প্রবেশ করতে পারে। পরে সেই আগমনের দিন আবার পিছিয়ে যায়। পূর্বাভাস ছিল, ১ জুন, নির্ধারিত দিনেই ভারতের মূল ভূখণ্ডে বর্ষা প্রবেশ করতে পারে। এ বার তা-ও হল না।

কেরলের মধ্যে দিয়ে দেশের মূল ভূখণ্ডে প্রবেশ করে দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমী বায়ু। তার পরে উত্তরের দিকে এগোয়। জুনের শেষ বা জুলাইয়ের শুরুতে সারা দেশে আগমন ঘটে বর্ষার। তিনটি অবস্থা একসঙ্গে হতে দেখলে দেশে বর্ষা প্রবেশ করেছে বলে ঘোষণা করে মৌসম ভবন, এক, কেরলে যত আবহাওয়া কেন্দ্র রয়েছে, তার ৬০ শতাংশে যদি ধরা পড়ে যে ভাল বৃষ্টি হচ্ছে, দুই, আরব সাগরের উপরে পশ্চিমা বায়ুর গতি যদি নির্ধারিত অঙ্কের বেশি থাকে, তিন, উপগ্রহে যদি দেখা যায়, আকাশে যথেষ্ট মেঘ রয়েছে।

আবহবিদেরা বলছেন, কেরল উপকূলে পশ্চিমা বায়ু এখনও যথেষ্ট দুর্বল। কেরল এবং লক্ষদ্বীপের বাতাসে জলীয় বাষ্প রয়েছে। বিক্ষিপ্ত ভাবে বৃষ্টিও হচ্ছে। কিন্তু বর্ষা এসেছে বলে বলা যাবে না। মৌসম ভবন বলছে, বঙ্গোপসাগরের উপরে একটি ঘূর্ণাবর্ত রয়েছে। সে কারণে বর্ষার উপযুক্ত পরিবেশ তৈরি হচ্ছে না। বর্ষাকে মূল ভূখণ্ডে ঠেলে পাঠায় যে বাতাস, তাকে বিক্ষিপ্ত, দুর্বল করে দিচ্ছে ওই ঘূর্ণাবর্ত। আবহবিদদের মতে, ১ জুন থেকে সেই বাতাস শক্তিশালী হতে থাকবে। ক্রমে তা বর্ষাকে ঠেলেঠুলে পাঠাবে মূল ভূখণ্ডের দিকে। তবে এখনও যা অবস্থা, তাতে দেশে বর্ষার আগমনের দিনক্ষণ নিশ্চিত করে বলা যাবে না।

যৌন পেশা অপরাধ নয়, সাফ বলল সুপ্রিম কোর্ট

নয়াদিল্লি, ১ জুন: যারা স্বেচ্ছায় যৌন পরিষেবা দেয় বা যৌন কর্মী হিসাবে কাজ করে তাদের কোনওরকম হেনস্তা করা যাবে না। বা তাদের বিরুদ্ধে কোনওরকম অপরাধমূলক মামলাও দিতে পারবে না পুলিশ। নিজের ইচ্ছায় যৌনতাকে পেশা হিসাবে বেছে নেওয়াটা অপরাধ নয়। আরও একবার স্পষ্ট করে দিল সুপ্রিম কোর্ট। তবে অবশ্যই ওই যৌনকর্মীকে প্রাপ্ত বয়স্ক হতে হবে। শীর্ষ আদালতের এই নয়া নির্দেশিকায় দেশের প্রায় ৯ লক্ষ যৌনকর্মী উপকৃত হবেন।

সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি জেবি পারদিওয়ালা এবং বিচারপতি আর মহাদেবনের বেঞ্চ জানিয়ে দিল, কেউ যৌনপেশায় যুক্ত, স্রেফ সেই অজুহাতে তাঁকে হেনস্তা করা যাবে না। বা তাঁর বিরুদ্ধে কোনও মামলা করা যাবে না। অনেক সময় দেখা যায়, যৌনপল্লিতে অভিযানের সময় স্বেচ্ছায় যারা যৌনশ্রম দিচ্ছেন তাঁদেরও হেনস্তা করে পুলিশ। উদ্ধার করে তাঁদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে পুনর্বাসন দেওয়া হয়। বা উদ্ধার করার নামে তাঁকে জোর করে ওই পেশা থেকে সরিয়ে দেওয়া হয়। শীর্ষ আদালত সাফ জানিয়ে দিল, এর কোনওটিই করা যাবে না।

আদালতের সাফ কথা, 'ইমোরাল ট্র্যাফিক (প্রিভেনশন) অ্যাক্টে কোথাও বলা নেই যে প্রাপ্তবয়স্ক ও স্বেচ্ছায় যৌনকর্মে যুক্ত ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে পুলিশ কোনওরকম ব্যবস্থা নিতে পারে। সুপ্রিম কোর্ট জানিয়েছে, পতিতালয় চালানোটা অপরাধ। তেমন কেউ করলে তাঁর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে পারে। কিন্তু যৌনকর্মীর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার ক্ষেত্রে অবশ্যই তাঁর মতামত বেশি গুরুত্ব পাবে। যৌনকর্মীদের উদ্ধার করা বা 'উদ্ধার' বা পুনর্বাসনের ক্ষেত্রে গুরুত্ব দিতে হবে তাদের মতামতকেই।

শ্রেণীবদ্ধ বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন-মোঃ ৯৮৩১৯১৯৭৯১

পূর্ব রেলওয়ে

ওপেন টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং ২২-এসডিএসটিই-এএসএন-২০২৬-২৭, তারিখ ২৯.০৫.২০২৬। সিনিয়র ডিভিশনাল সিগন্যাল ও টেলিকম ইঞ্জিনিয়ার, পূর্ব রেলওয়ে, আসানসোল ডিভিশন, স্টেশন রোড, আসানসোল, পিন-৭১৩৩০১ নিম্নলিখিত কাজের জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করছেনঃ **কাজের নাম/অবস্থান** ঃ "আসানসোল ডিভিশন - আসানসোল ডিভিশনে ক্রুটিপূর্ণ কোয়াড কেবল-এর প্রতিস্থাপন"। **টেন্ডার মূল্যঃ** ২,৮০,৬৮,৯৪৭.৯৯ টাকা। **বায়না মূল্য ঃ** ৫,৬১,৪০০ টাকা। **কাজ শেষ করার সময়সীমা ঃ** এলওএ ইস্যুর তারিখ থেকে ১৮ মাস। **টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময় ঃ** ২২.০৬.২০২৬-এ দুপুর ২টা। **ওয়েবসাইটের বিবরণ ঃ http://www.ireps.gov.in/** (ASN-120/2026-27)
টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।
আমাদের অনুসরণ করুনঃ @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে — টেন্ডার

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং ঃ ইএলইসিটি-সিএইচজি-২৫-২৬-এলডিআরওয়াই-এস-৮, তারিখ ৩০.০৫.২০২৬। ভারতের রাষ্ট্রপতির তরফে সিনিয়র ডিভিশনাল ইলেক্ট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার(জি)/ সাঁতরাগাছি, দঃপূঃ রেলওয়ে, খড়গপুর ডিভিশন, নিম্নলিখিত বিবরণ অনুযায়ী ওয়েবসাইট **www.ireps.gov.in**-এ ই-টেন্ডারিংয়ের মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট যোগ্য ঠিকাদারদের থেকে ওপেন টেন্ডার আহ্বান করছেন। সংশ্লিষ্ট ঠিকাদারদের অনুরোধ করা হচ্ছে কেবলমাত্র অনলাইনে এটির জন্য ওয়েবসাইট **www.ireps.gov.in**-তে আবেদন করতে। এই টেন্ডারের জন্য কোনও অফলাইন টেন্ডার অনুমোদিত হবে না। বিশদ জানতে অনুগ্রহ করে ডকুমেন্ট সেকশনে আপলোড করা টেন্ডার নথি যত্ন সহকারে পড়ুন। **কাজের নাম** ঃ লন্ড্রি বিল্ডিং-সাঁতরাগাছির জন্য বৈদ্যুতিক কাজ। **টেন্ডার মূল্য ঃ** ৮৯,৪২,৬৮৪.৬৩ টাকা। **বায়না রাশি ঃ** ১,৭৮,৯০০ টাকা। **টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময় ঃ** ২৩.০৬.২০২৬ তারিখ সকাল ১০.৩০ মিনিট পর্যন্ত। টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি, নথিপত্র ও অন্য বিবরণ **www.ireps.gov.in**-এ দেওয়া আছে। **(PR-259)**

শিক্ষা মন্ত্রকের ভবনে অগ্নিকাণ্ডে পুড়ে ছাই নথিপত্র

নয়াদিল্লি, ১ জুন নিট প্রশ্নফাঁস নিয়ে দেশজুড়ে ডামাডোলের মাঝেই শিক্ষা মন্ত্রকের ভবনে ভয়ংকর অগ্নিকাণ্ড। সোমবার সকালে দিল্লির আইটিও এলাকায় স্কুল অফ প্ল্যানিং ভবনের দোতলায় অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটে। ঘটনার জেরে ব্যাপক আতঙ্ক ছড়ায় এলাকায়। খবর পেয়ে দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছয় দমকলের ৮টি ইঞ্জিন। ঘটনায় হতাহতের কোনও খবর পাওয়া না গেলেও প্রচুর নথিপত্র পুড়ে গিয়েছে বলে অনুমান করা হচ্ছে।

প্রত্যক্ষদর্শীদের দাবি অনুযায়ী, সোমবার সকালে ভবনের দোতলা থেকে প্রচুর ধোঁয়া বেরতে দেখা যাচ্ছিল। এই ঘটনায় সঙ্গে সঙ্গে খবর দেওয়া হয় দমকল বিভাগে। দিল্লি ফায়ার সার্ভিসের দাবি অনুযায়ী, সকাল ৯টা ৩৭ নাগাদ তারা দুর্ঘটনার খবর পেয়েই ঘটনাস্থলে পাঠানো হয় দমকলের ৮টি ইঞ্জিন। দীর্ঘক্ষনের চেষ্টার পর আগুন নিয়ন্ত্রণে আসে। দুর্ঘটনায় হতাহতের কোনও খবর পাওয়া যায়নি। কীভাবে আগুন লাগল সেটাও স্পষ্ট নয়। দপ্তরে পর্যাপ্ত অগ্নিনির্বাপণ ব্যবস্থা থাকা সত্ত্বেও এই ঘটনা চিন্তা বাড়াচ্ছে। তবে প্রাথমিকভাবে মনে করা হচ্ছে শর্টসার্কিট থেকে আগুন লেগে থাকতে পারে। অগ্নিকাণ্ডের রহস্য জানতে তদন্ত শুরু করেছে দমকল বিভাগ। অগ্নিকাণ্ডের জেরে প্রচুর নথিপত্র পুড়ে গিয়েছে বলে অনুমান করা হচ্ছে।

হেলিকপ্টার দুর্ঘটনায় মৃত্যু ভারতীয় বংশোদ্ভূত পাইলটের

জর্জিয়া, ১ জুন: বিয়ের কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই হেলিকপ্টার দুর্ঘটনায় মৃত্যু হল ভারতীয় বংশোদ্ভূত পাইলটের। দুর্ঘটনাটি ঘটেছে আমেরিকার জর্জিয়া প্রদেশে ডসনভিলে। মৃত যুবকের নাম দাভে ফিজি। 'ডেল্টা এয়ারলাইন্স' উড়ান সংস্থার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন তিনি। বিয়ে করে মধুচন্দ্রিমায় রওনা দিয়েছিলেন নবদম্পতি। সেই সময়ে বিয়ের অনুষ্ঠানস্থলের কাছেই ভেঙে পড়ে হেলিকপ্টার। কী কারণে হেলিকপ্টারটি ভেঙে পড়েছে, তা প্রাথমিক ভাবে স্পষ্ট নয়। দুর্ঘটনায় হেলিকপ্টার চালকেরও মৃত্যু হয়েছে। দাভের স্ত্রী জেসনি জখম অবস্থায় আটলান্টার এক হাসপাতালে ভর্তি রয়েছেন। হেলিকপ্টার দুর্ঘটনার কারণ খতিয়ে দেখতে ইতিমধ্যে তদন্ত শুরু করেছে ন্যাশনাল ট্রান্সপোর্টেশন সেফটি বোর্ড।

ভারতীয় বংশোদ্ভূত ওই যুবকের পরিবারের আদিনিবাস কেরলে। গত শুক্রবার (স্থানীয় সময় অনুযায়ী) ডসনভিল শহরে বিয়ে হয় দাভে এবং জেসনির। প্রায় ৪০০ জন অতিথি আমন্ত্রিত ছিলেন সেখানে। বিয়ের পরে স্ত্রীকে নিয়ে মধুচন্দ্রিমার জন্য রওনা দিয়েছিলেন দাভে। বিয়ের অনুষ্ঠান থেকেই রবিনসন আর ৬৬ হেলিকপ্টারে চেপে রওনা দেন নবদম্পতি। কথা ছিল ওই হেলিকপ্টার তাঁদের ডিক্যাল্ব-পিচট্রি বিমানবন্দর পর্যন্ত ছেড়ে দেবে। কিন্তু তার আগেই ভেঙে পড়ে হেলিকপ্টার। রওনা দেওয়ার কিছুক্ষণের মধ্যেই ডসনভিল শহরের অদূরে একটি জঙ্গলে আছড়ে পড়ে সেটি। দুর্ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় দাভে এবং হেলিকপ্টারের পাইলটের।

হেলিকপ্টার আছড়ে পড়ার পরে জঙ্গলের মধ্যে দুর্ঘটনাস্থল খুঁজে বার করতেও বেশ কিছুটা সময় লেগে যায়। প্রাথমিক ভাবে জানা যাচ্ছে, ভেঙে পড়া হেলিকপ্টারের ধ্বংসস্তূপের নীচে প্রায় ছ'ঘণ্টা আটকে ছিলেন জেসনি। তার পরে উদ্ধারকারী দল তাঁকে সেখান থেকে বার করে এবং হাসপাতালে পাঠানোর ব্যবস্থা করে। দাভের বাবা জর্জ ফিজি জানান, হেলিকপ্টার ওড়ার আগে আবহাওয়া নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছিলেন দাভে। তিনি বলেন, 'আমার ছেলে একজন পাইলট ছিল। ও হেলিকপ্টারের পাইলটকে বলেছিল, এখন তো দৃশ্যমানতা কমে এসেছে। এত কম দৃশ্যমানতায় আমরা কখনওই বিমান ওড়াই না।' কিন্তু হেলিকপ্টারের পাইলট সে সময়ে তাঁকে আশ্বস্ত করেছিলেন যে হেলিকপ্টার বেশি উচ্চতায় উড়বে। ফলে সমস্যা হবে না। তবে কী কারণে এই দুর্ঘটনা ঘটল, তা এখনও স্পষ্ট নয়।

WEST BENGAL AGRO INDUSTRIES CORPORATION LTD.
(A Govt. Undertaking)
Registered Office: 23B, Netaji Subhas Road, 3rd Floor, Kolkata-700001

NIeT- 641(2nd call)/(25-26)/26-27 & NIeT 63 to 70/026-2027
Dated- 01-06-2026

e-Tenders are invited by the Executive Engineer/ General Manager on behalf of West Bengal Agro Industries Corpn. Ltd, 23B, Netaji Subhas Road, 3rd Floor, Kolkata-700001 from bonafide and resourceful Agencies for Civil an Electrical works at Coochbehar, Nadia, Burdwan and Murshudabad District. Tender document may be downloaded from. **http://wbtenders.gov.in** Bid submission start date- **02-06-2026 after 09.00 am.** Bid submission end date- **15-06-2026 upto 3.00 pm.**
Date: 01.06.2026 **Sd/- Executive Engineer/ General Manager**

শ্রেণীবদ্ধ বিজ্ঞাপনের জন্য ত যোগাযোগ করুন-মোবাইল ৯৩৩১০৫৯০৬০/ ৯০০৭২৯৯৩৫৩/

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
PWD TENDER NOTICE
A.E., Rampurhat Highway Sub Division, P.W.(Roads) Dte, Rampurhat, Birbhum invites online Quotation for the work of - NIEQ- 01 (Sl No. 01) Tender ID- Sl No 1) 2026_WBPWD_5014777_1. e N.I.Q. No. 01 (Sl No- 01) of 2026-27. Bid Submission start date (online) : 02.06.2026 from 2.00 p.m. Bid Submission closing date (online): 12.06.2026 upto 2.00 p.m. Corrigendum if any will be published in the website only Details of N.I.Q and Tender Documents may be downloaded from : http://wbtenders.gov.in Sd/- Assistant Engineer, Rampurhat Highway Sub Division P.W.(Roads) Dte.
ICA- T9024(1)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
CORRIGENDUM FOR e-TENDER
Due to insufficient bidder, the last date of Submission of Bids of this office e-Tender against Ref. no- WBPWD/AE-NESD/NIT-12/25-26(2nd call) Tender ID- 2026_WBPWD_5014096_1 is hereby extended up to 10/06/2026 upto 1:00 PM .; Website: - https://etender.wb.nic.in or https://wbtenders.gov.in Sd/- Assistant Engineer, PWD, Nandan Electrical Sub-Division, 1/1 A.J.C Bose Road, Kol-201/1 A.J.C Bose Road, Kol-20.
ICA- T9018(1)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
NOTICE INVITING TENDER
Bid reference no. WBMSCL/NIT-391/2026; Dated - 29/05/2026
Urgent Repairing of Various Types of Ceiling, Wall Mount & Exhaust Fans at Bolpur and Suri Super Speciality Hospital, District- Birbhum. Last date of submission of bid (online) - 10/06/2026 up to 3.00 P.M. the tender document can be downloaded from www.wbmsc.gov.in & www.wbtenders.gov.in on or after 02/06/2026 at 04.00 P.M. Clarification requests, if any may be sent to cpee@wbmsc.gov.in Sd/- General Manager, WBMSCL, Additional Secretary to the Govt. of West Bengal
ICA- T8996(1)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
TENDER NOTICE
Tender is invited by The Executive Engineer, New Town Kolkata W/S Divn.-II, P. H. E. Dte. on behalf of Governor of West Bengal vide Ref. No. PHE/NTKD-II/e-17 OF 2026-2027 ID: 2026_PHED_1025861_1 to 2025_PHED_1025861_14 for Sl No. 1 to 14 (i) Last date of submission : 08.06.2026 Upto 12:00 P.M. (ii) Date of Opening : 10.06.2026 After 12:00 P.M. (iii) Intending Bidders are requested to visit the website: **http://wbtenders.gov.in** Sd/- For Executive Engineer, New Town Kolkata W/S Divn.-II, P.H.E. Dte.
ICA- T9019(1)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
PWD TENDER NOTICE
AE/Ulu Hwy Sub-Div, P.W.R.D invites 1 No. of online quotation for various works as per work schedule vide **e-NIQ No. 04 of 2026-2027/AE/ULHSD.** Tender ID : **2026_WBPWD_5014758_1.** Bid Submission Start Date (Online) : 01.06.2026 from 10:00 Hrs. Bid Submission Last Date (Online) : 12.06.2026 up to 14:00 Hrs. Corrigendum if any will be published in **www.wbpwd.gov.in** Sd/- AE/ULHSD/PWRD.
ICA- T9010(1)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
KMDA TENDER NOTICE
e-NIT No: EE-IX/T-05 of 2026-27
e-Tender is invited by the Executive Engineer, Division-IX/SWTP, W&S Sector, KMDA, Chowdhury Para Lane, Serampore, Hooghly, from eligible and resourceful contractors, for the work, **Name of Work, Estimated Amount, Earnest Money, Time of Completion,** Repairing and replacement of dilapidated mechanical floculator bridge rail of 27 MLD & 4.5 MGD WTP along with other ancillary works within Serampore Municipality., Rs.4,14,714/-, Rs.8,300/-, 01 month, **End date & time of Online Bid submission:** 12.06.2026 upto 15:00 hrs, for details contact the above office or visit both websites. (KMDA-67)
www.kmda.wb.gov.in
www.wbtenders.gov.in
ICA- T8986(1)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
CORRIGENDUM
Please note Bid submission end date (online) is extended to 12.06.2026 up to 14:00 P.M. for the following job "SITC of Fire Detection and Alarm System at Old ladies Hostel and several areas of other buildings within the College Campus of CNMCH, Kolkata." vide e-tender no. WBPWD/EE-I/CKHED/eNIT-02/26-27. Tender ID : 2026_WBPWD_5014045_1. Detail information/download/upload will be available from the website: **http://wbtenders.gov.in** & **http://pwdwb.in** Sd/- Executive Engineer-I, P.W. Dte. Central Kolkata Health Electrical Division.
ICA- T9012(1)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
KMDA TENDER NOTICE
e-NIT No: 03/EE/DIV-IV/Housing (BSUP)/ KMDA of 2026-2027
e-Tender is invited by The Executive Engineer, DIV-IV, Housing (BSUP), Housing Sector, KMDA, 6th floor, Block-A, Unnayan Bhavan, DJ-11, Sector-II, Salt Lake City, Kolkata-700091, from reliable, resourceful, bonafide and experienced firms / companies / individual / partnership firm contractors, for the work, **Name of Work, Estimated Amount, Earnest Money, Time of Completion,** Emergency repairing of underground blockage sewerage line and construction of new inspection pit, yard gully at Block no. 10A, 7C, 6 in KIT Housing Scheme No. SIH-II under Housing (BSUP) Sector, KMDA., Rs.2,56,989/- (including GST & LWC), Rs.5,150/-, 01 month, **Last date & time of Online Bid submission: 12.06.2026,** Time: 17.00 hrs., for details contact the above office or visit both websites. www.kmda.wb.gov.in (KMDA-55) www.wbtenders.gov.in
ICA- T8979(1)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
CORRIGENDUM
Please note Bid submission end date (online) is extended to 12.06.2026 up to 14:00 P.M. for the following job "Electrical work for Construction of Seven storied building for Institute of Neuroscience (with seven storied foundation), along with two storied Electrical Sub-station building (with three storied foundation) and Canteen building within compound of 17, Convent Road. Kolkata-700 014 --- SITC of UPS System" vide e-tender no. WBPWD/EE-I/CKHED/eNIT-01/26-27. Tender ID : 2026_WBPWD_5014036_1. Detail information/download/upload will be available from the website: http://wbtenders.gov.in & http://pwdwb.in Sd/- Executive Engineer-I, P.W. Dte. Central Kolkata Health Electrical Division.
ICA- T9014(1)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
KMDA TENDER NOTICE
e-NIT No: KMDA/EM/EE/ED-VII/ NIT-01/2026-27
Online tender is invited by the Executive Engineer, Electrical Division-VII, EM Sector, KMDA, 14, Raja Manindra Road, Kolkata-700037, from eligible agencies, for the work, **Name of Works, Estimated Value of work, Earnest Money Deposit, Time of Completion**, Annual comprehensive Maintenance of 8 (Eight) nos Blinking System on Height barriers over Ultadanga Flyover and the Canal Circular Road under the Durgapur Bridge at the both approaches., Rs. 4,36,054/-, Rs. 8,721/-, 01Years from the date of firm order, **Last date & time of online Tender submission: 15.06.2026 at 14.00 hours.,** for details contact the above office or visit both websites. **(KMDA-56) www.kmda.wb.gov.in www.wbtenders.gov.in**
ICA- T8981(1)/2026

ময়দান

মোহনবাগানের প্রাণপুরুষকে সম্মান, চিরস্মরণীয় করে রাখা হচ্ছে টুটু বোসের সদস্যপদ

নিজস্ব প্রতিবেদন: মোহনবাগানের ইতিহাসে স্বপনসাধন বোস, সকলের প্রিয় টুটু বোস, এক অবিস্মরণীয় নাম। দীর্ঘ কয়েক দশক ধরে তিনি শুধু একজন কর্তা নন, বরং ক্লাবের অন্যতম প্রধান মুখ হয়ে উঠেছিলেন। তাঁর নেতৃত্ব, আবেগ এবং অকৃত্রিম ভালোবাসা মোহনবাগানকে একাধিক সাফল্যের পথে এগিয়ে নিয়ে গিয়েছিল। সেই মানুষটির প্রয়াণের পর তাঁকে বিশেষ সম্মান জানাতে এক অনন্য সিদ্ধান্তের পথে হাঁটল মোহনবাগান ক্লাব।

সোমবার নেতাজি ইন্ডোর স্টেডিয়ামে টুটু বোসের স্মরণসভা অনুষ্ঠিত হয়। এই অনুষ্ঠানে রাজনীতি, ক্রীড়া ও সংস্কৃতি জগতের বহু বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব উপস্থিত ছিলেন। দলমত নির্বিশেষে অসংখ্য মোহনবাগান সমর্থক এবং ময়দানপ্রেমীও সেখানে ভিড় জমান। প্রয়াত ক্লাবকর্তার প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে উপস্থিত হন রাজ্যের ক্রীড়ামন্ত্রী নিশীথ প্রামাণিক, মন্ত্রী তাপস রায়, স্বপন দাশগুপ্ত, প্রাক্তন ক্রিকেটার অশোক দিন্দা, বামফ্রন্টের নেতা বিমান বসু, তৃণমূল নেতা সমীর চক্রবর্তী এবং প্রাক্তন কংগ্রেস সাংসদ প্রদীপ ভট্টাচার্য। এছাড়াও অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন মোহনবাগানের প্রাক্তন তারকা ফুটবলার সুব্রত ভট্টাচার্য, মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য, বিদেশ বসু, শিশির ঘোষ-সহ আরও অনেকে। চলচ্চিত্র জগতের প্রতিনিধিত্ব করেন অভিনেত্রী মুনমুন সেন এবং রাইমা সেন।

স্মরণসভার মঞ্চ থেকেই মোহনবাগানের বর্তমান সভাপতি দেবাশিস দত্ত একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রস্তাব ঘোষণা করেন। তিনি জানান, টুটু বোসের সদস্যপদ নম্বরটি চিরতরে সংরক্ষিত রাখার জন্য ক্লাবের কর্মসমিতির কাছে তিনি আবেদন জানাবেন। তাঁর বক্তব্য ছিল, টুটু বোসের মতো নিবেদিতপ্রাণ, আবেগপ্রবণ এবং ক্লাবপ্রেমী মানুষ খুব কমই দেখা যায়।

জ্যাকের বিশ্বাস ও দলগত শক্তিতে দ্বিমুকুটের স্বপ্নে টাউন

পি সেন ফাইনালে টাউন ক্লাব, পরপর দুই ট্রফির হাতছানি, সামনে ইস্টবেঙ্গল

নিজস্ব প্রতিবেদন: আইপিএলে ১৮ বছরের অপেক্ষার অবসান ঘটিয়ে যেমন পরপর দু'বার চ্যাম্পিয়ন হয়েছে রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরু, তেমনই এবার ঘরোয়া ক্রিকেটে পরপর দু'টি ট্রফি জয়ের স্বপ্ন দেখছে টাউন ক্লাব। সিএবি প্রথম ডিভিশন তথা সুপার লিগ চ্যাম্পিয়নশিপ জয়ের পর এবার পি. সেন মেমোরিয়াল ইনভাইটেশনাল টুর্নামেন্টের ফাইনালেও পৌঁছে গিয়েছে শতাব্দীপ্রাচীন ক্লাবটি। কাল ট্রফি নির্ধারণী ম্যাচে তাদের সামনে শক্তিশালী ইস্টবেঙ্গল।

এই সাফল্যের নেপথ্যে অন্যতম প্রধান কারিগর টাউন ক্লাবের ক্রিকেট প্রশাসক সুরজিৎ লাহিড়ি, যিনি ক্রিকেটমহলে 'জ্যাক' নামেই বেশি পরিচিত। সীমিত বাজেট, তারকাবিহীন দল এবং অগাধ আত্মবিশ্বাসকে সম্বল করেই তিনি গড়ে তুলেছেন এই টাউন ক্লাবের ক্রিকেট দল। তাঁর মতে, দলের সাফল্যের মূল চাবিকাঠি ড্রেসিংরুমের পরিবেশ। সুরজিৎ লাহিড়ি বলেন, 'ড্রেসিংরুম যত ভালো হবে, দলও তত ভালো খেলবে। আমাদের দলে বড় তারকা নেই, কিন্তু প্রত্যেকে লড়ে যায়, দায়িত্ব নেয়। সেটাই আমাদের সবচেয়ে বড় সাফল্যের শক্তি।' নিজের ভূমিকাকে ব্যাখ্যা করতে গিয়ে তাঁর সহজ স্বীকারোক্তি, 'একজন রান্না করে, আর একজন সবজি কাটে। মাঠে আমি শুধু সবজি কাটার কাজটা করি, রান্নাটা করে ক্রিকেটাররাই।' প্রথম সেমিফাইনালে বড়িশা স্পোর্টিংকে ৫ উইকেটে হারিয়ে ফাইনালে ওঠে টাউন ক্লাব। অন্যদিকে সুপার ওভারের নাটকীয়তায় মোহনবাগানকে হারিয়ে ফাইনালে জায়গা করে নেয় ইস্টবেঙ্গল। তবে লড়াইয়ের আগে আত্মবিশ্বাসী জ্যাক। তাঁর কথায়, 'এর আগেও ইস্টবেঙ্গল- মোহনবাগানের মতো দলকে হারিয়েছি। দলের মনোবল তুঙ্গে। মাঠে ১০০ শতাংশ উজাড় করে দেব।' আইপিএল ফাইনাল দেখে সরাসরি কলকাতায় ফিরেছেন সুরজিৎ। সেখানে সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়ের কাছ থেকেও অনুপ্রেরণা পেয়েছেন বলে জানিয়েছেন তিনি। এবার সেই অনুপ্রেরণাকে পুঁজি করেই টাউন ক্লাব নামতে চলেছে আরও এক ইতিহাস গড়ার লড়াইয়ে। দুই ট্রফির হাতছানি এখন তাদের সামনে।

বিতর্ক পেরিয়ে আবার শীর্ষে ইডেন গার্ডেন্স, দেশের সেরা পিচ ও গ্রাউন্ডের স্বীকৃতি

নিজস্ব প্রতিবেদন: ভারতীয় ক্রিকেটের অন্যতম ঐতিহ্যবাহী কেন্দ্র ইডেন গার্ডেন্স আবারও নিজের শ্রেষ্ঠত্বের প্রমাণ দিল। সাম্প্রতিক সময়ে এই ঐতিহাসিক মাঠকে ঘিরে নানা বিতর্ক, সমালোচনা এবং প্রশ্ন উঠেছিল। কখনও পিচের চরিত্র নিয়ে, কখনও প্রশাসনিক সিদ্ধান্ত নিয়ে, আবার কখনও মাঠ পরিচালনার বিভিন্ন বিষয়কে কেন্দ্র করে আলোচনা হয়েছে। সেই সব বিতর্কের আবহে অনেকেই ইডেনের মান নিয়ে সংশয় প্রকাশ করেছিলেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত মাঠের গুণগত মান এবং ধারাবাহিক কর্মদক্ষতাই সব প্রশ্নের উত্তর দিয়ে দিল।

আইপিএল ২০২৬ মরশুমে 'বেস্ট পিচ অ্যান্ড গ্রাউন্ড' পুরস্কার জিতে নিয়েছে ইডেন গার্ডেন্স। এই সম্মান শুধু একটি পুরস্কার নয়, বরং দেশের ক্রিকেট মহলের তরফে ইডেনের প্রতি আস্থা ও শ্রদ্ধার স্বীকৃতি। ভারতের অসংখ্য আন্তর্জাতিক মানের স্টেডিয়ামের মধ্যে সেরা হিসেবে নির্বাচিত হওয়া নিঃসন্দেহে বড় অর্জন।

এই সাফল্যের পেছনে রয়েছে দীর্ঘদিনের কঠোর পরিশ্রম ও পরিকল্পনা। একটি আন্তর্জাতিক মানের মাঠকে সবসময় সেরা অবস্থায় রাখা সহজ কাজ নয়। আবহাওয়া, ম্যাচের চাপ, দর্শকদের উপস্থিতি এবং বিভিন্ন প্রতিযোগিতার ব্যস্ততার মধ্যেও মাঠের মান বজায় রাখতে হয়। সেই কঠিন দায়িত্ব সফলভাবে পালন করেছেন কিউরেটর সুজন মুখার্জি এবং তাঁর নেতৃত্বাধীন গ্রাউন্ডস টিম। তাঁদের নিষ্ঠা, দক্ষতা এবং পেশাদার মানসিকতার ফলেই ইডেন আবারও দেশের সেরা মাঠের মর্যাদা অর্জন করেছে।

আইপিএল ২০২৬ ফাইনালের মঞ্চে ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশন অব বেঙ্গলের (CAB) পক্ষ থেকে কোষাধ্যক্ষ সঞ্জয় দাস এই সম্মান গ্রহণ করেন। এই মুহূর্তটি শুধু ঋঙ্ক-এর জন্য নয়, সমগ্র বাংলা ক্রিকেটের জন্য ছিল অত্যন্ত গর্বের। কারণ ইডেন গার্ডেন্সের সাফল্য মানে বাংলার ক্রিকেট সংস্কৃতির সাফল্য। এই স্বীকৃতির পর CAB সভাপতি সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়ও সন্তোষ প্রকাশ করেন। তিনি জানান, বিভিন্ন সময়ে নানা রকম সমালোচনা এবং বিভ্রান্তিকর প্রচার সত্ত্বেও মাঠের কর্মীরা নিজেদের কাজে অবিচল থেকেছেন। তাঁদের নিষ্ঠা এবং পরিশ্রমের ফলেই আজ এই সম্মান বাংলার ঝুলিতে এসেছে। তাঁর বক্তব্যে মাঠের সঙ্গে যুক্ত প্রত্যেক কর্মীর অবদানের প্রতি সম্মান ও কৃতজ্ঞতা স্পষ্টভাবে ফুটে ওঠে।

ইডেন গার্ডেন্স শুধুমাত্র একটি স্টেডিয়ামের নাম নয়। এটি বাংলা ক্রিকেটের আবেগ, ইতিহাস এবং গৌরবের প্রতীক। প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে অসংখ্য স্মরণীয় ম্যাচ, কিংবদন্তি ক্রিকেটার এবং ঐতিহাসিক মুহূর্তের সাক্ষী এই মাঠ। তাই যখন দেশের সেরা পিচ ও গ্রাউন্ডের সম্মান আবারও ইডেনের হাতে আসে, তখন তা শুধু একটি প্রতিষ্ঠানের নয়, সমগ্র বাংলার মানুষের গর্বের কারণ হয়ে দাঁড়ায়।

Printed and Published by **Krishnanand Singh** on behalf of **Narsingha Broadcasting Pvt. Ltd.** Printed at **LS.Publication, 4, Canal West Road, Kolkata 700015** and Published at **1, Old Court House Corner, 3rd Floor, Room no. 306(S), Tobacco House, Kolkata- 700001 RNI No. WBBEN/2006/17404,** Phone: 033-4001 9663 email# dailyekdin1@gmail.com **Editor: Santosh Kumar Singh**

নরসিংহ ব্রডকাস্টিং প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে কৃষ্ণানন্দ সিং কর্তৃক ১, ওল্ড কোর্ট হাউস কর্ণার, ৪র্থ তল, রুম নম্বর ৩০৬ (এস), টোবাকো হাউস, কলকাতা-৭০০০০১ থেকে প্রকাশিত ও এলএস পাবলিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেড, ৪ ক্যানাল ওয়েস্ট রোড, কলকাতা-৭০০০১৫ থেকে মুদ্রিত।
RNI No. WBBEN/2006/17404, ফোন-০৩৩-৪০০১ ৯৬৬৩, ইমেল dailyekdin1@gmail.com সম্পাদক- সন্তোষ কুমার সিং

টার্গেট

মঙ্গলবার • ২ জুন ২০২৬ • পেজ ৮

কোচিংয়ের কারখানায় হারিয়ে যাচ্ছে ছাত্রজীবন

নম্বরের দৌড়ে শিক্ষা নয়, তৈরি হচ্ছে এক ক্লান্ত প্রজন্ম

উজ্জ্বল কুমার দত্ত

রাত সাড়ে দশটা। শহরের আলো তখন ধীরে-ধীরে নিস্তেজ হয়ে আসছে। কিন্তু একটি কিশোরের দিন তখনও শেষ হয়নি। সকাল সাতটায় স্কুলে গিয়েছে, দুপুরে ফিরেই কোচিং, তারপর আরেকটি অনলাইন টেস্ট, রাত পর্যন্ত অ্যাসাইনমেন্ট। টেবিলের উপর স্তূপ করে রাখা পদার্থবিদ্যা, রসায়ন আর গণিতের বই যেন তাকে প্রতিদিন মনে করিয়ে দিচ্ছে; তোমাকে ডাক্তার হতেই হবেদ, তোমাকে ইঞ্জিনিয়ার হতেই হবেদ।

সে কি সত্যিই তা হতে চায়?

এই প্রশ্নটি আজকাল খুব কম মানুষই করে।

ভারতের বর্তমান শিক্ষাব্যবস্থা এমন এক জায়গায় এসে দাঁড়িয়েছে, যেখানে ছাত্রদের মানুষ হিসেবে নয়, বরং র‍্যাঙ্ক উৎপাদনের যন্ত্রদ হিসেবে দেখা হচ্ছে। একাদশ-দ্বাদশ শ্রেণিতে উঠতেই বহু ছাত্রছাত্রীর জীবনে স্কুল কার্যত গুরুত্ব হারিয়ে ফেলছে। তারা স্কুলের সিলেবাস কোনো রকমে শেষ করে ছুটছে কোচিং সেন্টারের দিকে। কারণ সমাজ তাদের বুঝিয়ে দিয়েছে; ভবিষ্যৎ নির্ভর করছে জেইই, নিট কিংবা অন্যান্য প্রবেশিকা পরীক্ষার উপর।

আর সেই সুযোগকেই ব্যবসায় পরিণত করেছে এক বিশাল কোচিং শিল্প।

আজ দেশের নানা শহরে, এমনকি ছোট শহর ও মফস্বলেও, কোচিং সেন্টারের ঝলমলে বিজ্ঞাপন চোখে পড়ে। বিশাল হোর্ডিংয়ে হাসিমুখে দাঁড়িয়ে থাকে টপারদ ছাত্রছাত্রীদের ছবি। কোথাও লেখা; তঅল ইন্ডিয়া র‍্যাঙ্কদ, কোথাও তনিশ্চিত সাফল্যদ, কোথাও তমেডিক্যাল সিট গ্যারান্টেডদ। এই বিজ্ঞাপনগুলো ধীরে ধীরে অভিভাবকদের মনে ভয় তৈরি করে। মনে হয়, কোচিংয়ে ভর্তি না করালে সন্তান হয়তো জীবনের দৌড়ে পিছিয়ে পড়বে।

কিন্তু একটি বিষয় আমাদের প্রথমেই মনে রাখতে হবে; কোচিং সেন্টার কখনও বিজ্ঞানের ভিত মজবুত করার জন্য তৈরি হয়নি।

তারা বিজ্ঞানকে ভালোবাসতে শেখায় না। তারা নিউটনের সূত্রের সৌন্দর্য বোঝায় না, তারা রসায়নের বিস্ময় অনুভব করায় না। তারা কেবল শেখায়; কীভাবে প্রবেশিকা পরীক্ষায় বেশি নম্বর তুলতে হবে। অর্থাৎ শিক্ষা নয়, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার কৌশলই হয়ে ওঠে তাদের মূল উদ্দেশ্য।

এই কারণেই আজ বহু ছাত্র অঙ্কের সূত্র মুখস্থ করতে পারে, কিন্তু অঙ্ককে ভালোবাসতে শেখে না। পদার্থবিদ্যার সমস্যার সমাধান করতে পারে, কিন্তু প্রকৃতির রহস্য নিয়ে আদৌও কৌতূহলী নয়। কারণ তাদের শেখানো হয়েছে; তভাবতে নয়, নম্বর তুলতে।দ

এ যেন শিক্ষার এক ভয়ঙ্কর সংকট।

সবচেয়ে বড় সমস্যা হলো, কোচিং সেন্টার কোনো ছাত্রকে বাদ দেয় না। প্রত্যেক ছাত্রকেই তারা ডাক্তার বা ইঞ্জিনিয়ার হওয়ার দিকে ঠেলে দেয়। ছাত্রটির সত্যিই সেই বিষয়ে আগ্রহ আছে কি না, তার মানসিক ক্ষমতা কতটা, সে অন্য কোনো বিষয়ে দক্ষ কি না; এসব প্রশ্ন প্রায় কেউই তোলে না।

ফলে বহু ছাত্র নিজের স্বপ্ন নয়, অন্যের স্বপ্ন বহন করতে শুরু করে।

একজন ছাত্র হয়তো সাহিত্য ভালোবাসে, কেউ সংগীতে অসাধারণ, কেউ ইতিহাস বা চারুকলায় প্রতিভাবান; কিন্তু সমাজ তাকে বোঝায়, তএসব করে ভবিষ্যৎ নেই।দ ফলস্বরূপ সবাইকে একই স্রোতে নামিয়ে দেওয়া হয়। যেন পুরো দেশ একটি বিশাল প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার মাঠ।

এই চাপের ফল ভয়াবহ।

অনেক ছাত্র ধীরে-ধীরে মানসিক ভারসাম্য হারিয়ে ফেলছে। তাদের মনে তৈরি হচ্ছে ভয়, উদ্বেগ, হীনমন্যতা। কোচিংয়ের টেস্টে নম্বর কম এলে তারা মনে করছে জীবন শেষ। বহু ছাত্র রাতের পর রাত ঘুমোতে পারছে না। কেউ-কেউ বিষণ্নতায় ডুবে যাচ্ছে। আবার কেউ-কেউ এমন চরম সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলছে, যা পরিবারকে সারাজীবনের জন্য অন্ধকারে ঠেলে দিচ্ছে।

কোটা, দিল্লি, হায়দরাবাদ; দেশের বিভিন্ন কোচিং সমৃদ্ধ শহরগুলির আত্মহত্যার খবর আমাদের বিবেককে প্রতিনিয়ত নাড়া দেয়। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়, কয়েকদিন শোরগোল হওয়ার পর সমাজ আবার আগের মতোই নম্বরের দৌড়ে ফিরে যায়।

আমরা যেন ভুলেই গেছি; ছাত্ররাও মানুষ।

নম্বরকেন্দ্রিক শিক্ষা ব্যবস্থা একদিকে ছাত্রদের মনোবল ভেঙে দিচ্ছে, অন্যদিকে সমাজকেও ভুল পথে চালিত করছে। এখন পরিস্থিতি এমন দাঁড়িয়েছে যে অনেক অভিভাবক সন্তানকে বুঝতে চাওয়ার বদলে শুধুমাত্র নম্বরের হিসাব কষছেন। কোথাও নম্বর কম এলেই শিক্ষক বদল, কোচিং বদল, নতুন টেস্ট সিরিজ; যেন শিক্ষা নয়, কোনো যান্ত্রিক উৎপাদন চলছে।

এই মানসিকতা অত্যন্ত বিপজ্জনক।

কারণ একজন ছাত্রের বিকাশ কখনও কেবল নম্বর দিয়ে বিচার করা যায় না। শিক্ষা মানে শুধু পরীক্ষায় পাস করা নয়। শিক্ষা মানে চিন্তা করতে শেখা, প্রশ্ন করতে শেখা, যুক্তি গড়ে তোলা ও সর্বোপরি মানবিক হওয়া।

আজকের বহু ছাত্র বইয়ের বিষয়বস্তু সত্যিকারের অর্থে বুঝতেই পারছে না। তারা কেবল তশর্টকাটদ, তট্রিকসদ, তকমন প্রশ্নদ, তপ্রেডিকশনদ; এসবের মধ্যে আটকে যাচ্ছে। অথচ জ্ঞানের সৌন্দর্য কোথায়, বিজ্ঞানের আনন্দ কোথায়, সাহিত্য বা ইতিহাসের মানবিক শিক্ষা কোথায়; তা ক্রমশ হারিয়ে যাচ্ছে।

আমাদের আবার স্কুলমুখী হতে হবে।

সরকারি স্কুলগুলিকে আগের মতো শক্তিশালী করে তুলতে হবে। কারণ একসময় এই স্কুলগুলিই দেশের মেধাবী ছাত্র তৈরি করত। শিক্ষক-শিক্ষিকাদের প্রতি শ্রদ্ধা ছিল, স্কুল ছিল শিক্ষার কেন্দ্র। এখন অনেক জায়গায় স্কুল কেবল আনুষ্ঠানিক প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়েছে, আর প্রকৃত শিক্ষা চলে যাচ্ছে কোচিং সেন্টারের হাতে।

এ এক ভয়ংকর সামাজিক পরিবর্তন।

যতদিন না স্কুলের পঠন-পাঠনকে গুরুত্ব দেওয়া হবে, ততদিন এই সংকট কাটবে না। কোচিং সেন্টারের দৌরাত্ম্য কমাতে হলে প্রথমেই স্কুলশিক্ষাকে শক্তিশালী করতে হবে। শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ, ল্যাবরেটরি, লাইব্রেরি, আধুনিক প্রযুক্তি; সবকিছু স্কুলের মধ্যেই উন্নত করতে হবে।

সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হলো শিক্ষক এবং অভিভাবকের নিয়মিত যোগাযোগ।

আজ অনেক অভিভাবক সন্তানের পড়াশোনার প্রকৃত অবস্থা না জেনেই শুধুমাত্র কোচিংয়ের উপর নির্ভর করছেন। অথচ একজন শিক্ষক শ্রেণিকক্ষে ছাত্রের আচরণ, মনোযোগ, মানসিক অবস্থা খুব সহজেই বুঝতে পারেন। ছাত্র কোথায় দুর্বল, কোথায় ভয় পাচ্ছে, কোন বিষয়ে আগ্রহ; এসব জানার জন্য শিক্ষক-অভিভাবক সম্পর্ক অত্যন্ত জরুরি।

নিয়মিত প্যারেন্টস-টিচার মিটিং তাই খুব প্রয়োজন।

একজন ছাত্রকে বোঝার জন্য তাকে কেবল পরীক্ষার খাতায় দেখলে হবে না; তার মনকেও বুঝতে হবে।

বর্তমানে আবার অনলাইন কোচিং এবং অনলাইন টিউশনের প্রবণতা দ্রুত বাড়ছে। প্রযুক্তির সুবিধা অবশ্যই আছে, কিন্তু এর সীমাবদ্ধতাও কম নয়। অফলাইন ক্লাসে শিক্ষক ছাত্রের চোখের ভাষা বুঝতে পারেন, তার বডি ল্যাঙ্গুয়েজ দেখে আন্দাজ করতে পারেন সে বিষয়টি বুঝেছে কি না। ছাত্র হঠাৎ চুপ হয়ে গেলে বা অস্বাভাবিক আচরণ করলে শিক্ষক তা অনুভব করতে পারেন।

অনলাইন ক্লাসে সেই মানবিক যোগাযোগ অনেকটাই হারিয়ে যায়।

ফলে বহু ছাত্র ক্যামেরা বন্ধ রেখে, মনোযোগ ছাড়া, শুধুমাত্র রুটিন পূরণদ করতে থাকে। বিশেষ করে যেসব ছাত্র স্বভাবে ফাঁকিবাজ বা অনিয়মিত, তারা আরও বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। অবশ্য কিছু অত্যন্ত মনোযোগী ছাত্র অনলাইন শিক্ষার সুবিধা নিতে পারে, কিন্তু সমাজের অধিকাংশ ছাত্রের ক্ষেত্রে সরাসরি শিক্ষকের উপস্থিতি এখনও অপরিহার্য।

শিক্ষা কেবল তথ্য দেওয়া নয়; শিক্ষা হলো সম্পর্ক তৈরি করা।

একজন প্রকৃত শিক্ষক শুধু পাঠ্যবই পড়ান না, তিনি ছাত্রের আত্মবিশ্বাস গড়ে তোলেন। তার ভিতরের ভয় দূর করেন। তাকে জীবনের প্রতি ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি শেখান। এই মানবিক স্পর্শ কোনো ডিজিটাল স্ক্রিন পুরোপুরি দিতে পারে না।

আজ আমাদের বিদেশের উন্নত শিক্ষা ব্যবস্থাগুলির দিকে তাকানো প্রয়োজন। বিশেষ করে চীনের শিক্ষা ব্যবস্থায় বিজ্ঞানভিত্তিক শিক্ষা, গবেষণা, শৃঙ্খলা এবং জাতীয় পরিকল্পনার মধ্যে একটি দীর্ঘমেয়াদি সমন্বয় দেখা যায়। তারা শুধু পরীক্ষাকেন্দ্রিক শিক্ষা নয়, দক্ষতা, প্রযুক্তি ও বাস্তব প্রয়োগের উপরও গুরুত্ব দেয়।

আমাদেরও সেই শিক্ষা নিতে হবে।

কারণ কেবল কোচিং দিয়ে কোনো ছাত্রকে সত্যিকারের মানুষ তৈরি করা যায় না।

একজন প্রকৃত শিক্ষিত মানুষ তৈরি হয় কৌতূহল থেকে, স্বাধীন চিন্তা থেকে, পাঠাভ্যাস থেকে, মানবিক মূল্যবোধ থেকে। আর এই কাজটি স্কুল, পরিবার এবং সমাজ; সবাইকে মিলেই করতে হবে।

সব শিশুই ডাক্তার বা ইঞ্জিনিয়ার হবে না, হওয়াও উচিত নয়। সমাজের প্রয়োজন বিজ্ঞানী, সাহিত্যিক, শিক্ষক, শিল্পী, গবেষক, কৃষিবিদ, সমাজকর্মী; নানা ধরনের মানুষের। শিক্ষা যদি কেবল কিছু নির্দিষ্ট পেশার দিকে সবাইকে ঠেলে দেয়, তবে সমাজের ভারসাম্য নষ্ট হয়ে যাবে।

আজ সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন ছাত্রদের নিজের মেধা ও আগ্রহ অনুযায়ী বিষয় বেছে নেওয়ার স্বাধীনতা দেওয়া। তাকে বোঝানো; 'তুমি নম্বরের মেশিন নও। তুমি একজন মানুষ।'

যেদিন এই কথাটি আমরা সত্যিকারের অর্থে বিশ্বাস করতে শিখব, সেদিনই হয়তো আমাদের শিক্ষাব্যবস্থা আবার মানবিক হবে।

তার আগে পর্যন্ত কোচিংয়ের চকচকে বিজ্ঞাপনের আড়ালে হয়তো আরও অনেক ছাত্র নীরবে হারিয়ে যাবে।

আর আমরা শুধু ফলাফলের শতাংশ গুনে যাব।

(মতামত ব্যক্তিগত)

ইঁদুর দৌড়ের প্রস্তুতি শুরু

রথীন কুমার চন্দ: জীবনের প্রথম পরীক্ষার ধাপ উত্তীর্ণ হয়ে, অ্যাডভান্সড স্টেজে যাবার প্রাক পর্যায়ে দাঁড়িয়ে বর্তমান বছরের মাধ্যমিক উত্তীর্ণ প্রার্থীরা। কেউ মেধা তালিকায় প্রথম স্থানাধিকার করে, ইতিহাসের পাতায় নামাঙ্কিত করেছেন একটা বিরল কীর্তি স্থাপন করে। সাদাকালো অক্ষরে এবং ফ্ল্যাশ গানের সাটার তাদের জীবন যুদ্ধের প্রথম সাফল্য স্টোরি বা গল্প ছাপানো হয় নিউজপ্রিন্টে। কেউবা ক্যান্সার পেসেন্ট, কারোর বাবা আবার রিক্সা চালান বা টোটো চালান অথবা হকারি করেন, সেই হতদরিদ্র ঘর থেকে তাদের এই সাফল্যের চূড়ায় ওঠার কীর্তি উন্মোচন করেন সাংবাদিক কূল। আপার অফ করে এই বিরল কীর্তি গাঁথা ঘরে ঘরে যখন পৌঁছায় তখন পারিবারিক ও সামাজিক মর্যাদা একটা অন্য মাত্রা পায়। ছেলে বা মেয়ের কীর্তিতে বাবা-মা স্বাভাবিকভাবেই গর্বান্বিত হন এই ভেবে তাদের ভবিষ্যৎ তাদেরকে ছাপিয়ে দেশের ও দশের একজন হয়ে উঠবে এবং তাদের মুখ উজ্জ্বল করবে। বিরল এই কীর্তির অধিকারী বা অধিকারিণিদের সময় ও ভাবী কাল বলবে, তারা সমাজ ও দেশের জন্য তাদের এই মেধা কতটা দিতে পারবেন, পারছেন ও দেবেন। ইঁদুর দৌড়ের প্রস্তুতির ভিত্তিপ্রস্তর এই পর্যায় থেকে শুরু হয়। স্কুলে মাস্টার মশায়দের ছত্রছায়ায় পরিচর্যা পেয়ে, চারা গাছ ক্রমশ নিজের শিকড় ছড়াতে থাকে, কিশোর ছাত্র তার পুথিগত বিদ্যা থেকে হাতে কলমের বা কারিগরি বিদ্যায় আত্মস্থ হওয়ার প্রস্তুতি নেয়। বিদ্যে বোঝাই না হয়ে, বিদ্যা দানব্রতী হওয়া লক্ষ্য কিনা, পরবর্তী সময় সেই ছাত্রে বিদ্যা অর্জনের সার্থকতা পরিপূর্ণ হয়েছে কিনা, সমাজকে কিছু মানবিক,প্রযুক্তিবিদ ও বুদ্ধিজীবি হিসাবে কতটা নিঃস্বার্থ ভাবে দিচ্ছে তার হিসেব নিকেশ বলে দেবে, মানুষ হওয়ার ইঁদুর দৌড়ে জয়ী, নাকি সম্পদ শালী হিসেবে জয়ী, জীবনের শেষ লগ্নে বলে দেবে। বাস্তবের রাসায়নিক বিক্রিয়া বড়ই জটিল, 'অর্থ যেহেতু অনর্থের মূল', ইঁদুর দৌড়ে কেউ টাকা মাটি, মাটি টাকার রামকৃষ্ণের চিন্তা ধারায় চলবেন না, পার্থিব জগতের সাথে তালে তাল মিলিয়ে চলতে, মণিকাঞ্চন যোগ ঘটানোই পুথিগত বিদ্যালাভ করার উদ্দেশ্য। জীবনের রসায়ন কোথায় গিয়ে মিছিল খাবে? কেউ জানে না তবুও বাবা-মা আশায় বুক বাঁধতে থাকে তাদের সন্তান বুঝি ভবিষ্যতের পথপ্রদর্শক হয়ে উঠবে। জীবনের গ্রাফ বড়ই জটিল কোথাও গিয়ে কেউ তার ক্যারিয়ারে অবনমনের কোঠায় চলে যায় কেউ আবার শীর্ষস্থান দখলের অসামান্য দক্ষতা অর্জন করে। জীবনে কে কতটা সাফল্য পেল, তার মাপকাঠি বাস্তবের সফলতা। ইঁদুর দৌড়ে, কে মেধা তালিকায় স্থান লাভ করল, সেটা গৌণ। সব ইঞ্জিনিয়ার বা ডাক্তার মেধা তালিকায় উপরের দিকে স্থান লাভ করে না, কিন্তু প্রযুক্তিবিদ, ডাক্তার, অর্থনীতিবিদ বা অনান্য পেশায় যুক্ত স্বনামধন্যরা নিজ নিজ ক্ষেত্রে সুপ্রতিষ্ঠিত। এই দৌড়ের পাটিগনিত বা বীজগনিতের সমাধান একটাই, প্রাইম ফ্যক্টর একটাই, সফলতার শিখরে বা মই বেয়ে কতটা উপরে পৌছানো যায়, প্রতিযোগীদের পিছনে ফেলে, মানুষ হয়ে ওঠার মন্ত্র তখন দুয়োরানির ভুমিকায় অবতীর্ণ।

সাফল্যের দোরগোড়ায় রুবি পার্ক পাবলিক স্কুল

সম্প্রীত দত্ত

আর্শ যোশী

নিজস্ব প্রতিবেদন: নিয়মনিষ্ঠা, অধ্যাবসায় এবং পড়াশোনা - এই তিনের মিশ্রণে কলকাতার রুবি পার্ক পাবলিক স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীরা আরো একবার নিজেদের প্রমাণ করলো সর্বভারতীয় ইঞ্জিনিয়ারিং পরীক্ষা - জয়েন্ট এন্ট্রান্স এক্সামিনেশন অ্যাডভান্স ২০২৬-এ। পরীক্ষার ফলাফল অনুযায়ী বিদ্যালয়ের ছাত্র সম্প্রীত দত্তনিজের ২৪৭৩ র‍্যাঙ্ক বা ক্রম নিয়ে আইআইটি ভুবনেশ্বর জোনের প্রথম ৫০০ জন স্থানাধিকারীর মধ্যে নিজের জায়গা করে নিয়েছে । (C/ST বিভাগে আর্শ যোশী নিজের ৯১ র‍্যাঙ্ক নিয়ে ভারতীয় প্রযুক্তিবিদ্যা প্রতিষ্ঠান বা আইআইটি ভুবনেশ্বর জোনে সর্ব্বোচ্চ স্থানাধিকারী। অপর ছাত্র আরুষ নিজের জায়গা করে নিয়েছে সর্বভারতীয়ভাবে প্রথম ৯ শতাংশ ছাত্রছাত্রীর মাঝে, তার র‍্যাঙ্ক ৪৯১১। কবীর আহমেদ- ও সর্বভারতীয় এই পরীক্ষায় সসম্মানে উত্তীর্ণ হয়েছে ২৫৬১৩ ক্রম নিয়ে ইতিপূর্বেই ইঞ্জিনিয়ারিং- এর জাতীয় স্তরের প্রবেশিকা পরীক্ষা জয়েন্ট এন্ট্রান্স এক্সামিনেশন মেইনে বিদ্যালয়ের ১২ জন ছাত্রছাত্রী ৯২ শতাংশের উপর নম্বর পেয়ে বিদ্যালয়কে সাফল্যের উচ্চস্তরে নিয়ে গেছে। যেখানে সম্প্রীত দত্ত ৯৯.৯৩ শতাংশ নম্বর নিয়ে এবং আরুষ ৯৯.৪৮ শতাংশ নম্বর নিয়ে নিজেদেরকে মেলে ধরেছে সাফল্যের শিখরে। ছাত্র-ছাত্রীদের এই সাফল্য এবং তার পিছনের কঠোর পরিশ্রম - সকল ক্ষেত্রেই বিদ্যালয়ের শিক্ষক শিক্ষিকাদের অবদান অনস্বীকার্য, বিদ্যালয় তার সমস্ত ছাত্র-ছাত্রীর এই গর্বিত পদক্ষেপ বা সাফল্যকে ভবিষ্যতে আরো উন্নতির দিকে নিয়ে যাওয়ার জন্য বদ্ধপরিকর।

আইনশিক্ষা ও বিচারব্যবস্থার সংস্কার নিয়ে জাতীয় আলোচনা সভা

স্বামী বিবেকানন্দ বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্যোগে শহরের এক পাঁচতারা হোটেলে আয়োজিত হল বিশেষ আলোচনাচক্র

আইনশিক্ষা ও বিচারব্যবস্থার সংস্কার নিয়ে স্বামী বিবেকানন্দ বিশ্ববিদ্যালয়ের আয়োজিত জাতীয় আলোচনা সভায় উপস্থিত বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ।

নিজস্ব প্রতিবেদন: দেশের আইনশিক্ষা ব্যবস্থার উন্নয়ন এবং বিচারব্যবস্থায় প্রয়োজনীয় সংস্কারের রূপরেখা তৈরির লক্ষ্যে স্বামী বিবেকানন্দ বিশ্ববিদ্যালয়ের স্কুল অব লিগ্যাল স্টাডিজ-এর উদ্যোগে এক জাতীয় স্তরের আলোচনা সভার আয়োজন করা হলো। শহরের এক পাঁচতারা হোটেলে আয়োজিত এই অনুষ্ঠানে বিচারক, শিক্ষাবিদ এবং প্রখ্যাত আইনজ্ঞরা বর্তমান পরিস্থিতির প্রেক্ষিতে বিস্তারিত আলোচনা করেন।'পলিসি ম্যাপিং ফর লং-টার্ম ডেভেলপমেন্ট অব লিগ্যাল এডুকেশন অ্যান্ড প্রফেশন ইন ইন্ডিয়া' শীর্ষক এই আলোচনাচক্রে প্রাতিষ্ঠানিক নীতিগত সংস্কার, আইন পেশায় নারীদের অংশগ্রহণ বৃদ্ধি এবং ভবিষ্যৎমুখী আইনশিক্ষা কাঠামো গড়ে তোলার ওপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়।বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ডক্টর সুব্রত কুমার দে জানান, আন্তর্জাতিক মানদণ্ড ও সমাজের পরিবর্তিত চাহিদার সঙ্গে সামঞ্জস্য বজায় রেখে আইনশিক্ষায় ধারাবাহিক সংস্কার অপরিহার্য। স্কুল অব লিগ্যাল স্টাডিজ-এর প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক ডক্টর নির্মল কান্তি চক্রবর্তী আধুনিক প্রযুক্তি ও বিশ্বায়নের প্রেক্ষাপটে পাঠ্যক্রমে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা, সাইবার নিরাপত্তা, তথ্য সুরক্ষা এবং এআই নিয়ন্ত্রণ সংক্রান্ত বিষয় অন্তর্ভুক্তির প্রয়োজনীয়তার ওপর আলোকপাত করেন। এছাড়া, কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি তীর্থঙ্কর ঘোষ গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানকে আরও শক্তিশালী করার বিষয়ে তাঁর মতামত তুলে ধরেন। পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে আইন শিক্ষার বিস্তার কীভাবে ঘটানো যায়, তা নিয়েও উপস্থিত বিশিষ্টজনেরা বিস্তারিত আলোচনা করেন।

লাইফ-সাপোর্ট সিস্টেমের নেপথ্য কারিগর ক্রিটিক্যাল কেয়ার টেকনোলজিস্টদের কেন্দ্রীয় স্তরে ব্রাত্য করে রাখা অনুচিত

শুভজিৎ বসাক

ভারতের কেন্দ্রীয় বাজেটে অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারামন স্বাস্থ্য ক্ষেত্রে যে নতুন দিশা দেখিয়েছেন, তাতে ১০টি অ্যালাইড হেলথ সেক্টরকে অন্তর্ভুক্ত করা হলেও অত্যন্ত আক্ষেপজনকভাবে বাদ পড়েছে ক্রিটিক্যাল কেয়ার টেকনোলজিস্টরা। জীবন-মৃত্যুর সন্ধিক্ষণে দাঁড়িয়ে থাকা রোগীর জন্য যারা শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত লড়াই করেন, সেই দক্ষ পেশাদারদের কেন্দ্রীয় তালিকায় ঠাঁই না হওয়া কেবল বিস্ময়কর নয়, বরং জনস্বাস্থ্যের পরিকাঠামোয় এক অপূরণীয় শূন্যতা। অথচ এই বিষয়ে পশ্চিমবঙ্গ সারা দেশের কাছে এক আদর্শ মডেল হতে পারত। এই রাজ্যে ২০০২ সাল থেকে ডিপ্লোমা এবং ২০০৭ সাল থেকে স্নাতক স্তরের পঠন-পাঠন শুরু হয়েছে। বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গ স্বাস্থ্যবিজ্ঞান বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে থাকা সরকারি ও বেসরকারি মেডিকেল কলেজগুলি থেকে প্রতি বছর গড়ে প্রায় ৮০০ থেকে ১০০০ জন দক্ষ ক্রিটিক্যাল কেয়ার টেকনোলজিস্ট পাস করে বেরোচ্ছেন। কিন্তু জাতীয় স্তরে তাঁদের পেশার স্বীকৃতি ও সুনির্দিষ্ট নিয়োগবিধি না থাকায় এই বিশাল মেধা অপচয় হচ্ছে অথবা তাঁরা ভিনরাজ্যের বেসরকারি সংস্থায় চলে যেতে বাধ্য হচ্ছেন।

একজন ক্রিটিক্যাল কেয়ার টেকনোলজিস্টের কর্মপদ্ধতি কেবল যন্ত্রের বোতাম টিপায় সীমাবদ্ধ নয়। হাসপাতালের আইসিইউ, সিসিইউ, আইটিইউ বা এইজডিইউ এর মতো উচ্চপ্রযুক্তিনির্ভর বিভাগে চিকিৎসকের প্রধান কারিগরি সহযোগী হিসেবে কাজ করেন তাঁরা। রোগীর শরীরে ভেন্টিলেটর স্থাপন থেকে শুরু করে তার সঠিক প্যারামিটার নির্ধারণ, ডায়ালাইসিস মেশিনের রক্ত সঞ্চালন প্রক্রিয়া নিয়ন্ত্রণ এবং হার্ট-লাঙ মেশিনের মতো জটিল সরঞ্জাম পরিচালনা করাই তাঁদের মূল কাজ। এছাড়া ইনট্রা-অ্যাওটিক বেলুন পাম্প (IABP) বা একমোর (ECMO) মতো জীবনদায়ী ব্যবস্থার সূক্ষ্ম কারিগরি দিকটি তাঁরাই তদারকি করেন। মুহূর্তের অসতর্কতায় যেখানে প্রাণহানি ঘটতে পারে, সেখানে এই টেকনোলজিস্টরা ২৪ ঘণ্টা অতন্দ্র প্রহরীর মতো যন্ত্র ও রোগীর সংযোগ রক্ষা করেন। বিশেষ করে কোভিড অতিমারীর সময় যখন দেশজুড়ে ভেন্টিলেটর চালানোর লোকের হাহাকার পড়েছিল, তখন এই পেশার গুরুত্ব নতুন করে প্রমাণিত হয়েছিল। এখানে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় বিশ্লেষণ করা প্রয়োজন; ক্রিটিক্যাল কেয়ার বিভাগে নার্সিং স্টাফদের ভূমিকা অনস্বীকার্য হলেও, আধুনিক প্রযুক্তিনির্ভর চিকিৎসার ক্ষেত্রে তাঁদের সীমাবদ্ধতা আছে বা নূন্যতম ধারণাটুকুও থাকে না। নার্সিং স্টাফরা মূলত রোগীর সাধারণ শুশ্রূষা, ওষুধ প্রয়োগ এবং ক্লিনিক্যাল পর্যবেক্ষণে নিয়োজিত থাকে। কিন্তু বর্তমানের 'হাই-টেক' আইসিইউ-তে ব্যবহৃত অত্যাধুনিক যন্ত্রপাতির যে কারিগরি জটিলতা, তার জন্য গভীর প্রকৌশলগত জ্ঞান প্রয়োজন। একজন সি.সি.টি গ্র্যাজুয়েট বা ডিপ্লোমাধারী শিক্ষার্থীর পাঠ্যক্রমের মূল ভিত্তিই হলো এই ফিজিও-টেকনিক্যাল সিস্টেম। যখন একটি ভেন্টিলেটরের 'ওয়েভ-ফর্ম' বিশ্লেষণে ত্রুটি ধরা পড়ে বা একমো সার্কিটে টেকনিক্যাল সমস্যা দেখা দেয়, তখন একজন নার্সিং স্টাফের পক্ষে সেই যান্ত্রিক জটিলতা সমাধান করা সম্ভব নয়। এখানেই সংশ্লিষ্ট ডিগ্রিধারী ক্রিটিক্যাল কেয়ার টেকনোলজিস্টদের নিয়োগ অত্যন্ত অর্থবহ হয়ে ওঠে। নার্সিং ও টেকনিক্যাল টিমের এই যৌথ মেলবন্ধনই কেবল একজন মুমূর্ষু রোগীর নির্ভুল নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে পারে।

গাণিতিক সমীক্ষা ও আন্তর্জাতিক মানদণ্ড অনুযায়ী, প্রতিটি ভেন্টিলেটর বেডের জন্য ১১ অনুপাতে এবং সাধারণ আইসিইউ বেডের জন্য ১৫ অনুপাতে টেকনোলজিস্ট থাকা বাঞ্ছনীয়। ভারতে বর্তমানে সরকারি ও বেসরকারি মিলিয়ে প্রায় ২ লক্ষ আইসিইউ বেড রয়েছে, যার বিপরীতে অন্তত ৪০,০০০ দক্ষ টেকনোলজিস্ট প্রয়োজন। প্রতি বছর সারা দেশে যে হারে আইসিইউ পরিকাঠামো বাড়ছে, সেই অনুপাতে দক্ষ কর্মীর জোগান নেই। কেন্দ্রীয় বাজেটে অর্থমন্ত্রী ১ লক্ষ অ্যালাইড হেলথ কর্মী নিয়োগের কথা বললেও সেখানে ক্রিটিক্যাল কেয়ার টেকনোলজিস্টদের উল্লেখ না থাকা মানে এই পরিকাঠামোকে পঙ্গু করে রাখা। ভেন্টিলেটর বা মাল্টিপ্যারা মনিটর কিনে হাসপাতাল সাজানো সম্ভব, কিন্তু তা পরিচালনা করার জন্য যদি বিএসসি ডিগ্রিধারী বা উপযুক্ত ডিপ্লোমা উত্তীর্ণ ক্রিটিক্যাল কেয়ার টেকনোলজিস্টরা না থাকে, তবে সেই কোটি টাকার যন্ত্র কেবল প্রদর্শনী সামগ্রী হয়েই থাকবে।

তাই এখন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, পশ্চিমবঙ্গ মডেলকে অনুসরণ করে জাতীয় স্তরে NCAHP বা 'ন্যাশনাল কমিশন ফর অ্যালাইড অ্যান্ড হেলথকেয়ার প্রফেশনস'-এর তালিকায় ক্রিটিক্যাল কেয়ার টেকনোলজিস্টদের পূর্ণ মর্যাদা দেওয়া। সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট হেলথ স্কিম, রেলওয়ে এবং সমস্ত কেন্দ্রীয় সংস্থাগুলোতে অবিলম্বে নির্দিষ্ট নিয়োগবিধি তৈরি করে এঁদের অন্তর্ভুক্ত করা প্রয়োজন। স্বাস্থ্য পরিকাঠামো যদি একটি জটিল যন্ত্র হয়, তবে এই টেকনোলজিস্টরা হলেন তার সেই সূক্ষ্ম গিয়ার, যা ছাড়া পুরো ব্যবস্থাটিই অকেজো হয়ে পড়ে। কেন্দ্রীয় সরকার যদি তাঁদের এই অপরিহার্যতাকে স্বীকার করে নিয়ে উপযুক্ত কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করে, তবেই ভারতের স্বাস্থ্য পরিষেবা প্রকৃত অর্থে স্বয়ংসম্পূর্ণ হয়ে উঠবে। অবিলম্বে এই প্রস্তাবনাগুলিকে গুরুত্ব দিয়ে বিবেচনা করা দেশের আপামর সাধারণ মানুষের স্বার্থেই প্রয়োজন।